পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 184 Friday, 5 June, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৮৪ সংখ্যা ✱ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শুক্রবার, ৫ জুন ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

দেশের ১৮তম শহর হিসেবে কলকাতায় ‘ওয়াটার মেট্রো’

নবান্ন থেকে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুনঃ রাজ্যের পরিবহণ ও জলপথ পরিকাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল নবান্ন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করলেন, দেশের ১৮তম শহর হিসেবে কলকাতায় চালু হতে চলেছে অত্যাধুনিক ‘ওয়াটার মেট্রো’ পরিষেবা। একইসঙ্গে তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। জমি-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাজপুরের পরিবর্তে দাদনপাত্রবারে নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নবান্নে কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে রাজ্যের জলপথ পরিবহণ, বন্দর উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের পরিকাঠামো প্রকল্প নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। সেই বৈঠক থেকেই উঠে আসে কলকাতায় ওয়াটার মেট্রো চালুর পরিকল্পনা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দেশের বিভিন্ন শহরে এই পরিষেবা ইতিমধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে চালু হয়েছে। জলপথকে ব্যবহার করে দ্রুত, পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কেরলের কোচিতে প্রথম চালু হওয়া ওয়াটার মেট্রো এখন দেশের একাধিক শহরে বিস্তারের পথে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ধাপে ধাপে ১৮টি শহরে (গুয়াহাটি, শ্রীনগর, পাটনা, বারাণসী, অযোধ্যা, প্রয়াগরাজে প্রথম দফায় ওয়াটার মেট্রো চালু হওয়ার কথা।) এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই তালিকাতেই এবার যুক্ত হতে চলেছে কলকাতা। জলপথে যাতায়াতের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

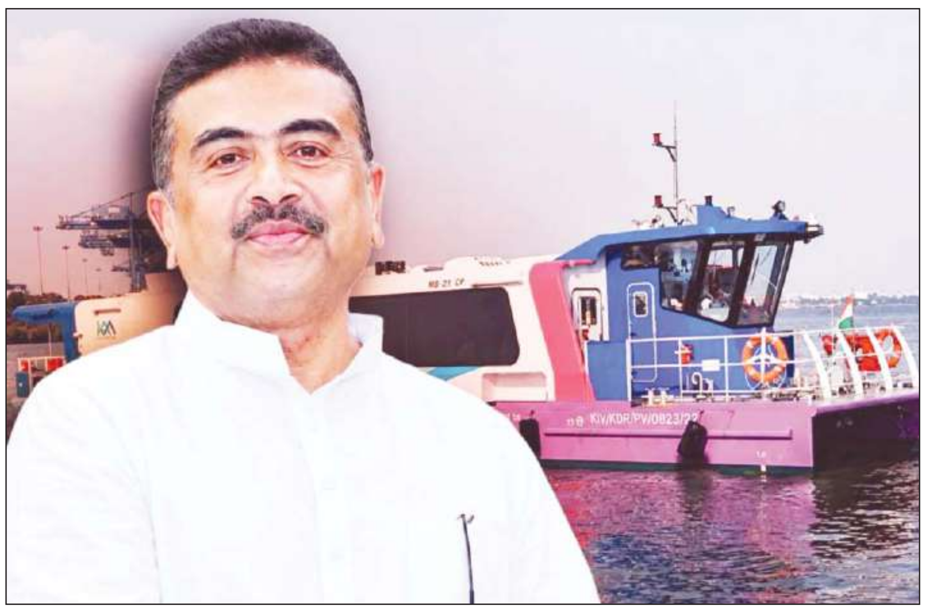

গঙ্গা এবং তার শাখানদীগুলিকে ঘিরে বহু মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত নির্ভরশীল। ফলে ওয়াটার মেট্রো চালু হলে শহরের যানজট কমানোর পাশাপাশি বিকল্প গণপরিবহণ ব্যবস্থাও শক্তিশালী হবে বলে মনে করছে প্রশাসন।

অন্যদিকে, তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, পর্যাপ্ত জমির অভাবের কারণে তাজপুরে পরিকল্পিত বন্দর প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, জমি-সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই এক সময় সংশ্লিষ্ট শিল্পগোষ্ঠী প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে কার্যত সরে এসেছিল। তবে রাজ্য সরকার বন্দর প্রকল্পটি বাতিল করছে না। বরং বিকল্প জায়গা খুঁজে দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই তাজপুরের পরিবর্তে দাদনপাত্রবারকে নতুন গভীর সমুদ্রবন্দরের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাজপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দাদনপাত্রবার এলাকায় প্রায় ১,৭০০ একর জমি বন্দরের জন্য বরাদ্দ করা হবে। সেখানে আধুনিক গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলার কাজ দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক প্রস্তুতি চলছে। শুধু নতুন প্রকল্প নয়, রাজ্যের জলপথ ও বন্দর ব্যবস্থাপনাকেও আরও কার্যকর করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে পরিবহণ এবং জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত কাজ একই প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রের গুরুত্ব এবং কাজের পরিধি আরও বাড়বে বলে মনে করছে সরকার। সেই কারণেই জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে একটি স্বতন্ত্র দফতর গঠনের চিন্তাভাবনা চলছে। এর ফলে বন্দর, জলপথ পরিবহণ, মালবাহী নৌপরিষেবা এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুত এবং পেশাদারভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে প্রশাসনের ধারণা। ওয়াটার মেট্রো থেকে গভীর সমুদ্রবন্দর - একাধিক বৃহৎ প্রকল্পের ঘোষণার মাধ্যমে রাজ্যের জলপথভিত্তিক পরিকাঠামো উন্নয়নের নতুন রূপরেখা সামনে এল। এখন নজর, এই ঘোষণাগুলি কত দ্রুত বাস্তবায়নের পথে এগোয় এবং তার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে কতটা পৌঁছয়।

‘১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে নেতাদের চর্বি জমেছে!’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ বিধানসভায় ‘সই-কাণ্ড’ এবং দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বিধায়কের সমর্থন নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করার পর যখন দল আক্ষরিক অর্থেই ছিন্নমূল, তখন নেত্রীর পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। দলীয় ভাঙনের যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে মাত্র গুটি কয়েক প্রবীণ নেতা অবশিষ্ট, তখন মমতার হয়ে ব্যাটন ধরলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। ঋতব্রতর এই নতুন গোষ্ঠীকে সরাসরি ‘বিজেমূল’ তকমা দিয়ে মহুয়া স্পষ্ট জানালেন, এই ৫৮ জন বিধায়ক যা করেছেন তা বাংলার মানুষের সঙ্গে চরম অন্যায়। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে ভাঙনের সুর চড়ছিল। একে একে দাপুটে নেতা ও দীর্ঘদিনের সঙ্গীরা মমতার সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। দলত্যাগীদের সিংহভাগের ক্ষোভ ছিল একজনেরই বিরুদ্ধে- তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘সেনাপতি’র নেতৃত্ব মেনে নিতে আপত্তি ছিল অনেকেরই। তবে সমস্ত জল্পনাকে ছাপিয়ে বিধানসভার সাম্প্রতিক সই-কাণ্ড কার্যত তাসের ঘরের মতো চূর্ণ করে দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের হাতে গড়া দলকে। যার জেরে পরিষদীয় দলের রাশ এখন আর সুপ্রিমোর হাতে নেই। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বিধায়কের চাবিকাঠি পকেটে পুরে বিধানসভায় এখন ‘আসল তৃণমূল’ হিসেবে রাজত্ব করছেন ঋতব্রতরাই। এ দিন জনমতের নিখুঁত পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিদ্রোহী বিধায়কদের একহাত নেন মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি ভোট পেয়েছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পেয়েছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ। অর্থাৎ ব্যবধান মাত্র ৩০ লক্ষের। বাংলায় তৃণমূল যে ৮০টি আসনে জিতেছে, তা সম্পূর্ণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ দেখে। প্রার্থীদের নিজস্ব কোনও ক্যারিশ্মা ছিল না। ফলে আজ এভাবে দল ভেঙে দেওয়া মানে মানুষের রায়ের সঙ্গে স্পষ্ট প্রতারণা করা। মহুয়ার প্রশ্ন, যাঁদের যাওয়ারই ছিল, তাঁরা ‘বিজেমূল’ প্রতীকে নতুন করে লড়াই করে জিতে আসতে পারতেন। ভোটের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করার প্রয়োজন হলো কেন? এর নেপথ্যে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ ও লালসা কাজ করছে বলে দাবি করেন এই সাংসদ। শাসক শিবিরের সঙ্গে হাত মেলানো বিদ্রোহী বিধায়কদের মানসিকতাকে খোঁচা দিয়ে মহুয়া মৈত্র বলেন, ‘‘আসলে ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে নেতাদের চর্বি জমে গিয়েছে। এখন আর বিরোধী আসনে বসে লড়াই করার ধকল নিতে ভাল লাগছে না। কারণ বিরোধী দলে থাকলে পুলিশ কিংবা বিডিও- কেউ কথা শুনবে না, পদে পদে সমস্যায় পড়তে হবে। তাই শাসকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের সমস্ত সমস্যা শেষ করে নিলেন তাঁরা। নামে বিরোধী থাকলেন, কিন্তু শাসকের পূর্ণ সমর্থন পকেটে পুরলেন।’’

ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের

কথা হল নতুন চুক্তি নিয়ে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন ভেনেজুয়েলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেজ। আজ, বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে এই বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, ভারত-ভেনেজুয়েলার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি শক্তি সুরক্ষা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ফার্মাসিউটিক্যাল, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও পুনর্নবিকরণ শক্তি নিয়েও কথা হয়েছে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে। ইরান সঙ্কটের পর ভেনেজুয়েলা থেকেও তেল আমদানি করছে ভারত। বিগত কয়েক মাস ধরেই তেল আমদানির পরিমাণ বেড়েছে। এবার মুখোমুখি দেখা ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে। আজ সকালেই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেজকে ফোন করেন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য সাধুবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতেই ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে বন্দি বানিয়ে আমেরিকায় নিয়ে আসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই ৫ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেন ডেলসি রডিগ্রেজ। বুধবারই নয়া দিল্লিতে আসেন রড্রিগেজ। পাঁচদিনের সফরে ভারতে এসেছেন তিনি। তিনি দেশের নানা জায়গায় যাবেন। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছে বিদেশ মন্ত্রক।

শাহকে বিঁধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে মন্তব্য, সাইবার থানায় মমতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুনঃ নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য এবং বাংলাদেশে একটি ‘রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের’ প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টার অভিযোগে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ল শিলিগুড়ি সাইবার থানায়। অভিযোগকারী হলেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায় সিং। আইনজীবীর অভিযোগ, সম্প্রতি বিভিন্ন জনসভা, রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতা করার সময়ে নির্বাচন কমিশনের মতো দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন মমতা। গত ২ জুন ধর্মতলার ধর্নামঞ্চেও বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে টেনে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। প্রভাব পড়তে পারে দুই দেশের কূটনৈতিক

সম্পর্কের উপরেও। অভিযোগকারীর দাবি, এই ধরনের বক্তব্য দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা উল্লেখ করে মমতার বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করার দাবি জানিয়েছেন আইনজীবী। চেয়েছেন নিরপেক্ষ তদন্তও। প্রসঙ্গত, ধর্মতলার মঞ্চ থেকে মমতা বলেছিলেন, ‘‘বাংলাদেশ থেকে একটা বড় খুনিকে এসটিএফ গ্রেফতার করেছিল। তা নিয়ে বাংলাদেশে বড় বিক্ষোভ হয়েছিল। অন্য দেশের কথা বলছি না, আমি যে পয়েন্ট বলছি, ওরা মেঘালয় দিয়ে বাংলায় আসে। এখানে আসার পরে আমাদের এসটিএফ ধরে। হোম মিনিস্টার নিজে বলছেন এতদিন বলিনি, আজ অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছে বলে বললাম। উনি বললেন...আপনি বাংলার পুলিশকে বলে দিন এই কথা বাইরে যেন না বলে। এটা দেশের জন্য। কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন, কার কার নাম বেরিয়েছিল...আমি সব জানি।’’ কিন্তু মমতা নির্দিষ্ট করে কোনও ঘটনার উল্লেখ করেননি। তবে অনেকের মতে, বাংলাদেশের ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের কথাই বলতে চেয়েছেন মমতা। প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বরে ঢাকায় ৩২ বছর বয়সি হাদিকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। পরে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে মৃত্যু হয় বাংলাদেশের ওই তরুণ নেতার। হাদির মৃত্যু ঘিরে ফের অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। জায়গায় জায়গায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে।

প্রাইভেট টিউশন করলেই কড়া ব্যবস্থা! সরকারি শিক্ষকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে নির্দেশিকা বিকাশ ভবনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুনঃ সরকারি বা সরকার অনুমোদিত স্কুলের শিক্ষকরা কোনওভাবেই আর প্রাইভেট টিউশন বা গৃহশিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। দীর্ঘদিনের এই পুরনো নিয়মকে ফের কড়াভাবে মনে করিয়ে দিয়ে সমস্ত জেলা স্কুল পরিদর্শকদের নির্দেশ পাঠাল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। রাইট টু এডুকেশন বা আরটিই আইন এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে যে সমস্ত শিক্ষকরা এখনও রমরমিয়ে গৃহশিক্ষকতা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে এই মর্মে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে রাজ্য সরকারকে। সেখানেই অভিযোগ করা হয়েছে যে, সরকারি স্কুলের একদল শিক্ষক শিক্ষাধিকার আইন ও আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেআইনিভাবে প্রাইভেট টিউশন করে চলেছেন। মানবাধিকার কমিশনের পাঠানো ওই নোটিশে যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুতর। অভিযোগকারীর দাবি, অনেক শিক্ষকই নিজের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন তাঁদের কাছে টিউশন প।ার জন্য। এমনকি যারা টিউশন পড়ে না, তাঁদের পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বা মার্কশিটে প্রভাব খাটিয়ে শোষণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগে জানানো হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ ও পেশাদার গৃহশিক্ষকদের রুটিরুজিতে টান পড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষাধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। বিকাশ ভবনের অ্যাডমিন সেকশন থেকে ৪ জুন (বৃহস্পতিবার) জারি করা এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আইনি অবস্থান-

আরটিই আইন, ২০০৯। এই কেন্দ্রীয় আইনের ২৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কর্মরত কোনও শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে কোনও টিউশন বা শিক্ষকতা সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

রাজ্য শিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তি। ২০১১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির একটি বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৮ সালের স্কুল শিক্ষা দফতরের একটি নোটিসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত লাভের জন্য কোনও শিক্ষকই প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি কোনও ‘রেমেডিয়াল কোচিং’ বা অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করে, তবে সেখানে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করতে পারবেন।

রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর (অ্যাডমিন) এই নির্দেশিকাটি রাজ্যের সমস্ত জেলা স্কুল পরিদর্শকদের (মাধ্যমিক ও প্রাথমিক) পাঠিয়েছেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলা স্তরে এই ধরনের কোনও অভিযোগ জমা পড়লে বা কোনও শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইন ভাঙার খবর পাওয়া গেলে, অবিলম্বে তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপে রাজ্য সরকার এই বিষয়ে যে বাড়তি সক্রিয়তা দেখাল, তাতে গৃহশিক্ষকতা করা সরকারি শিক্ষকদের ওপর এবার বড়সড় কোপ পড়তে চলেছে। এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং উচ্চশিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবকেও পাঠানো হয়েছে।

ডিম-ইটের বৃষ্টিতে রণক্ষেত্র টলিপাড়া! দুই শিবিরের সংঘর্ষে উত্তপ্ত টেকনিশিয়ান স্টুডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুনঃ টলিপাড়ার অন্দরে চলতে থাকা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হল ডিম, টমেটো এবং ইট ছোড়াছুড়ির ঘটনায়। টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে টালিগঞ্জের ভরাট মাঠ, সর্বত্রই দেখা গেল চরম উত্তেজনার ছবি। ম্যানেজার গিল্ডকে ঘিরে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ, নেতৃত্বের প্রশ্ন এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সিনে প্রোডাকশন ম্যানেজারস অ্যাসোসিয়েশন-এর দাবি, গত ৪ মে থেকে সংগঠনের সম্পাদক মহঃ হাসান এবং সহ-সম্পাদক নিরুপম দে (বাবাই)-কে লক্ষ্য করে ধারাবাহিকভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অপমানজনক মন্তব্য এবং বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে। সংগঠনের অভিযোগ, শুধু ব্যক্তিগত কটাক্ষ নয়, তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়েও একাধিকবার আক্রমণ করা হয়েছে। এমনকি ‘জঙ্গি’ ও ‘হার্মাদ’ আখ্যা দিয়ে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই অভিযোগে সঞ্জয় গুহ, তাপস খাঁ, পূর্ণেন্দু শেখর মল্লিক, বাপি সান্যাল, সঞ্জীব বণিক এবং সুব্রত বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরই মধ্যে ২৮ মে এনটিওয়ান স্টুডিওতে ম্যানেজার সনত চট্টোপাধ্যায়ের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনাও নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে। ওই ঘটনার পর থেকেই অভিযোগের তির ঘুরে যায় বিজেপি-সমর্থক সঞ্জয় গুহর দিকে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই

বৃহস্পতিবারের অশান্তি আরও জটিল করে তোলে পরিস্থিতি। বুধবার বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী প্রকাশ্যে দাবি করেছিলেন, মহঃ হাসান এবং নিরুপম দে-কে পদ ছাড়তে হবে। তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই বৃহস্পতিবার সকালের বৈঠক ঘিরে বাড়তে থাকে উত্তেজনা। সকাল সাড়ে আটটায় টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে বৈঠকের ডাক দেওয়া হলেও তা শেষ পর্যন্ত আয়োজন করা যায়নি। অভিযোগ ওঠে, সেখানে এমন বহু ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন যাঁরা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত নন। উপস্থিত একাংশ তাঁদের ‘বহিরাগত’ বলেই দাবি করেন। পরে ভরাট মাঠে জমায়েত হলেও পরিস্থিতি আর স্বাভাবিক থাকেনি। একদিকে হাসান-নিরুপমের সমর্থকরা, অন্যদিকে সঞ্জয় গুহ ঘনিষ্ঠ শিবির। অভিযোগ, অল্প সময়ের মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা, স্লোগান এবং তার পরেই ডিম ও ইট ছোড়াছুড়ি। ‘চোর চোর’ স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। অভিযোগ, বাইরের লোক এনে পরিকল্পিতভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা হয়েছিল। হাসান-নিরুপম শিবিরের দাবি, পদত্যাগের প্রশ্নে কোনও সিদ্ধান্ত বৈঠকের পরই নেওয়ার কথা ছিল। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিষয়টির সমাধানের সম্ভাবনাও ছিল। তাঁদের অভিযোগ, যাঁরা বৈঠকের বিরোধিতা করছিলেন, তাঁদের অনেকেই গিল্ডের সদস্য নন। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, পদত্যাগের কথা যখন বলা হয়েছে, তখন তা অবিলম্বে কার্যকর হওয়া উচিত। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ না পাওয়া কলাকুশলীদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার দাবিও তোলা হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হস্তক্ষেপ করে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, টলিপাড়ার সমস্যা কি আলোচনার মাধ্যমে মিটবে, নাকি ভবিষ্যতেও ডিম, ইট আর সংঘাতের রাজনীতি শিল্পের পরিবেশকে আরও অস্থির করে তুলবে?

তোলাবাজির জ্বালায় অতিষ্ঠ, স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে বিক্ষোভ জনতার, জুতোর মালা নিয়ে এলেন বিজেপি নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুনঃ তোলাবাজি, জোর করে জমি হাতিয়ে নেওয়া, দুর্নীতি, হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগে এন্টালির প্রাক্তন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা ও বর্তমান বিধায়ক অর্থাৎ তাঁর ছেলে সন্দীপন সাহার বিরুদ্ধে একাট্টা এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরা তৃণমূলের এই দুই দুঁদে নেতার বিরুদ্ধে তাঁদের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এন্টালির এবারের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। প্রথমে স্বর্ণকমল সাহা, তারপর সন্দীপন সাহা, তৃণমূলের এই দুই বিধায়ককে নিয়ে অতিষ্ট এন্টালির একাংশ। তাঁদের দাবি, বাবা-ছেলে মিলে লুট করেছে গোটা এলাকায়। সন্দীপন সাহা কাউন্সিলর ছিলেন, সেসময় থেকেই তাঁর বাড়বাড়ন্ত শুরু। অভিযোগ, একাধিক এলাকায় ফ্ল্যাট-বাড়ি দখল করে টাকা না দেওয়া, জোর করে তোলা আদায়, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা হাতানো-সহ একাধিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এই দু'জন। এলাকাবাসীর দাবি, তাঁরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এদিন বিক্ষোভ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে মতোই এদিন সকাল পৌনে ৮টা নাগাদ কিছু

মানুষ জড়ো হন বিধায়কের বাড়ির সামনে। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ওঠে নানা স্লোগানও। বেলা যত গড়ায় ভিড় বাড়তে থাকে, বিক্ষোভ পরিস্থিতি আরও মারাত্মক রূপ নেয়। বাড়ির সামনে বিক্ষোভ হলেও স্বর্ণকমল সাহা বা সন্দীপন সাহার মধ্যে কাউকেই এদিন দেখা যায়নি। তবে, এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলতে আসেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। রয়েছে পুলিশও।

সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে চারধাম যাত্রা, কেদার ও বদ্রী দর্শন লক্ষাধিক ভক্তের

রুদ্রপ্রয়াগ, ৪ জুনঃসুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে চারধাম যাত্রা। প্রতিদিনই বহু পুণ্যার্থী কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ-সহ অন্যান্য মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা করছেন। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে সর্বদা তাঁদের পাশে রয়েছে প্রশাসন। এযাব কেদার ও বদ্রী দর্শন করেছেন লক্ষাধিক ভক্ত। বৃহস্পতিবার সকালেও কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দির চত্বরে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম দেখা যায়।সর্বশেষ তীর্থযাত্রার পরিসংখ্যান অনুসারে, এ পর্যন্ত ১০,৫০,৬৭০ জন ভক্ত কেদারনাথ ধামে গিয়ে বাবা কেদারের কাছে প্রার্থনা করেছেন। পাশাপাশি ৮,৩২,৯০৩ জন তীর্থযাত্রী বদ্রীনাথ ধামে ভগবান বদ্রী বিশালকে প্রণাম জানিয়েছেন।

তৃণমূল পতনের পথে, এটাই ছিল এই দলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঃ দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ জুন ঃ অস্থির এক ডামাডোল পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর ভাঙনের মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। এমতাবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা সরব হলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, তৃণমূল পতনের পথে, এটাই ছিল এই দলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আইন এড়ানোর চেষ্টা করছেন। এর আগেও তাঁর দলের নেতারা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তৃণমূল পতনের পথে এবং এটাই ছিল এই দলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তৃণমূল গত ১৫ বছরে বাংলাকে ধ্বংস করেছে। মানুষ আর তৃণমূলকে দেখতে চায় না।

বাংলার ‘বিষমুক্তকরণ’প্রক্রিয়াকে কোনওভাবেই অসম্পূর্ণ রাখা চলবে না ঃ স্বপন দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ছন্নছাড়া অবস্থা নিয়ে এ বার সরব হলেন মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বৃহস্পতিবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের এই আত্মধ্বংস নিয়ে আমি এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলি না। আমার একমাত্র আশা হলো, ওই ধ্বংসকারীদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপিকে কলুষিত করতে শুরু না করে। বিজেপির কর্মী হিসেবে আমাদের সর্বদা সেইসব মেকি বন্ধুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাঁরা তাঁদের অতীতের কালিমা ঘোচাতে আজ আমাদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। বাংলার এই ‘ বিষমুক্তকরণ’প্রক্রিয়াকে কোনওভাবেই অসম্পূর্ণ রাখা চলবে না।

চিকিৎসার জন্য দিল্লি আসছেন দলাই লামা, জুনের শেষে যাবেন লাদাখে

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ বাম হাঁটুর চিকিসার জন্য শুক্রবার ধর্মশালা থেকে দিল্লি যাচ্ছেন দলাই লামা। ৪ জুন দলাই লামার দফতরের তরফে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে জুনের শেষ দিকে তিনি লাদাখে যাবেন। সেখানে দীর্ঘদিন থাকার সূচি রয়েছে তাঁর।তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা শুক্রবার ধর্মশালা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন, যেখানে তিনি তাঁর বাম হাঁটুর চিকিৎসা করাবেন। চিকিৎসা ও সুস্থ হওয়ার পর তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য জুন মাসের শেষের দিকে লাদাখে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে হাঁটুর চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলাই লামা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নিট পরীক্ষার্থী আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুকে ঘিরে শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনায় রাহুল, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশের নিট পরীক্ষার্থী আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদীর আত্মহত্যার ঘটনাকে সামনে রেখে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে এবং তার মাশুল দিতে হচ্ছে দেশের তরুণ প্রজন্মকে। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় রাহুল গান্ধী বলেন, আকাঙ্ক্ষা চিকিৎসক হয়ে সমাজের সেবা করার স্বপ্ন দেখতেন। কৃষক পরিবারের মেয়ে আকাঙ্ক্ষার পড়াশোনার জন্য তাঁর বাবা ঋণ নিয়েছিলেন এবং অন্য রাজ্যে কাজ করে মেয়ের কোচিংয়ের খরচ জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তা ঘিরে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা তাঁর মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে বলে দাবি করেন কংগ্রেস নেতা।রাহুলের অভিযোগ, শিক্ষা ক্ষেত্রে একের পর এক বিতর্ক সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর সংস্কারের পথে এগোয়নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, তদন্ত কমিটি গঠন ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের ঘোষণা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও অধরাই রয়ে গিয়েছে।উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের মউগঞ্জ জেলার বাসিন্দা ১৮ বছরের আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদী নাগপুরে থেকে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গত ২০ মে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। পরে পরিবারের হাতে পৌঁছায় তাঁর লেখা একটি চিঠি, যেখানে তিনি পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলার কথা উল্লেখ করেছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়।আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু নতুন করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির স্বচ্ছতা, শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ এবং পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নিয়ে জাতীয় স্তরে বিতর্ক উৎসকে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ঘটনাটি শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয় বরং দেশের উচ্চশিক্ষা ও নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতি তরুণ প্রজন্মের আস্থার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ধর্মনগরে রক্তদান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৪ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ধর্মনগর পিডব্লিউডি অফিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে প্রকৌশলী, কর্মচারী, সমাজসেবী ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলী, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবসেবা এবং সামাজিক সচেতনতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়।উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তদান মানুষের জীবন রক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবিক উদ্যোগ। অন্যদিকে বৃক্ষরোপণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু. পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই ভাবনা থেকেই একই মঞ্চে রক্তদান ও বৃক্ষরোপণের মতো দুটি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।এদিনের রক্তদান শিবিরে বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন। পাশাপাশি পিডব্লিউডি অফিস কমপ্লেক্স ও তার আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে উপস্থিতদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ বার্তাও দেওয়া হয়।বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু. পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শুধু একটি দিবস পালন নয়, সারা বছর ধরে পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। একই সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মতো উদ্যোগকে আরও প্রসারিত করার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।সামাজিক কল্যাণ, মানবসেবা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচি উপস্থিত সকলের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজনের আশা ব্যক্ত করেন।

সুশাসন উন্নয়নে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, সুশাসনের উন্নতি এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কার্যকর বিতরণ নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে সংস্কারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'সংস্কার উৎসব'-এ ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে মন্ত্রকগুলি সারা দেশে সুবিধাভোগীদের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে রিজিজু বলেন, এই লক্ষ্য এমন একটি ভারত তৈরি করা যেখানে দারিদ্র্য দূর হবে এবং প্রত্যেক নাগরিক আবাসন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল সংযোগের সুবিধা পাবে।

শ্মশান ঘাটগুলির সংস্কার, পরিছন্নতা, নিরাপত্তা এবং আধুনিকীকরণ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার শিবপুর শ্মশানঘাট পরিদর্শন করলেন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। নিজস্ব চিত্র।

ত্রিভাষা সূত্র জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে সিবিএসই, অভিযোগ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ জুন ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক ও সিবিএসইর বিরুদ্ধে নবম ও দশম শ্রেণিতে ত্রিভাষা সূত্র এবং অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থা তড়িঘড়ি ও একতরফাভাবে চালুর অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। দলের দাবি, এই সিদ্ধান্ত শিক্ষাব্যবস্থায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্য অনিশ্চয়তার মুখে ফেলবে। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ দাবি করেন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে সিবিএসই পরিচালন পর্ষদ পাঠ্যক্রম কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেছিল। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, এনসিইআরটি নতুন গ্রেডভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ না করা পর্যন্ত বর্তমান ভাষা নীতিই বহাল থাকবে। সেই সিদ্ধান্তে তৎকালীন চেয়ারম্যান ও সচিবের স্বাক্ষরও ছিল।কিন্তু ২০২৬ সালের মে মাসে সিবিএসই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১ জুলাই থেকে নবম ও দশম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে স্কুলগুলিকে জানানো হয়, ষষ্ঠ শ্রেণির এনসিইআরটি পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের ওই ভাষা পড়াতে হবে।জয়রাম রমেশ প্রশ্ন তোলেন, গত ছয় মাসে এমন কী পরিবর্তন ঘটেছে, যার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? তাঁর দাবি, এখনও নবম ও দশম শ্রেণির জন্য নতুন ভাষার কোনও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেনি এনসিইআরটি। ফলে এই সিদ্ধান্তের কোনও শিক্ষাগত ভিত্তি নেই।কংগ্রেসের অভিযোগ, শিক্ষা মন্ত্রক এবং তার অধীনস্থ সংস্থাগুলি শিক্ষাবিদদের পরামর্শ উপেক্ষা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাজ করছে। এই সিদ্ধান্তে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দলটি।এ প্রসঙ্গে জয়রাম রমেশ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে দায় নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাঁর পদত্যাগের দাবি তোলেন।

উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ পড়ুয়া, তল্লাশি জারি

উত্তরকাশী, ৪ জুন ঃউত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া পড়ুয়ার খোঁজ মেলেনি ছ'দিন পরেও। ২৯ মে মাঝরাত থেকে তিনি নিখোঁজ। নৈনিতালের বাসিন্দা, ২৪ বছরের ববিতা পাণ্ডে নামে ওই ছাত্রীর খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলছে। বৃহস্পতিবার উত্তরকাশীর পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ২৪ বছর বয়সী ওই তরুণীর খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ এবং বন দফতরের কর্মীরা তল্লাশি

উত্তর ভারতে বাড়ছে তাপপ্রবাহের আশঙ্কা, দক্ষিণে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি আইএমডির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ জুনঃ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আবহাওয়ার চরিত্রে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট বৈপরীত্য। একদিকে উত্তর ও পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে তাপপ্রবাহের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে, অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ফলে দেশের বিস্তীর্ণ অংশে আবহাওয়ার চরম রূপ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় আগামী কয়েকদিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে বিহারে ৫ জুন থেকে ৯ জুন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে পূর্ব উত্তর প্রদেশে ৭ জুন থেকে ৯ জুন এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে ৮ ও ৯ জুন তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আইএমডি। এর ফলে শিশু, প্রবীণ এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় ভোগা ব্যক্তিদের বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, দক্ষিণ ভারতের আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছে। কেরল, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকে আগামী ছয় থেকে সাত দিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এই রাজ্যগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বেশ কয়েকটি জেলায় জল জমা, স্থানীয় বন্যা এবং যান চলাচলে বিঘ্নের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন এলাকাতেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন সেখানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের একাধিক এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন তাপমাত্রা কিছুটা কমাতে সাহায্য করলেও বজ্রপাত এবং ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও আগামী কয়েকদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে। আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে মেঘলা আকাশের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রা কিছুটা স্বস্তিদায়ক থাকলেও স্থানীয়ভাবে জল জমার সমস্যা দেখা দিতে পারে।আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে ভিন্নধর্মী আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি মৌসুমি পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত। একদিকে উত্তর ভারতে শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ুর প্রভাব তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি করছে, অন্যদিকে দক্ষিণে মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার কারণে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আগামী কয়েকদিন দেশের আবহাওয়ায় এই বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।আইএমডি সাধারণ মানুষকে নিয়মিত আবহাওয়ার আপডেট অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে। তাপপ্রবণ এলাকাগুলিতে প্রয়োজন ছাড়া দুপুরের রোদে বাইরে না বেরোনো, পর্যাপ্ত জলপান এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে ভারী বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলের বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে।

শুক্রবার সুরাট ও দমন সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার, ৫ জুন গুজরাট সফরে যাচ্ছেন। ওই দিন সুরাট ও দমনে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সুরাটে প্রায় ১৮,৮০০ কোটি টাকা এবং দমনে ২,৯৭০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, জাতির উদ্দেশে উসর্গ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী।এই প্রকল্পগুলির মধ্যে তিনি দমনের নমো বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন উৎসর্গ করবেন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপের জন্য ৮৮৫ কোটি টাকার বন্দর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

অনন্য উদ্যোগ রাষ্ট্রপতি ভবনের, গরমের মধ্যে অমৃত উদ্যানে পাখিদের জন্য জলের ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ জুন ঃ দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এখন অসহ্য গরম, তীব্র গরমের মধ্যে পাখিদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল রাষ্ট্রপতি ভবন। রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যানে পাখিদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাত্রে রাজা ঠান্ডা জলে স্বস্তি পাচ্ছে পক্ষীকুল।বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রপতির এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও আপলোড করে জানানো হয়েছে, এই প্রতিকূল আবহাওয়ায়, আমাদের পক্ষিকুলেরা রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান ও অন্যান্য স্থানে তাদের জন্য রাখা জলের পাত্রে স্বস্তি ও আরাম খুঁজে পাচ্ছে। এটি একটি সাধারণ কাজ যা নীরবে আমাদের চারপাশের জীবনের প্রতি সহানুভূতি এবং সম্প্রীতিকে প্রতিফলিত করে! ময়ূর, শালিক, পায়রা-সহ অন্যান্য পক্ষিকুল ঠান্ডা জলে তীব্র গরম থেকে স্বস্তি পাচ্ছে।

সীমান্ত জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশ রুখতে বিশেষ দায়িত্ব পেল বিএসএফ, কার্যকর করতে সময়ও বেঁধে দিল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুনঃ আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারির রাশ আরও শক্ত করতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ প্রশাসনিক স্তরে। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের চেনা ছক সম্পূর্ণ বানচাল করতে এক অভিনব ও কঠোর যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত পেরিয়ে যাতে কোনওভাবেই অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে, তার জন্য নিশ্ছিদ্র ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। কীভাবে এই ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব, তা নিয়ে আজ নবান্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। নবান্ন সূত্রের খবর, এদিনের এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব, সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ-এর শীর্ষ আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা। শুধু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য স্তরের কর্তারাই নন, এই আলোচনায় ছিলেন সীমান্তবর্তী জেলাগুলির প্রশাসনিক প্রধানরাও। জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে সীমান্ত সুরক্ষাকে একেবারে নিচ্ছিদ্র করতে একটি গোছানো অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই গোটা পরিকল্পনার খসড়া বা ‘মাস্টারপ্ল্যান’ তৈরির মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিএসএফ-এর ওপর। সীমান্ত সুরক্ষার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে বিএসএফ এই রূপরেখা চূড়ান্ত করবে। এরপর সেই অ্যাকশন প্ল্যান পাঠিয়ে দেওয়া হবে প্রতিটি সীমান্তবর্তী জেলার প্রশাসনের কাছে। তবে শুধু পরিকল্পনা পাঠানোই নয়, জেলাগুলিকে নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হবে, যার মধ্যে এই সুরক্ষাবিধি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে জেলা প্রশাসনকে। এদিনের বৈঠকে মূলত বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল- সীমান্ত সংলগ্ন দুর্গম এলাকাগুলিতে নজরদারি দ্বিগুণ করা, সীমান্তে যে কোনও ধরনের সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলে দেরি না করে দ্রুত পদক্ষেপ করা, স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয় আরও মজবুত করা এবং সবচেয়ে বড় কথা, অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত যে কোনও গোপন বা গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে আরও বেশি গতিশীল ও মসৃণ করা।

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভেনিজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর দিল্লিতে বৃহস্পতিবার সাক্ষা করলেন ভেনিজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেজের সঙ্গে। ভারত ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে অংশীদারিত্ব জোরদার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবিচল প্রতিশ্রুতিরও প্রশংসা করেন জয়শঙ্কর। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদীর সঙ্গে রড্রিগেজের বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও বৃদ্ধি করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর জানান, নয়াদিল্লিতে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমি আনন্দিত। ভারত-ভেনেজুয়েলা সম্পর্কের প্রতি তাঁর দীর্ঘদিনের অঙ্গীকারকে আমি গভীরভাবে গুরুত্ব দিই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষা আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করবে।

এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে দামি ও কমদামী দল কোনটি, এশিয়ার স্থান কোথায়?

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ জুনঃ ফুটবল বিশ্বে জনপ্রিয়তায় লিওনেল মেসি কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা ফুটবল বিশ্বে অনেকটাই এগিয়ে থাকলেও, দলের সব খেলোয়াদের মোট মূল্যের বিচারে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও ইউরোপের দল পর্তুগাল।এবারের ফিফা বিশ্বকাপের আগে দলের বাজারমূল্যের দিক থেকে বিশ্বের ৪৭টি দেশকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করেছে ইউরোপের কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্স। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইউরোপেরই কেইনের ইংল্যান্ড এবং তৃতীয় স্থানে রযেছে ইউরোপের লামিনে ইয়ামালের স্পেন। দেখা যাচ্ছে প্রথম তিনটি স্থানেই আছে ইউরোপের দল।ইংল্যান্ডের একটি সংবাদমাধ্যমের সূত্রের খবর, এবারের বিশ্বকাপে ফ্রান্স দলের মোট বাজারমূল্য রেকর্ড ১৩২ কোটি পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২১,৭৮০ কোটি টাকা। এই দলের সবচেয়ে দামি ফুটবলার অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর একারই বাজারমূল্য প্রায় ২,৮৫৫ কোটি টাকা।তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা হ্যারি কেইনদের ইংল্যান্ড দলের মোট বাজার মূল্য ১১৩ কোটি পাউন্ড বা প্রায় ১৮,৬৪৫ কোটি টাকা। ইংলিশ স্কোয়াডের সবচেয়ে দামি ফুটবলার জুড বেলিংহ্যাম, যার বাজারমূল্য প্রায় ২,০১৩ কোটি টাকা।বিশ্বকাপে শীর্ষ ১০টি দামি দলঃফ্রান্সঃ২১,৭৮০ কোটি টাকা।ইংল্যান্ডঃ১৮,৬৪৫ কোটি টাকা।স্পেনঃ১৫,৬৪০ কোটি টাকা।পর্তুগালঃ১২,৬২২ কোটি টাকা।জার্মানিঃ১২,৩৭৫ কোটি টাকাব্রাজিলঃ১১,৩১৮ কোটি টাকা।নেদারল্যান্ডসঃ১০,৩৯৫ কোটি টাকা।আর্জেন্টিনাঃ১০,১৫৭ কোটি টাকা।নরওয়েঃ৭,৪৫৮ কোটি টাকাবেলজিয়ামঃ৬,৭৩২ কোটি টাকা।বিশ্বকাপের প্রধান আয়োজক দেশ আমেরিকা প্রায় ৪,৭১০ কোটি টাকার দল নিয়ে তালিকায় অনেক পিছিয়ে, তারা আছে ১৮ নম্বরে। অন্য দুই সহ-আয়োজক কানাডা রয়েছে ২৬ নম্বরে, মূল্য প্রায় ২,৫৩০ কোটি টাকা ও মেক্সিকো রয়েছে ২৭ নম্বরে, তাদের মূল্য প্রায় ২,৪২৫ কোটি টাকা।এই তালিকায় এশিয়ার ফুটবল শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামি দল হল জাপান। তাদের মূল্য ৩,৪৭৫ কোটি টাকা। তারা রয়েছে ২২ নম্বরে। এশিয়ার আর এক শক্তিধর দেশ দক্ষিণ কোরিয়া মূল্য ১,৭৭৫ কোটি টাকা। তারা রয়েছে ৩৩ নম্বরে।আর এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম দামি দল হল জর্ডান, যাদের দলের মোট মূল্য মাত্র ২৪৩ কোটি টাকা।

রাশিফল

মেষঃআপনি প্রিয়তমের সঙ্গে অনেকটা ভালো সময় কাটাতে না পারলেও, যেটুকু সময় একসঙ্গে কাটাবেন তাই আপনাকে চনমনে করে তুলবে । সাথীর জন্য ছোট্ট একটি চিন্তা হলেও আপনি আরও ভালো কথাবার্তা বলতে পারবেন ।
বৃষঃ ব্যক্তিগত জীবনে যা যা ঘটছে তা নিয়ে আপনি হয়ত খুশি থাকবেন না । মতপার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে । ধৈর্য সহকারে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ও অবিলম্বে তা মিটমাট করে ফেলা আদর্শ ।
মিথুনঃআজকের দিনটি খুশি ও আনন্দে ভরা । আপনার প্রেম জীবন একদম আদর্শ কাটবে । লোকজন আপনাকে নিয়ে ঈর্ষান্বিত হতে পারে ও তার প্রভাব আপনার শক্তির ওপর পড়তে পারে । তুচ্ছ মন্তব্যে বিব্রত না হওয়ার চেষ্টা করুন । আজকে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে, নতুবা রুটিন কাজে আপনার অনেক সময় নষ্ট হবে । বিবাহের যোগ।
কর্কট রাশি ঃ আপনি আজকে নিজের স্বামীস্ত্রী-কে সঙ্গে করে শপিংয়ে গিয়ে আনন্দের জোয়ারে ভাসতে পারেন । আজকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন । শুভদিন হবে ।
সিংহঃআজ আপনার কর্মস্থলে সারাদিন ভালোভাবে কেটে যাওয়ার পরে, আপনি আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সুন্দর কিছু মুহূর্ত কাটাতে চাইবেন । দিনের প্রথমার্ধে আপনি আপনার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা লাভবান হতে পারেন । সারাটা দিন আপনি কর্মচঞ্চল থাকবেন ।
কন্যাঃ প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে আরও বেশি মনোযোগী এবং ধৈর্য্যশীল হতে হবে । আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে কিছু একান্ত সময় চাইতে পারেন । আপনি নিজের প্রেমের গভীরতা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবেন । আপনাকে হয়তো নিজের সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে মানিয়ে চলতে হতে পারে ।
তুলাঃআপনি আজ সান্ত্বনাপূর্ণ এবং সহিষ্ণুভাবে থেকে একটি অপরূপ আবহের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন ।
বৃশ্চিকঃ আজ আপনার সঙ্গে এমন কারওর দেখা হতে পারে যিনি আপনার মনকে প্রশমিত করতে পারেন । আপনার কর্মচাপযুক্ত মন আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গলাভ করে এবং দীর্ঘক্ষণ তার সঙ্গে আলাপচারিতা করে আনন্দলাভ করবে । প্রেম আসতে পারে আজ।
ধনুঃ আপনি আজ সুখের সাগরে ভাসবেন ঠিক যেন বাতাসে প্রেম ভেসে বেড়াচ্ছে । আপনি আপনার প্রিয়তমর সঙ্গে একটি দারুণ সান্ধ্যসময় অতিবাহিত করবেন ।
মকরঃ আপনি যাই করেন, তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দেন । এই একনিষ্ঠতার সাহায্যেই আপনি সেরা ফলটি পান । যদিও এতে আপনি নিজের সব শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেন, কাজেই আপনাকে কাজ ভাগ করে নেওয়া শিখতে হবে ।
কুম্ভঃ তর্ক থাকুন ! আপনার বসের রাগ হয়ত হয়ত দুর্ভাগ্যবশত আপনার ওপরেই প্রকাশ পাবে । আপনি আরও হতাশ হবেন, কেননা আপনার সহকর্মীরা হয়ত আপনাকে পুরোপুরি মন থেকে সমর্থন করবেন না । বিবাহের যোগ হতে পারে।
মীনঃআপনার ভালো সময় আসতে চলেছে, তা পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধি যা খুশি হতে পারে । সব মিলিয়ে আপনি খুশি থাকবেন ও হয়ত কাজের মান উন্নত করার চেষ্টা করে

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বজায় রয়েছে গরম ও অস্বস্তি, ঘর্মাক্ত গরমে দুর্বিষহ অবস্থা। চড়ছে তাপমাত্রার পারদও। দক্ষিণবঙ্গ যখন গরমে নাজেহাল, তখন উত্তরবঙ্গে ধীরে ধীরে সক্রিয় হচ্ছে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার থেকেই উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে জারি হয়েছে বিশেষ সতর্কতা।অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে এখনই বড়সড় বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও সপ্তাহের শেষের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৮ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪২মিনিট এবং রাত ১১ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নতুন সিটি স্ক্যান ইউনিটের উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ, ৪ জুন ঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হলো কাকদ্বীপে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নতুন সিটি স্ক্যান ইউনিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো বৃহস্পতিবার। আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। দীর্ঘদিন ধরেই কাকদ্বীপ ও সংলগ্ন সুন্দরবন এলাকার বহু রোগীকে সিটি স্ক্যানের জন্য দূরবর্তী হাসপাতালে যেতে হতো। এতে যেমন সময় নষ্ট হতো, তেমনই আর্থিক ও শারীরিক ভোগান্তিরও শিকার হতে হতেন রোগী ও তাঁদের পরিবার। নতুন এই অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান ইউনিট চালু হওয়ার ফলে এখন থেকে স্থানীয় মানুষজন নিজেদের এলাকাতেই দ্রুত ও উন্নত মানের রোগ নির্ণয়ের সুবিধা পাবেন। এদিন এর উদ্বোধন করেন কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণের পথে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে এই নতুন সিটি স্ক্যান ইউনিট সংযোজন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। চিকিৎসকদের মতে, সিটি স্ক্যান বর্তমানে বহু জটিল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনা, মস্তিষ্কের সমস্যা, ফুসফুসের রোগ, অভ্যন্তরীণ আঘাতসহ নানা রোগ দ্রুত চিহ্নিত করতে এই প্রযুক্তি বিশেষভাবে কার্যকর। ফলে রোগ নির্ণয়ের গতি যেমন বাড়বে, তেমনই দ্রুত চিকিৎসা শুরু করাও সম্ভব হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এতদিন যে পরিষেবার জন্য কলকাতা বা অন্যত্র যেতে হতো, এখন তা নিজের মহকুমা হাসপাতালেই পাওয়া যাবে। এর ফলে সময় ও অর্থ; দুইয়েরই সাশ্রয় হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও জনমুখী ও সহজলভ্য করে তুলতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

'দরজা বন্ধই ছিল বিজেপির, তাতেই দলটা...'- তৃণমূলকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ রাজ্য রাজনীতিতে ফের চরম বাকযুদ্ধ। তৃণমূলের ভাঙন এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা নিয়ে এবার সরাসরি কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর নিশানায় উঠে এল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০২২ সালের এক পুরনো মন্তব্য। সেই মন্তব্যকেই হাতিয়ার করে দিলীপ ঘোষ দাবি করলেন, তবিজেপির দরজা বন্ধ ছিল, তাতেই দলটা ভেঙে পড়েছে।দ রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কারণ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২২ সালে বলেছিলেন, বিজেপি নেতারা নাকি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য তলাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেনদ এবং দরজা খুলে দিলে বিজেপি দলটাই ভেঙে পড়বে। সেই সময় তাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু চার বছর পর পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসরে একাধিক পরিবর্তন, দলবদল এবং নতুন সমীকরণের আবহে সেই পুরনো বক্তব্যকে সামনে এনে এবার তৃণমূলকেই পাল্টা আক্রমণ করলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো পথে গেছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, বিজেপির দরজা কখনওই তৃণমূলের জন্য খোলা বা বন্ধের প্রশ্ন ছিল না, কারণ দলের ভিতরেই কোনও ভাঙন হয়নি। তাঁর কথায়, তওরা বলেছিল দরজা খুলে দিলে বিজেপি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের দরজা বন্ধ ছিল, তাতেই ওদের দলটা এখন কী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, সবাই দেখছে।দ তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। বিশেষ করে রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, দলবদল এবং একাধিক স্তরের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এই বক্তব্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গও টেনে আনেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, সেই সময় বিজেপি ২০০-র বেশি আসনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিকবার বাংলায় প্রচারে এসেছিলেন। যদিও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, বিজেপি ৮০ আসনের গণ্ডিও অতিক্রম করতে পারেনি। সেই সময় থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবর্তনের পথে এগোয়।

শ্মশান ঘাটগুলির সংস্কার, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ও আধুনিকীকরণ করতে উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৪ জুন ঃ শ্মশান ঘাটগুলির সংস্কার, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা এবং আধুনিকীকরণ করতে উদ্যোগ, হাওড়ার শিবপুর শ্মশানঘাট পরিদর্শন করলেন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার শিবপুর শ্মশানঘাট পরিদর্শন করতে এসে গঙ্গার ঘাট সহ সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন প্রোজেক্ট নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন বিধায়ক রুদ্রনীল। তিনি বলেন, 'হাওড়ার শ্মশান ঘাটগুলির সংস্কার, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা এবং এর আধুনিকীকরণে আমরা জোর দিচ্ছি। এর আগের সরকারের আমলে শ্মশান ঘাটগুলির বেশিরভাগ অংশ দখলদারি করা হয়েছিল। অসাধু ব্যবসার আখড়া হয়ে গিয়েছিল। আমরা সরকারের আসার পর শ্মশান ঘাটগুলির আমূল সংস্কারের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা ফিরিয়ে দেব। ইলেকট্রিক চুল্লিগুলোর যেমন সংস্কার হবে তার পাশাপাশি যারা কাঠের চুল্লিতে দাহ করেন সেখানেও আধুনিকীকরণ করা হবে। সরকারের এই কাজে পুরসভার যেমন ভূমিকা রয়েছে, সেরকম কেএমডিএ সহ বিভিন্ন দপ্তর সাহায্য করছে। শিল্প-বাণিজ্য এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেশের কাছে একদা উদাহরণস্বরূপ ৫০০ বছরেরও প্রাচীন হাওড়া শহরের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে এবং তা মজবুত করতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সদা সজাগ এবং সতর্ক। এর আগের সরকার ক্রমাগত মানুষের দুর্ভোগ করে গিয়েছে। আজকে আমরা শিবপুর শ্মশানঘাট পরিদর্শনে এসেছি। মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী আমাদের এখানে শ্মশানঘাটের সংখ্যা কম। এর পাশাপাশি শ্মশানঘাটে দাহ করার সময় যে ইউনিটগুলো চলে সেগুলিকে যাতে আধুনিক করতে পারি, সচল রাখতে পারি, শ্মশানঘাটের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি করতে পারি এবং শ্মশানঘাটের আশপাশ যাতে বেআইনি অসাধুদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারি তা আমাদের লক্ষ্য থাকবে। হাওড়ার মানুষকে কিভাবে দুর্ভোগের কবল থেকে মুক্ত করা যায় তার কাজ আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করেছি। শ্মশান ঘাটগুলির সংস্কার, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা এবং আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। এর সার্ভে এবং ডেভেলপমেন্ট এর কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু হয়ে গেল। এইসব প্রয়োজনীয় কাজ আগের সরকার তো করেইনি, উল্টে তারা সরকারি টাকা নয়ছয়ের কাজে মন দিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্রিমিনালদের সঙ্গে মিশে মানুষকে লুট করেছে। আবাসের বাড়ি, শৌচালয়, ফ্রি-তে রেশনের চাল-ডাল, জব কার্ডের টাকা কতজন এই রাজ্যে পেয়েছে ? তাই এর থেকে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিলেন। 'নমোমি-গঙ্গে' প্রকল্পের কাজও বর্তমানে শুরু হয়ে গিয়েছে। হাওড়ার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত সজাগ। এবং রাজ্য সরকারের যতগুলি ডিপার্টমেন্ট আছে তারাও প্রত্যেকে সজাগ। আমাদের পরিকল্পনা এখন শেষের পর্যায় এবং কাজ শুরুর পর্যায়ে রয়েছে। রাস্তা, নিকাশি, ড্রেনেজ সবের কাজই শুরু হয়েছে।'

'কালীঘাটে' পরপর ফোন, ঋতব্রত-শিবির ছেড়ে দিদির কাছে ফিরতে চাইছেন তৃণমূল এম.এল.এ.-রা !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ 'শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসা' ! তৃণমূলের অন্দরের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গেলে এমন পংক্তির কথাই মাথায় আসে। বুধবার ৫৮ জন বিধায়ককে নিয়ে বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক করেছেন তৃণমূলের টিকিটে উলুবেড়িয়া পূর্ব থেকে জিতে আসা এবং বর্তমানে জোড়াফুল থেকে বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরাই যে বিধানসভার অন্দরে তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল, সোচ্চারে সে কথা বারবার বলেছেন একদা সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত ঋতব্রত। বুধবার সন্ধ্যায় এই মহানাটকীয় সাংবাদিক বৈঠক মেটার ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। এর মধ্যেই কাহিনীতে নয়া মোড় ! বৃহস্পতিবার বেলা গড়াতেই জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকজন বিধায়কে, যাঁরা বুধবার ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে ছিলেন ও 'সর্বসম্মতভাবে' সই করে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চিঠি জমা দিয়েছিলেন, তাঁরাই এবার 'দিদির কাছে' ফিরতে চাইছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ফিরতে চাইছেন একাধিক বিধায়ক। ঋতব্রত-সন্দীপন সাহাদের সঙ্গে থাকা বিধায়করা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব মানতে যে নারাজ, তা বেশ কয়েকদিন ধরেই ইতিউতি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছাড়তে যে একাংশের বিধায়ক নারাজ, তা বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ঋতব্রতর ভাষায়, 'আপাতত ৫৮ জন' ও বাইরে থাকা আরও দুজন তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন বলে দাবি করেছেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক। কিন্তু তৃণমূলের অন্দরে ভাঙনের স্রোতের যে জল, তা স্পষ্ট হয়ে যায় টিভি-৯ বাংলাকে দেওয়া মোশারফের প্রতিক্রিয়াতেই। ঠিক কী বলেছেন বিধায়ক ? ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেনের দাবি, বিধানসভায় তৃণমূলের নতুন ব্লক ছেড়ে অনেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফিরতে চাইছেন। কালীঘাট নেতৃত্বের অনুগত নেতা বা বিধায়কদের কাছে পরপর অনেক ফোন এসেছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। মোশারফের দাবি, ঋতব্রতদের সঙ্গে সামিল হয়ে গতকাল কাগজে সই করলেও, অনেকেই এখন ফোন করছেন মমতা-অনুগতদের। তাঁরা বলছেন, নেত্রীকে অনুরোধ করে ফিরে যাব। নেত্রী রাস্তায় নামলে সবাই যোগ দেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে, গত মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরনায় বসলেও সেখানে মেরেকেটে ১০-এর বেশি বিধায়ককে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, বুধবার সন্ধ্যায় ঋতব্রত-সন্দীপনদের সাংবাদিক বৈঠকে বারবার দাবি করা হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা পরামর্শদাতা হিসেবে চান এবং এই বিষয়ে তাঁরা মমতাকে চিঠিও লিখবেন। তবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এও বলে দেওয়া হয় যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮ তম বিধানসভার কোনও সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মমতাকে নেত্রীর পরিবর্তে পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা না থাকলেও অভিষেক-যোগে যে তাদের আপত্তি ও অনীহা, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। এদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলীয় কাজকর্ম থেকে বাদ দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে মমতা বা তাঁর অনুগতদের বলতে শোনা যায়নি এখনও। ঋতব্রতর নাম উল্লেখ না করে স্পষ্ট ইঙ্গিতে মমতাকে কটাক্ষ করতে শোনা গিয়েছে। তিনি বলেছেন, তওকে টিকিট দেওয়া আমাদের ভুল হয়েছিল। অন্যের টিকিট কেটে ওকে দাঁড় করিয়েছি। পায়ে এসে পড়েছিল। ওকে তাড়িয়ে দিয়ে সিপিএম ঠিক করেছিল।দ ফলে, ঋতব্রত শিবির যতই মমতাকে পরামর্শদাতা হিসেবে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করুক না কেন, তাতে যে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব একটা আগ্রহ নেই, তেমনটাই মনে করছেন তৃণমূলের অন্দরের বহু মুখ। এমতাবস্থায় মোশারফের এদিনের দাবি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং পুনরায় একপ্রস্থ নাটক ও সমীকরণ বদলের ইঙ্গিতবাহী। মোশারফের কথায়, যাঁরা ফিরে যেতে চান, তাঁরা একথাও বলছেন যে মমতাদি নতুন করে দল গড়ুন, অভিষেকের নেতৃত্ব তাঁরা মানবেন না। ইটাহারের বিধায়ক বলছেন, তএখনও অনেকে বলছেন, দিদির কাছে ফিরে আসব। দিদির নেতৃত্বে লড়াই হবে। এমনকী ঋতব্রত-শিবির নতুন করে দল গড়তে গেলে, অনেকেই সমর্থন করবে না বলে দাবি করেছে।দ একই দাবি করেছেন এই পর্যায়ে প্রথম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকা বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। শুরু থেকেই কালীঘাট শিবিরের নেতৃত্ব মেনে চলছেন তিনি। কুণাল বলেন, তআমার সঙ্গে চারজনের কথা হয়েছে। সবিস্তার কথা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে। একাধিক বিধায়ক বলছেন, তাঁদের ভুল বোঝানো হয়েছে। অনেকে মামলা থেকে মুক্তি পেতে সই করেছেন। তাঁরা মনেপ্রাণে শোভনদেবকে চান। তাঁরা বলছেন, এত বড় বেইমানি করতে পারব না।দ এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে, সজল ঘোষ বলেন, তএটা তো হওয়ারই ছিল। একবার আসছে। একবার যাচ্ছে। শেষ হওয়ার আগে এসব হবে।দ তবে ঋতব্রত-শিবির এই ফিরতে চাওয়ার খবরে বিচলিত নন। এন্টালির বিধায়ক তথা ঋতব্রত শিবিরের প্রথম সারিতে থাকা নেতা সন্দীপন সাহা বলেন, 'এভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন পায়ের তলায় জমি সরে যাওয়ায় মোশারফ হোসেন এসব কথা বলছেন।'

'একজন মানুষ আমায় সব থেকে বেশি অবাক করেছে...', তৃণমূলের দুর্দশার মধ্যেই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট বাবুলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ আদি তৃণমূল ও নব তৃণমূল ব্লক গঠিত হয়েছে। বিরোধী দলনেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে আপাতত দলের অন্দরে বিতর্কের অন্ত নেই। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যসভার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। তিনি লিখেছেন, 'নিজের দলের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। আমিও তা করেছি। সেই অবস্থানকে সম্মান জানাতে হলে সাংসদ বা বিধায়ক পদ থেকেও সরে দাঁড়ানো উচিত। কারণ, আপনি দলের প্রতীক, নেতৃত্ব ও ব্যানারের অধীনে ভোটে লড়েছিলেন।' একই সঙ্গে নাম না করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও খোঁচা তাঁর। এ দিন, বাবুল মুখ খুলেছেন মমতার বিরুদ্ধে। তাঁরা দাবি সরকারি অর্থ তছরুপ করা হয়েছে এমন অভিযোগ শোনার পরই সুপ্রিমোর উচিত ছিল ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি লিখেছেন, 'দিদি নিশ্চয়ই একটা বড় ভুল করেছিলেন। ক্ষমতায় আসার প্রথম দিন থেকেই যারা দুর্নীতি, সরকারি অর্থ তছরুপ বা নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে। তাদের অনেকেই এখন ওই '৬০'-এর অংশ ! বাকিদের কেউ ভোটে হেরেছে, কেউ জেলে যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'তবে একজন মানুষ আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে ! কখনও ভাবিনি, আমাদের চারপাশে একটা সাপ মানুষের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখন শুধু আশা করি, ভারতীয় জনতা পার্টি যেন অন্য অনেক রাজ্যের মতো তাদের দলে টেনে নেওয়ার ভুল না করে।' রাজনৈতিক মহলের ধারণা, দলের ভাল সময়ে কোনও দিন সেভাবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেননি। দল হারতেই সঙ্গে সঙ্গে এভাবে অন্দরে বিভাজন তৈরি নিয়ে সরব তিনি। বাবুলের কথায়, 'যুদ্ধ ও ভালবাসায় -'সবই ন্যায্য বা ঠিক'। সেটা রাজনীতি ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। রাজনৈতিক দলে থেকে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করা যায় না। তবুও আমি আগে করেছি, এটাকেও সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত মতামত হিসেবেই দেখা হোক।'

সন্ধ্যা ৭টা বাজলেই... বানতলায় এভাবেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে বিঘা বিঘা জমি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ ছিল প্রায় ৩২ বিঘা জমি। বর্তমানে রয়েছে মাত্র ১৫ বিঘা। রাতের অন্ধকারে বিধায়ক-কাউন্সিলর বাহিনীর দাপটে ভরাট জমি থেকে ট্রাকে ট্রাকে মাটি উধাও। কলকাতা পুরনিগমের ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বানতলার কালীতলার এই অবস্থায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। পালাবদলের পর কাউন্সিলরের দেখা নেই। তাঁর বাহিনীর অনেকেই পুলিশের হাজতে। একা বিধায়ক বাহিনী দাপটের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে মাটি চুরির কাজ, অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। ১০০-র বেশি ট্রাকে মাটি পাচার ! বিধায়ক জাভেদ খানের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে এই এলাকায়। তাঁর বাহিনীর দাপটে অনেকেই মুখ খুলতে পারে না বলে অভিযোগ। পালাবদলের পর সেই চিত্র পাল্টাবে বলে অনেকে মনে করেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দাপট ক্রমশ বেড়েছে এই মাটি মাফিয়া বাহিনীর। রাতের অন্ধকার প্রতিদিন একশোর বেশি ট্রাক বা মিনি ট্রাকে করে মাটি পাচার হচ্ছে। মাটি তুলতে তুলতে রীতিমতো ভূমির উপরের স্তর থেকে প্রায় ২০ ফুট গহ্বর তৈরি হয়েছে। তারপরও অবাধে চলছে এই মাটি পাচার। গত সোমবার গ্রামের বাসিন্দারা বেশ কিছু লরি এবং ট্রাককে ধরে ফেলে। তারপরেও যে কাজ বন্ধ হয়নি তা বুধবার বিকেলে গিয়েও দেখা গেল। এলাকায় ৩টি জেসিবি রাখা রয়েছে। সকাল থেকে কাজ হলেও, বিকেলে গ্রামের বাসিন্দারা ছুটে আসায় সব কাজ ফেলে পালিয়েছে মাটি মাফিয়ারা। মাটি পাচারের পিছনে কার হাত? স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিজেপির যুব মোর্চার সদস্যরা এসে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কলকাতা পুলিশের আনন্দপুর থানার অন্তর্গত এই এলাকায় রাতের অন্ধকারে এভাবে মাটি পাচার হচ্ছে, কার ইন্ধনে? কে রয়েছে এত বড় মাটি পাচারের পিছনে? কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন উড়ছে এই মাটি পাচার চক্রের সঙ্গে। পুলিশ কেন কোনও পদক্ষেপ করতে পারছে না, সেই প্রশ্নই তুলেছেন বাসিন্দারা।

জয়নগরে এই প্রথম নীল জলে সাঁতার প্রশিক্ষণে ছোট থেকে বড় সবাই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৪ জুন ঃ জয়নগরের ইতিহাসে এই প্রথম নীল জলে পি এইচ মাত্রা ঠিক রেখে ছোট থেকে বড়, মহিলা থেকে পুরুষ সবার জন্য সাঁতার প্রশিক্ষণ চলছে। বর্তমান সময়ে সাঁতার শুধু একটি খেলা নয়, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনরক্ষাকারী দক্ষতা। আর সেই দক্ষতাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে জয়নগরে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে রামকৃষ্ণ সুইমিং পুল। জয়নগর থানা মোড়, টাউন হলের পাশের গলিতে অবস্থিত এই সুইমিং পুলের অন্যতম বিশেষত্ব হলো এর পরিষ্কার, স্বচ্ছ নীল জল। নিয়মিত পি এইচ মাত্রা বজায় রেখে জলের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সাঁতার শিখতে পারে। মেয়েদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এখানে রয়েছে মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। ছোট মেয়ে ও বড় মেয়েদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকেন অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষক। ফলে অভিভাবকেরা নিশ্চিন্তে তাঁদের সন্তানদের প্রশিক্ষণে পাঠাতে পারেন। অভিজ্ঞ কোচেদের তত্ত্বাবধানে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সব বয়সের মানুষ এখানে সাঁতার শিখছে। সাঁতার শেখার পাশাপাশি গড়ে উঠছে আত্মবিশ্বাস, শারীরিক সক্ষমতা এবং জল নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা। তাই এই গরমে শুধু বিনোদনের জন্য নয়, নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্যও আসতে পারেন সাঁতার শিখতে। পরিষ্কার নীল জলের নিরাপদ পরিবেশে সাঁতার শিখে জীবনকে আরও নিরাপদ করে তুলতে পারেন। এছাড়া জয়নগর ও নিমপীঠ সহ মোট চারটে জায়গায় এই সাঁতার প্রশিক্ষন দিচ্ছে রামকৃষ্ণ সুইমিং পুল বলে জানালেন সুইমিল পুল কর্তৃপক্ষ শুভজিৎ চক্রবর্তী ও অভীক চক্রবর্তী।

ছোট লালবাড়িতেও কি 'নতুন তৃণমূল' ? ফিরহাদ-বিতর্কে তুঙ্গে জল্পনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক অন্দরে ফের তীব্র আলোড়ন। বিধানসভায় 'নতুন তৃণমূল'-এর আত্মপ্রকাশের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সেই একই ছায়া দেখা দিচ্ছে কলকাতা পুরসভাতেও। আর সেই সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে জোরালো হয়েছে জল্পনা;মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে কি ছোট লালবাড়িতেও তৈরি হতে চলেছে আলাদা শক্তিকেন্দ্র, যা কার্যত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে? রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, কলকাতা পুরসভার ভিতরেও এখন ক্রমশ বাড়ছে অসন্তোষ ও বিভাজনের রেখা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শাসকদলের অভ্যন্তরেই তৈরি হতে পারে বিকল্প ক্ষমতার কাঠামো। আর এই পুরো সমীকরণের কেন্দ্রে উঠে আসছে 'নতুন তৃণমূল' গঠনের সম্ভাবনা, যা ঘিরে কালীঘাটের অন্দরমহলে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক আলোচনাও। গত কয়েক মাস ধরেই কলকাতা পুরসভায় অস্থিরতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। একাধিক বরো চেয়ারম্যান ও কয়েকজন কাউন্সিলর ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন বলে খবর। তালিকায় রয়েছেন দেবলীনা বিশ্বাস, তারক সিং, অরূপ চক্রবর্তী ও সুশান্ত ঘোষের মতো পরিচিত মুখেরা। দলীয় সূত্রের দাবি, আরও কয়েকজন কাউন্সিলরও কার্যত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছেন। পুরসভার দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠক করলেও প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি বলেই জানা যাচ্ছে। অনেক কাউন্সিলরই সেই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে সংগঠনের ভিতরেই ধীরে ধীরে বাড়ছে অনিশ্চয়তা ও চাপা ক্ষোভ। এর মধ্যেই আরও বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে ঘিরে। বুধবার বিধানসভায় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই শুরু হয় জল্পনা;তিনি নাকি মেয়র পদ ছাড়তে পারেন। দলের মুখ পাত্র কুণাল ঘোষের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এই গুঞ্জন আরও জোরদার হয়। তিনি ইঙ্গিত দেন, সম্মানরক্ষার স্বার্থে ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং দলনেত্রী সেই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই দাবি অস্বীকার করেন খোদ ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান, তিনি এখনই পদত্যাগ করছেন না। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, চাপ বাড়লে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলাতে পারে। দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ফিরহাদকে ঘিরে কিছু কূটনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। নবান্নে একটি বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি এবং পরবর্তীতে কালীঘাটে দলীয় বৈঠকে অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি, প্রশাসনিক স্তরে তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে বলে দলীয় অন্দরমহলের দাবি। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই নতুন করে সামনে এসেছে আরও এক চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক সমীকরণ।

প্রাক্তন তৃনমূল বিধায়ক সওকাত মোল্লার বাড়িতে এন আই এর টিম

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং, ৪ জুন ঃ প্রাক্তন তৃনমূল বিধায়ক সওকাত মোল্লার বাড়িতে এন আই এর তদন্তকারী দল। ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বিধানসভা ভোটের আগে ঘটে যাওয়া বোমা বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে এবার তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার বাড়িতে পৌঁছাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এর বিশেষ প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতি বার ভোর থেকে মৌখালিতে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। সূত্রের খবর, শওকত মোল্লা বাড়িতে না থাকলেও তাঁর ছেলে ইমরান মোল্লাকে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে এন আই এর দল। এই বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। ঘটনার পর থেকেই আইএসএফের পক্ষ থেকে এন আই এর তদন্তের দাবি তোলা হয়। পরে মামলার দায়িত্ব গ্রহণ করে এন আই এ এবং তদন্তে তৃণমূল নেতা ওয়াহিদুল ইসলাম-সহ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তের অংশ হিসেবে দক্ষিণ বামুনিয়ার বিস্ফোরণ-কবলিত এলাকার একাধিক বাড়িতেও তল্লাশি চালায় এন আই এ। গ্রেফতার হওয়া তৃনমূল নেতা ওয়াহিদুল ইসলামের বাড়ির পাশাপাশি বিস্ফোরণের পর আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত গাড়ির মালিকদের বাড়িতেও পৌঁছায় তদন্তকারী দল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে এন আই এ। পাশাপাশি মৌখালিতে শওকত মোল্লার ছেলে ইমরানের ক্যাফেতে ও তদন্তকারীরা যান বলে সূত্রের খবর। তদন্তের স্বার্থে একাধিক তথ্য ও নথি সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রাথমিক পর্ষদের অফিস না তৃণমূলের পার্টি অফিস ! ঘর খুলতেই যা উদ্ধার হল...

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অন্দরে বেডরুম দেখে যেমন বোঝার উপায় নেই, সেটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাকি অন্য কিছু, তেমনই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের যে চেহারা সামনে এল তাও অবাক করার মতো। যে পর্ষদের বিরুদ্ধে তৃণমূল আমলে গুচ্ছ গুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, সেই পর্ষদের কার্যালয়ে গিয়ে পুলিশ যা দেখল, তাতে মনে হচ্ছে যেন তৃণমূলের পার্টি অফিস। সল্টলেকের করুণাময়ীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ঝাঁ চকচকে অফিস। সেখান থেকে হাজার হাজার তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের ফর্ম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গিয়ে স্টোর রুম থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে হাজার হাজার ফর্ম। তদন্তের দাবি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সচিব। জানা গিয়েছে, গৌতম পাল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন একটি ঘর দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনকে, সেই ঘর থেকেই তাড়া তাড়া ফর্ম উদ্ধার করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও। তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি কার্যত এই ঘটনার দায় এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি যতক্ষণ প্রেসিডেন্ট ছিলাম, কোনও সদস্যপদের ফর্ম দেওয়া হয়নি। পর্ষদ সরকারি জায়গা, স্বতন্ত্র জায়গা। কে বা কারা রেখেছে, কখন রেখেছে, সেটা গৌতম পাল বলতে পারবেন। মন্ত্রী আমাদের সংগঠন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, ফলে ওই সময় যিনি সভাপতি ছিলেন, তিনি বলতে পারবেন। আমি বলতে পারব না।' পর্ষদের কিছু কাজ আমার ভালো লাগেনি, বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মাটির স্বাস্থ্য থেকে কৃষকের সমৃদ্ধিতে আমন ধান পরবর্তী পতিত জমিতে স্বল্প মেয়াদি অড়হর ডালের চাষ শুরু এবার নিমপীঠে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৪ জুন ঃ সুন্দরবন অঞ্চলে আমন ধান কাটার পর অধিকাংশ জমি সেচের জল না থাকার কারণে পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে। আবার ডিসেম্বর মাসে ধান কাটার সময় জমিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা (কাদা) থাকার কারণে কৃষকদের পক্ষে শীতকালীন রবি ফসল চাষ করা কার্যত অসম্ভব। ফলে এই বিস্তীর্ণ জমি কৃষি উৎপাদনের মধ্যে আনা সম্ভব হয় না। আর এই সমস্যার সমাধানে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র নীমপীঠে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে কৃষকদের মাঠে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত কয়েক দশকের চেষ্টায় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে সুন্দরবনের লবণাক্ত জমিতে তুলো চাষের প্রযুক্তি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই সুন্দরবনের প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০ হেক্টর জমিতে কৃষকেরা ধান-পরবর্তী ফসল হিসেবে তুলো চাষ করছেন। কিন্তু তুলো সরাসরি খাদ্য বা গৃহস্থালির কাজেব্যবহার করা যায় না, ফলে উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য কৃষকদের কে তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করতে হয়।তাই ধান পরবর্তী সময়ে কৃষকদের জন্য আরও উপযোগী বিকল্প ফসলের সন্ধানে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সূর্যমুখী, বিভিন্ন প্রজাতির মিলেট এবং সর্বশেষ বিকল্প হিসেবে স্বল্প মেয়াদি অড়হর ডালের চাষের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে ডালশস্য ও তৈলবীজ উৎপাদনে দেশের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সারা দেশ জুড়ে মিশন মোড এ কাজ শুরু হয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, সুন্দরবনের পরিবেশ ও মাটির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি অড়হর একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফসল। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন, সুন্দরবনের কৃষিতে ধান-পরবর্তী পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর। এই জমিগুলিকে উৎপাদনের আওতায় আনতে পারলে কৃষকদের আয় যেমন বাড়বে, তেমনি দেশের ডাল উৎপাদন বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। এই স্বল্পমেয়াদি অড়হর জাতগুলি ধান কাটার পর জমিতে অবশিষ্ট আর্দ্রতা ব্যবহার করে সহজেই বৃদ্ধি পায় এবং এছাড়া এই ফসল তুলনামূলকভাবে খরা সহনশীল হওয়ায় অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন হয় না তাই সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে ও স্থিতিশীল ফলন দিতে সক্ষম। বর্তমানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামের মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী ও মূল্যায়নের কাজ চলছে এবং প্রাথমিক ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তিনি আরও বলেন, সুন্দরবনের ধান পরবর্তী পতিত জমিতে অড়হর চাষ সম্প্রসারণ করা গেলে বছরে প্রায় এক লক্ষ টন ডাল উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান ডালের চাহিদা পূরণে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে কৃষকেরা অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ হবে, সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আসবে। এছাড়া এই ফসলের চাষ সুন্দরবনের পতিত জমিগুলিকে দুই ভাবে উর্বর করে তুলবে,প্রথমত এর মূলের অর্বুদ জমিতে নাইট্রোজেনের জোগান বাড়াবে, দ্বিতীয়ত চাষ শেষ হয়ে গেলে বর্ষায় অড়হর গাছের ডাল পাতা গুলো মাটিতে মিশে মাটির জৈব কার্বন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিসরে এই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা গেলে সুন্দরবনের কৃষিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে বলে তিনি আশাবাদী। এই কেন্দ্রের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ কুশল দাশগুপ্ত বলেন, সুন্দরবনের কৃষির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো মাটির স্বাস্থ্য অবনতি, জৈব কার্বনের স্বল্পতা ও লবণাক্ততার প্রভাব। অড়হর একটি ডালশস্য হওয়ায় এটি রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন মাটিতে স্থির করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফসল সংগ্রহের পর গাছের পাতা, সরু ডাল ও অন্যান্য অবশিষ্টাংশ জমিতে মিশে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যা মাটির গঠন, জলধারণ ক্ষমতা, পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা এবং উপকারী অণুজীবের কার্যকলাপ উন্নত করতে সহায়তা করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮৪ সংখ্যা, শুক্রবার , ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

বিপ্লবী অবনীনাথ

বিস্মৃতির অগ্নিশিখা বিপ্লবী অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কিছু নাম পাঠ্যবইয়ের পাতায় স্থান পেয়েছে, আবার কিছু নাম সময়ের নির্মম বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। অথচ তাঁদের জীবন ছিল আগুনের মতো দীপ্ত। বিপ্লবী অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৯১ সালের ৩ জুন মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরে জন্ম নেওয়া এই বাঙালি বিপ্লবীর আদি নিবাস ছিল খুলনায়। সাধারণ এক তরুণ থেকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অগ্রদূত হয়ে ওঠার যে বিস্ময়কর যাত্রা, তা যেন এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। ১৯০৫ সাল। ব্রিটিশ সরকারের কুখ্যাত কার্লাইল ফতোয়া জারি হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে মরিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসক। কিন্তু কিশোর অবনী ভয় পাননি। প্রতিবাদী সভায় যোগ দেন তিনি। শাস্তি নেমে আসে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে। কিন্তু আগুন কি শাসনে থামে? স্কুল ছেড়ে তিনি যোগ দেন জামালপুরের রেল শ্রমিক ধর্মঘটে। খুব অল্প বয়সেই তাঁর মনে জন্ম নেয় এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন; যেখানে শোষণ থাকবে না, পরাধীনতা থাকবে না। প্রবীণ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ সখারাম গণেশ দেউস্করের সংস্পর্শে এসে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা আরও গভীর হয়। পরিবার চেয়েছিল রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে। তাই তাঁকে পাঠানো হয় আমেদাবাদের টেক্সটাইল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। কিন্তু ইতিহাসের জন্য জন্ম নেওয়া মানুষদের পথ কখনও সাধারণ হয় না। ১৯১৪ সালে তাঁর সাক্ষাৎ হয় মহান বিপ্লবী বাঘা যতীনের সঙ্গে। সেই সাক্ষাৎই বদলে দেয় তাঁর জীবন। বাঘা যতীনের নির্দেশে চাকরির অজুহাতে জাপানে পাড়ি জমান অবনীনাথ। উদ্দেশ্য এশিয়ার বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করা। টোকিওতে তাঁর সাক্ষাৎ হয় চীনের কিংবদন্তি বিপ্লবনেতা সান ইয়াত-সেনের সঙ্গে। সেখান থেকেই পরিচয় রাসবিহারী বসুর সঙ্গে। জাপানে অবনীনাথ, রাসবিহারী বসু ও ভগবান সিং মিলে গড়ে তোলেন এক গোপন বিপ্লবী কমিটি। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সর্বত্র সক্রিয় ছিল। জার্মান দূতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফেরার পথে বিপ্লবীদের গোপন তথ্যভর্তি নোটবই সহ পেনাং পুলিশের হাতে ধরা পড়েন অবনীনাথ। ১৯১৭ সালে সিঙ্গাপুরে বন্দি করা হয় তাঁকে। তবে তিনি হার মানার মানুষ ছিলেন না। জার্মান যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে এক অবিশ্বাস্য পলায়নের মাধ্যমে তিনি পালিয়ে যান। আশ্রয় নেন সুমাত্রায়। রাবার বাগানের শ্রমিক সেজে গোপনে যোগাযোগ গড়ে তোলেন ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। সেখানেই প্রথম তিনি জানতে পারেন রুশ বিপ্লবের কথা। সেখান থেকেই তাঁর চিন্তায় জন্ম নেয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন। পরবর্তীকালে ছদ্মনামে হল্যান্ড ও জার্মানিতে পৌঁছে তিনি যুক্ত হন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটাই; বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য এক আন্তর্জাতিক বিপ্লবী মঞ্চ গড়ে তোলা। ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর। তাসখন্দ। ভারতের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন। সেদিন ৮ জন সদস্যকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। সেই প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর রুশ স্ত্রী রোজা ফিটিংগফ। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন তখন আর শুধু জাতীয়তাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; তা রূপ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক মুক্তিসংগ্রামের দর্শনে। অবনীনাথ শুধু বিপ্লবী ছিলেন না, ছিলেন একজন চিন্তাবিদও। তিনি মস্কোতে অধ্যাপনা করেছেন, সোভিয়েত প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের সংস্থার সভাপতি হন।

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

অর্থনীতিবিদ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৪ মার্চ ১৯০৯জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি অর্থনীতিবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। সত্যেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের রংপুরে। পিতা সুরেন্দ্রনাথ সেন, মাতা চারুবালা সেন। পৈতৃক নিবাস খুলনার পয়গ্রামে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অর্থনীতিতে এম.এ পাশের পর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ কলেজে এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন এবং আট বৎসর (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর)ওই পদে আসীন ছিলেন। ড.সত্যেন্দ্রনাথ সেন পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং দীর্ঘ তের বৎসর (১৯৭০-৮৩) সমিতির সভাপতির পদে ছিলেন। ১৯৬২-৬৩ - যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপকের পদ; ১৯৭৯ - ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য; ১৯৮০-৮৩ -খড়্গপুর আই আই টি-র বোর্ড অফ গভর্নরস্ এর সভাপতি; এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক ফেলো; সাম্মানিক ডক্টর অফ সায়েন্স; এছাড়াও, অধ্যাপক সেন বিভিন্ন সময়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটাস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রশিক্ষণের পরিচালনা পর্ষদে,কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলসহ নানা সরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক ড.সত্যেন্দ্রনাথ সেন অর্থনীতির বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। অর্থনীতির উপর রচিত তার পুস্তকগুলি হল; রচিত গ্রন্থসমূহ; সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইন আন্ডার ডেভেলপড মানি মার্কেট, দি সিটি অফ ক্যালকাটাঞ্জএ সোসিয়ো ইকোনমিক সার্ভে.ইন্ডাস্ট্রিয়াল মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন জুট ইন্ড্রাস্টিজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। অধ্যাপক সেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে শান্তি সেনকে বিবাহ করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ কলকাতায় প্রয়াত হন। তিনি মতো বাঙালি অর্থনীতিবিদ খুবই কম দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

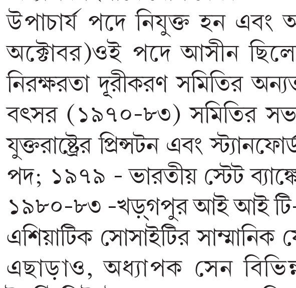

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূ সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে।

ভারত ভাগের মূলে কী গান্ধি-জিন্না মতবিরোধ ?

রবীন্দ্রকুমার শীল

পূর্ব প্রকাশের পর

১৯১৮ সালে জিন্না মন্টেগু-চেসমফোর্ড রিপোর্ট এবং রাওলাট রিপোর্ট এর বিরুদ্ধে অবস্থান করতে জিন্না ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে বিশাল জনসভায় করে এর প্রতিবাদ করেন যার ফলস্বরূপ গর্ভনর উইলিংডনের মেয়াদ কমে যায়। জনখ্যাতির দিক দিয়ে দেখা গেল গান্ধিজির চেয়ে জিন্না জনপ্রিয়তা বেশি ছিল। তার অন্যতম আর একটি কারণ ছিল যে তিনি আঠারো বছরের একজন সুন্দরী রাজ মহিলাকে বিবাহ করেন যার নাম 'রত্নাবাঈ' এবং তার ফলে জিন্না নিজেকে অঘোষিত একজন অখ্যাত বোম্বাইয়ের রাজা বলে মনে করতে থাকেন। ১৯১৯ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে গান্ধিজি এবং জিন্নার মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা দিতে থাকে। জিন্না ছিলেন গান্ধিজির চেয়ে সাত বছরের বড়। ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে জিন্না একজন ভিন্ন মতের ওপরে নির্ভর করে কংগ্রেসী নেতা হয়ে উঠেছেন যা গান্ধিজির দ্বারা প্রভাবিত নয়। জিন্না ১৯০৬ সালে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। তাঁর পচ্ছন্দের নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বাল গঙ্গাধর তিলক, এম আর জয়কার এবং লালা লাজপত রায় প্রমুখ। এনাদের সঙ্গে জিন্না রীতিমতো রাজনৈতিক চর্চা করতেন। কিন্তু গান্ধিজি নিজেকে কংগ্রেস দলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মদন মোহন মালব্য, মতিলাল নেহরু এবং অ্যানি বেসান্তের সাহায্য নিয়ে। তিনি তখন সি আর দাশ এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের মুখ হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯১৫ সালে গান্ধিজি 'মহাত্মা' উপাধি পেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। ১২ এপ্রিল ১৯১৯ সালে কবিগুরু এই সম্মান দিয়ে একটি চিঠিও লিখেছিলেন গান্ধিজিকে।

এখন দেখার দরকার যে খণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে কী গান্ধিজি এবং জিন্নার রাজনৈতিক মত পার্থক্য কাজ করেছিল কিনা। সেটার অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল যে গান্ধিজি যে ভাবনা দিয়ে রাজনীতি করতেন সেটা একেবারে অপচ্ছন্দ ছিল জিন্নার। গান্ধিজি কংগ্রেসের থাকাকালীন সবসময়ে তিনি নিজের চিন্তা দিয়ে কংগ্রেসকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছেন যা জিন্নার একেবারে পচ্ছন্দ ছিল না। জিন্নার সঙ্গে গান্ধিজির রাজনৈতিক দূরত্ব শুরু হল ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেস থেকে। গান্ধিজি কংগ্রেসে মধ্যে থেকে খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করলেন এবং সমস্ত কংগ্রেসীদের এই আন্দোলকে সমর্থন করতে উৎসাহ দেন। এই সময় থেতে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে দেশ সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল এবং সেই সময় থেকে মুসলিম স্বার্থ দেখার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে নাগপুর কংগ্রেস সময় থেকে দুই নেতার মধ্যে বিরাট ফাটল দেখা দিল। এবং তাদের পথও ভিন্ন হতে থাকল। গান্ধিজি নাগপুর কংগ্রেসের সময় থেকে নিজের সমর্থনে কংগ্রেস কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবতে থাকেন এবং জিন্নাকে প্রভাবিত করা চেষ্টা করেন। জিন্নার পাশে বসে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সেখানেও গান্ধিজি তাদেরকে যথার্থ সম্মান দিতে পারেননি। জিন্না সেই সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসবেন। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে জিন্না উপলব্ধি করতে পারলেন যে শুধু মাত্র মুসলিম স্বার্থকে দেখতে ভারতীয় রাজনীতি প্রস্তুত নয়। খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯২১ সালে মালাবার অঞ্চলের মুসলিম মাপ্পিলা গোষ্ঠী জিন্নাকে বিত্তবান হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হত্যা বন্ধ করানো এবং তাদেরকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করানোর পরামর্শ দিতে থাকে। গুজরাতের বরদোলুই-এর কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই উত্তর প্রদেশের চৌরি-চৌরা শহরে একুশ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যা করা হল। এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলন সাময়িক বন্ধ করে দিলেন। ১৯২২ সালে গান্ধিজি গ্রেফতার করা হলেন। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত জেলে ছিলেন তারপরে তিনি কারাগার থেকে ফিরে এসে আবার কংগ্রেসের হাল ধরেন। এই সময়ের মধ্যে ফিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন এক সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছিল। ১৯২৪ সাম্বেলর জুন মাসে আমেদাবাদে এআইসিসি'র সভায় পরিস্কার হয়ে গেল যে গান্ধিজি কংগ্রেসের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে তাকে আপন পথে পরিচালিত করতে আগ্রহী এবং তিনি সেই সময়ে অহিংসা আন্দোলনে অনাগ্রহীদের ওপরে ক্রুদ্ধ হন। এদিকে জিন্না তাঁর আইনী বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন যে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হবে। অসহযোগ আন্দোলন জিন্নাকে আকর্ষন করতে পারেনি। ১৯২৩ সালে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন এবং সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাম্বেলিতে বোম্বাইয়ের মুসলিম প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করলেন। এই সময় থেকে তিনি রাজনীতিতে আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন এবং ভারতের রাজনীতিতে নিজস্ব মত প্রকাশ করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার দিশা দেখতে পান। কংগ্রেসের আদর্শ থেকে জিন্না ক্রমশ সরে আসতে থাকেন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজনীতিবিদ হিসাবে চিহ্নিত করার পথ খুঁজে বের করতে থাকেন। এই সময় থেকে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে থাকেন এবং কংগ্রেসী একই সিদ্ধান্তকে সংস্কার করে তাকে সরকারের কাছে উপস্থাপিত করতে থাকেন জিন্না। ১৯২৩ সালের সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে স্বরাজপন্থী সি আর দাশ এবং মতিলাল নেহরু গোষ্ঠী ১০১ আসনের মধ্যে ৪২টি আলনে জয়লাভ করে। সেই সময়ে জিন্নাকে পাশে নিয়ে দেশের স্বাধীনতার কথা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। এই ধরনের সাময়িক জোট ওপরে ভিত্তি করে ভোট এর মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় পার্টি হিসাবে চিহ্নিত করে। এদিকে ১৯২৩-১৯২৭ সালের ভারতের জাতীয় রাজনীতি প্রায় থমকে ছিল। এই সময়ে গান্ধিজি নিরবতা পালন করেন এবং ১৯২৫-২৬ সাল পর্যন্ত তাঁর নিজ আশ্রমে বসবাস করতে থাকেন। দেশের জনগণের সঙ্গে তিনি কোনও রকম যোগাযোগ রাখতেন না। এমনকী তাঁর প্রিয় লোকেদের সঙ্গে দেখা করাটাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাজনীতির সাইডলাইনে তিনি বসবাস করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি নিজের আত্মজীবনী ও চিঠি লেখা এবং বহু প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করতে থাকেন। ঘরে নিজেকে বন্ধি অবস্থায় রাখলেও তাঁর চোখ এবং কান খোলা থাকতো দেশের বর্তমান পরিস্থিতি কোনও পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে তার ওপরে। জিন্না এই সময়ে মুসলিম লিগের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা জন্য উৎসাহিত হলেন এবং তিনি চেষ্টা করতে থাকেন হিন্দু মুসলিম ঐক্য তৈরি করতে। ১৯২৭ সালে জিন্না একটি বিশেষ সভার আয়োজন করলেন মুসলিমদের সঙ্গে নিয়ে। সেখানে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ সদস্যদের আহ্বান করেছিলেন সভায় যোগ দিতে। উদ্দেশ্য একটি ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। সেই বিশেষ সভায় কতগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন জিন্না। তার মধ্যে হল ১) সিন্ধকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করা। ২) বালুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রাজ্য গুলির পুনর্গঠন এবং সংস্কার। ৩) বাংলা এবং পাঞ্জাবে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ৪) সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভে মুসলিম প্রতিনিধি এক তৃতীয়াংশ আসন বৃদ্ধি করা। ৫) হিন্দু এবং মুসলিম সংখ্যা সংখ্যাবৃদ্ধির রাজ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে উভয় জাতিকে সমানভাবে প্রাধান্য দেওয়া। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হল হিন্দু এবং মুসলিম নির্বাচন থেকে একই সুবিধা লাভ করবে এবং প্রভেনশিয়াল অ্যাসেম্বলি এবং সেন্ট্রাল লেজিসলেচারে হিন্দু এবং মুসলিম শক্তিতে সমান শক্তি প্রতিষ্ঠিত করা। জিন্নার এই প্রস্তাব দিল্লি প্রস্তাব হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। দিল্লি প্রস্তাবকে কংগ্রেসের বহু নেতারা মেনে নিলেও মতিলাল নেহরু এবং জওহরলাল নেহরু মানতে পারেননি। তাঁর যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন যে গান্ধিজিকে এ ব্যাপারে রাজি করা না হলে এই প্রস্তাব বাতিল। করা হোক জিন্না দিল্লি প্রস্তাব পেশ করেই জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। সরোজিনী নাইডু দিল্লি প্রস্তাবকে মান্যতা দিতে থাকেন। (ক্রমশ)

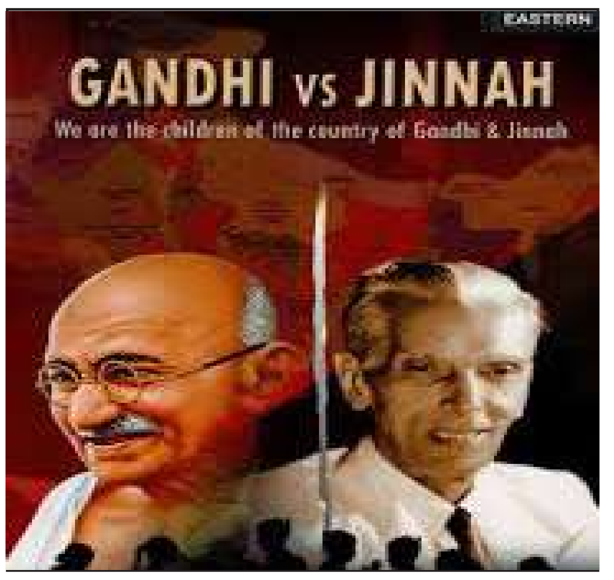

কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ছাত্রদের স্পোর্টস

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সকার লিগ SXSLV সিজন ৩- কিক-অফের জন্য প্রস্তুত ছিল। কলকাতার প্রিমিয়ার স্টুডেন্ট অ্যালামনাই সকার লিগ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (কলকাতা) অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন SSXCCAA, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বায়ত্তশাসিত), স্পোর্টস বিভাগের সহযোগিতায় দল, মার্কি প্লেয়ার এবং একটি বড় স্পোর্টিং স্পেক্টেকলের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করেছে, কলকাতার মিডিয়া হাউস ড়ত্বদ্রদ্বত্বত্ব-এর লিগ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। (এক্সএসএল) সিজন ৩ ফ্রেঞ্চে অনুষ্ঠিত একটি প্রেস মিটে। ডি'সুজা হল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বায়ত্তশাসিত), কল কাতা।

লিগের খেলা হবে তারিখঞ্জ ৬ ও ৭ জুন ২০২৬ (শনিবার ও রবিবার) সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ গ্রাউন্ডে

দুটি উত্তেজনাপূর্ণ সংস্করণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর, Xaverian Soccer League SXSL সিজন ৩ কলকাতার সবচেয়ে প্রাণবন্ত প্রাক্তন ছাত্র-চালিত ফুটবল উদ্যোগগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হয়েছে, যা বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র, কর্পোরেট নেতা, ফুটবল কিংবদন্তি, ছাত্র এবং ক্রীড়া উত্সাহীদেরকে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করেছে যা Xcamara sportman ship – enderian স্পিরিট উদযাপন করে। XSL সিজন ৩-এ অংশগ্রহণ কারী আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং প্রতিযোগিতায় তারকা শক্তি এবং পেশাদার ফুটবল বংশানুক্রম যোগ করেছে, প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি একজন মার্কি প্লেয়ারকে সুরক্ষিত করেছে।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলকাতার একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি স্বশাসিত কলেজ। কলেজটির নামকরণ করা হয়েছিল ভারত ভ্রমণকারী ষোড়শ শতাব্দীর জেসুইট সন্ত ফ্রান্সিস জেভিয়ারের নামানুসারে। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে কলেজটির স্বশাসন মঞ্জুর হয়। ফলে এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম স্বশাসিত কলেজে পরিণত হয়।

১৮৬০ সালের ১৬ জানুয়ারি খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ও পুরোহিত ডেপেল কিনের নেতৃত্বে জেসুইটরা (সোসাইটি অফ জেসাস) এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। জেসুইটরা ছিলেন একটি খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় গোষ্ঠী। ১৫৪০ সালে সেন্ট ইগনেটিয়াস অফ লয়োলা এই গোষ্ঠীর প্রবর্তন করেন। গোড়া থেকেই এই গোষ্ঠী অন্যান্য আরও কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। এক সময়ে তাদের ইউরোপের স্কুল-মাস্টার বলেও অভিহিত করা হত। মাদার তেরেসা সরণির যে বর্তমান ঠিকানায় কলেজটি অবস্থিত অতীতে সেখানেই ছিল সান সৌসি থিয়েটার। একটি অগ্নিকাণ্ডে থিয়েটারটি ভস্মীভূত হলে কলকাতার তদনীন্তন বিশপ ওলিফ কলেজ নির্মাণের জন্য জেসুইটদের এই স্থানটি প্রদান করেন। প্রথমে তিনটি শ্রেণিতে মাত্র ৪০ জন ছাত্র নিয়ে কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার দুই বছর পরে ১৮৬২ সালে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। অনেক ধনী অ্যাংলো-ভারতীয় কলেজের উন্নতিতে বহু অর্থ দান করেছিলেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে বর্তমান পাঁচ তলা কলেজ ভবনটি নির্মিত হয়। এই ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ৯ লক্ষ টাকা জোগাড় করা হয়েছিল বেলজিয়ামের সহযোগিতায়।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

পরিযায়ী শ্রমিক ভোটেই কী পরাস্ত তৃণমূল সরকার ?

চিত্তজিৎ দত্ত

ফিরে আসা শ্রমিকের ঢেউঞ্জ ভোট, ভরসা আর ভাঙা শ্রমবাজারের কঠিন বাস্তবতা। নির্বাচনের মরশুম যত ঘনিয়ে আসে, বাংলার বিভিন্ন জেলা ও গ্রামীণ অঞ্চল থেকে একটি পরিচিত দৃশ্য আবারও চোখে পড়ে;বহু পরিযায়ী শ্রমিকের হঠাৎ করে বাড়ি ফেরা। কেউ ট্রেন ধরে, কেউ বাসে, কেউ বা দীর্ঘ যাত্রার পর ক্লান্ত শরীরে গ্রামে ফিরে আসে। তাদের ফিরে আসার এই ঢেউ অনেক সময় রাজনৈতিক আলো চনায় ভোটের প্রভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, আবার অনেক সময় প্রশাসনিক নিরাপত্তা বা উৎসবের ছুটি হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এর আড়ালে যে বাস্তবতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো পশ্চিমবঙ্গের শ্রমবাজারের এক গভীর, দীর্ঘস্থায়ী এবং বহুস্তরীয় সংকট।

এই ফিরে আসা শ্রমিকদের গল্প শুধু নির্বাচনের সময়কার একটি সাময়িক ঘটনা নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতিচ্ছবি, যেখানে কাজের অনিশ্চয়তা, নিম্ন মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানের ঘাটতি একত্রে মিশে এক কঠিন বাস্তবতা তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানে যান। কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ রংমিস্ত্রি, কেউ নির্মাণ শ্রমিক, কেউ কারখানার অস্থায়ী কর্মী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবদান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিবারের আয়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এই শ্রমিকদের জীবন সবসময় স্থিতি শীল নয়। কাজের নিশ্চয়তা নেই, চুক্তি নেই, অনেক ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক সুরক্ষাও নেই।

নির্বাচনের সময় তাদের ফিরে আসার প্রবণতা নতুন কিছু নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই প্রবণতা আরও দৃশ্যমান হয়েছে। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে প্রচার, সামাজিক আবহ বা প্রশাসনিক পরিবেশ;সব মিলিয়ে একটি মানসিক প্রভাব তৈরি হয়, যার ফলে শ্রমিকরা সাময়িকভাবে

বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু এই ফিরে আসা শুধু ভোটের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং এটি একটি গভীর অনিশ্চয়তারও ইঙ্গিত দেয়।

যেখানে স্থায়ী কর্মসংস্থান শক্তিশালী, সেখানে মানুষ সহজে কাজ ছেড়ে ফিরে আসে না। কিন্তু যখন কর্মসংস্থান অনিশ্চিত, তখন সামান্য সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতিও শ্রমিকদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। এই দিক থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকদের এই তফিরে আসাদ শ্রমবাজারের দুর্বলতার একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রামীণ বাংলার বাস্তবতায় দেখা যায়, স্থানীয় শিল্প ও কৃষি অনেকাংশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবস্থা বহু জায়গায় দুর্বল, কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এখনও বহাল, এবং নতুন শিল্পায়নের গতি প্রত্যাশার তুলনায় ধীর। ফলে কাজের সন্ধানে মানুষকে রাজ্যের বাইরে যেতে হয়। এই পরিস্থিতি নতুন নয়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্রতা কমার বদলে অনেক জায়গায় আরও বেড়েছে।

যখন এই শ্রমিকরা বাইরে কাজ করেন, তখন তারা শুধু শ্রম দেন না, তারা অর্থ পাঠান বাড়িতে। এই অর্থ গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা ঘোরায়, বাজারে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায়, এবং অনেক পরিবারের জীবিকা রক্ষা করে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি যতটা কার্যকর, ততটাই অনিশ্চিত। কারণ এটি নির্ভর করে বাইরের রাজ্যের কাজের বাজারের উপর, যেখানে নিয়ন্ত্রণ নেই, নিরাপত্তা নেই, এবং অনেক সময় শোষণের ঝুঁকি থাকে।

নির্বাচনের সময় তাদের ফিরে আসার ঘটনা এই অনিশ্চয়তাকে আরও সামনে নিয়ে আসে। অনেক শ্রমিক বলেন, ভোট দেওয়া তাদের নাগরিক অধিকার, তাই তারা বাড়ি ফেরেন। আবার অনেকে বলেন, উৎসব বা সামাজিক কারণে তারা ফেরেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই ফিরে আসা অনেক সময় সাময়িক বিরতি মাত্র, যার পর আবার তারা ফিরে যান সেই অনিশ্চিত শ্রম জীবনে। এই চিত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে;বাংলার শ্রমবাজার কি তার নিজস্ব মানুষের জন্য পর্যাপ্ত কাজ তৈরি করতে পারছে? যদি পারত, তাহলে এত বড় পরিমাণ পরিযায়ী শ্রমিককে অন্য রাজ্যে যেতে হতো না। এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়, কারণ এটি বহুস্তরীয় অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে যুক্ত।

শিল্পায়নের অভাব, বিনিয়োগের ধীরগতি, এবং দক্ষতার সঙ্গে কর্মসংস্থানের অসামঞ্জস্য;এই সব মিলিয়ে একটি কাঠামোগত সমস্যা তৈরি হয়েছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে শিল্প সম্মেলন, বিনিয়োগ প্রস্তাব এবং উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে, বাস্তব স্তরে তার প্রভাব সব জায়গায় সমানভাবে পৌঁছায়নি। ফলে শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ বাইরের রাজ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, যেসব রাজ্যে এই শ্রমিকরা কাজ করতে যান, সেখানে তারা প্রায়শই অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। তাদের কাজের নিরাপত্তা নেই, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা নেই, এবং স্থানীয় শ্রমবাজারে তাদের অবস্থান দুর্বল। এই বাস্তবতা তাদের জীবনকে আরও অনিশ্চিত করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের সময় তাদের ফিরে আসা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা নয়, বরং এটি একটি অর্থনৈতিক বার্তা। এটি বলে দেয় যে শ্রমবাজার এখনও স্থিতিশীল হয়নি, স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হয়নি, এবং মানুষের জীবিকা এখনও বহির্ভরশীল। এই সমস্যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিবার ও সমাজের উপর এর প্রভাব। দীর্ঘদিন পরিবার থেকে দূরে থাকা শ্রমিকরা অনেক সময় মানসিক চাপ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটান। তাদের সন্তানরা, পরিবাররা বহু ক্ষেত্রে স্থায়ী অনুপস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক সুবিধা থাকলেও সামাজিক মূল্য অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে। নির্বাচনের সময় এই পরিবারগুলির মধ্যে এক ধরনের পুনর্মিলন ঘটে, যা সাময়িক হলেও আবেগঘন। কিন্তু সেই আবেগের আড়ালে লুকিয়ে থাকে একটি কঠিন প্রশ্ন;এই শ্রমিকরা কেন তাদের নিজের রাজ্যে পর্যাপ্ত কাজ পাচ্ছেন না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে দেখার প্রয়োজন।

সৈয়দ মুজতবা আলি

শঙ্করলাল কর্মকার

সেটাই ছিল শংকরের সাথে সৈয়দ মুজতবা আলীর শেষ সাক্ষাৎ, শংকরের হাত চেপে ধরে বলেন, শংকর, মনে হচ্ছে স্মৃতি লোপ পাচ্ছে। তুমি একবার সঞ্চয়িতা খানা ধরো তো -ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখি। তারপর বললেন, অমুক পাতা খোলো তো, জিজ্ঞেস করলেন ওই পাতায় কর্ণকুন্তি সংবাদ আছে।এর পর শুরু করলেন আবৃত্তি,কোথাও থামলেন না, একটা ভুলও করলেন না।

সৈয়দ মুজতবা আলী আজীবন সব সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তাঁর সাহিত্যে কখনও পাঠক সংকীর্ণতার বিন্দুমাত্র কণা পায়নি । হয়ত সেই কারণে সৈয়দ মুজতবা আলী বাঙালি পাঠকের অবিশ্বাস্য ভালবাসা লাভ করেছেন।অসাধারণ সব লেখা বেরিয়েছে তার কলম থেকে,সারা জীবন পড়েছেন অনেক, ঘুরেছেন তার চেয়েও ঢের। তবে এসব পরিচয় বোধহয় উহ্য বরং সৈয়দ মুজতবা আলীর পরিচয়ে দু'টি বিশেষণ অবধারিত, রসবোধ এবং প্রবল পাণ্ডিত্য ।

এমন মানুষকে প্রথমবার দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'ওহে, তোমার মুখ থেকে তো কমলালেবুর গন্ধ বেরোচ্ছে!' মুজতবা আলী শ্রীহট্ট তথা সিলেটের বাসিন্দা। আর সিলেট কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত। সে কারণেই এমন মজার সম্ভাষণ। রবীন্দ্রনাথে সাংঘাতিক আস্থা,কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন,অত কথায় কাজ কি, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি, পৃথিবী একডাকে তাকে চেনে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী...। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, কিছুটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী, বর্ণময় সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন পুরোপুরি রবীন্দ্ররসে জারিত ছিল। নিজেকে নিয়ে বহু রসিকতা বহু বার করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। একটি লেখায় নিজের বর্ণনা দিয়েছিলেন, 'অত্যন্ত রোগা, সিড়িঙ্গে, গায়ের রং ছাতার কাপড়কেও লজ্জা দেবে এবং তোতলা, কথা বলার সময় মুখ দিয়ে থুতু ছোটে।' যদিও ছিলেন কন্দর্পকান্তি। অনেকেই হয়ত অবগত নয় পশ্চিমবঙ্গের নবরূপ কার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একবার সৈয়দ মুজতবা আলীকে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ করেন। তারপর ভোজনের শেষে বিধান রায় আলী সায়েবকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টর অফ পাবলিসিটি পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। বলা বাহুল্য সেই প্রস্তাবে তিনি সাড়া দেননি। এটা কেউ জানতো না।

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ ৬ এবং ৭ জুন ২০২৬ তারিখে দুটি ‘মেগা ব্লক’ বা বড় ধরনের কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে

কলকাতা, ৪ জুন ঃ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সুগম করার লক্ষ্যে, শিয়ালদহ বিভাগ আগামী সপ্তাহান্তে-অর্থাৎ ৬ই জুন (শনিবার) এবং ৭ই জুন (রবিবার), ২০২৬ তারিখে-দুটি বড় ধরনের ‘ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক’ (যান চলাচল ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কাজ) পরিচালনা করতে চলেছে। প্রথম ব্লকটির আওতায় শিয়ালদহ (SDAH) এবং কাঁকুড়গাছি রোড জংশন (KGK)-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ৩ নম্বর সেতুর ‘রি-গার্ডারিং’ বা নতুন গার্ডার স্থাপনের কাজের জন্য ‘আপ’ এবং ‘ডাউন’ সাব-লাইনে ১৫ ঘন্টার (৯০০ মিনিট) একটি ‘ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক’ কার্যকর করা হবে। এর মধ্যে ‘আপ মেইন লাইন’-এ ৬০ মিনিটের একটি ব্লকও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই ব্লকটি শনিবার রাত ২২.১৫ টা থেকে রবিবার দুপুর ১৩.১৫ টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এছাড়াও, শনিবার সন্ধ্যা ১৯.০০টা থেকে রবিবার বিকেল ১৬.০০টা পর্যন্ত নারকেলডাঙা কারশেডে ট্রেন চলাচল বা যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে স্থগিত থাকবে। সেতুর বর্তমান গার্ডারগুলোর কার্যকাল বা মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায়, একটি অগ্রিম নিরাপত্তা উদ্যোগের অংশ হিসেবে সেগুলোকে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। আধুনিক ও মজবুত গার্ডার স্থাপনের ফলে কেবল সেতুর কাঠামোগত দৃঢ়তাই বৃদ্ধি পাবে না, বরং এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে ট্রেনের গতি বৃদ্ধি এবং ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ করার পথও প্রশস্ত হবে। দ্বিতীয় ব্লকটি বালিগঞ্জ স্টেশনের সীমানার মধ্যে ‘ডাউন প্যাসেঞ্জার লাইন’-এ ৬ ঘন্টার (৩৬০ মিনিট) একটি ‘ট্রাফিক ব্লক’ হিসেবে কার্যকর হবে। এই ব্লকের মূল উদ্দেশ্য হলো ১২০বি / ১২১এ নম্বর পয়েন্টের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটানো-অর্থাৎ পয়েন্টের ওজন ৫২ কেজি থেকে বাড়িয়ে ৬০ কেজিতে উন্নীত করা। এই ব্লকটি শনিবার রাত ২৩.১০ টা থেকে রবিবার ভোর ০৫.১০ টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সপ্তাহান্তের দিনগুলোতে (শনিবার রাত এবং রবিবার) এই ‘মেগা ব্লক’গুলোর পরিকল্পনা করেছে। যেহেতু রবিবার একটি সরকারি ছুটির দিন, তাই নিত্যযাত্রী এবং অফিসগামীদের ওপর এই কাজের প্রভাব বা অসুবিধা অনেকটাই হ্রাস পাবে। ফলস্বরূপ, শিয়ালদহ উত্তর ও দক্ষিণ শাখায় শহরতলি ট্রেন পরিষেবা নিম্নরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হবেঃ ১. ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিলকরণ ঃ শনিবার (০৬.০৬.২০২৬)- (শিয়ালদহ - উত্তর /মূল শাখা), শিয়ালদহ - নৈহাটিঃ ৩১৪৪৩, ৩১৪৪৫, ৩১৪৪৭ আপ / ৩১৪৪২, ৩১৪৪৬, ৩১৪৫০ ডাউন শিয়ালদহ - রানাঘাটঃ ৩১৬৩১ আপ / ৩১৬৩৬ ডাউন, শিয়ালদহ - বনগাঁঃ ৩৩৮৪৯ আপ / ৩৩৮৫৬ ডাউন, শিয়ালদহ - শান্তিপুরঃ ৩১৫৩৩ আপ /৩১৫৩৮ ডাউন, শিয়ালদহ - কল্যাণী সীমান্তঃ ৩১৩৩৯, ৩১৩৪৩ আপ / ৩১৩৩৮, ৩১৩৪০ ডাউন, শিয়ালদহ - ডানকুনিঃ ৩২২৪৯ আপ / ৩২২৫২ ডাউন **(শিয়ালদহ- দক্ষিণ শাখা)** শিয়ালদহ- লক্ষ্মীকান্তপুরঃ ৩৪৫৫৪ ডাউন / ৩৪৫৫৫ আপ **রবিবার (৭জুন ২০২৬) (শিয়ালদহ - উত্তর / মেন শাখা)** শিয়ালদহ- বনগাঁঃ ৩৩৮২৫ আপ / ৩৩৮২০ ডাউন, শিয়ালদহ- কল্যাণী সীমান্ত ঃ ৩১৩১১, ৩১৩১৩, ৩১৩১৭, ৩১৩১৯, ৩১৩২৩ আপ / ৩১৩১২, ৩১৩১৪, ৩১৩১৬, ৩১৩১৮, ৩১৩২০, ৩১৩২২ ডাউন, শিয়ালদহ- নৈহাটিঃ ৩১৪১১, ৩১৪৭১ (এক্স- ক্লাসড) ৩১৪১৫, ৩১৪১৯ আপ /৩১৪১৪, ৩১৪১৮, ৩১৪২০, ৩১৪২৬ ডাউন, শিয়ালদহ- হাবড়াঃ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩, ৩৩৬৫৫, ৩৩৬৫৭ আপ / ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪, ৩৩৬৫৬, ৩৩৬৫৮ ডাউন, শিয়ালদহ- গোবরডাঙাঃ ৩৩৬৮১ আপ /৩৩৬৮২ ডাউন, শিয়ালদহ- রানাঘাটঃ ৩১৬১৫, ৩১৬১৭, ৩১৬২৩ আপ / ৩১৬১২, ৩১৬১৪, ৩১৬১৬ ডাউন, শিয়ালদহ- বারাসতঃ ৩৩৪৩১, ৩৩৪৩৫, ৩৩৪৩৭ আপ / ৩৩৪৩২, ৩৩৪৩৮, ৩৩৪৪০ ডাউন, শিয়ালদহ- দত্তপুকুরঃ ৩৩৬১৭ আপ / ৩৩৬১২, ৩৩৬২২ ডাউন, শিয়ালদহ- ডানকুনিঃ ৩২২১১, ৩২২১৫, ৩২২১৯, ৩২২২৭ আপ / ৩২২১২, ৩২২১৬, ৩২২২০, ৩২২২৮ ডাউন, শিয়ালদহ- ব্যারাকপুরঃ ৩১২১৩, ৩১২২১ আপ / ৩১২১৪, ৩১২২২ ডাউন, নৈহাটি- কল্যাণী সীমান্ত ঃ ৩১১৯১ আপ (শিয়ালদহ - দক্ষিণ শাখা)ঃ শিয়ালদহ - ডায়মন্ড হারবারঃ ৩৮৫১২ ডাউন / ৩৪৮১৫ আপ, শিয়ালদহ - সোনারপুর ৩৪৪১২ ডাউন / ৩৪৪১১ আপ, শিয়ালদহ - কোমাগাতা মারু বজবজঃ ৩৪১১৪ ডাউন / ৩৪১১৩ আপ, শিয়ালদহ - লক্ষ্মীকান্তপুরঃ ৩৪৭১৬ ডাউন / ৩৪৭১৩ আপ ২. ট্রেনগুলির নির্ধারিত গন্তব্যের আগেই যাত্রা সমাপ্ত ও নির্ধারিত শুরুর স্টেশনের আগেই যাত্রা শুরু (শিয়ালদহ - উত্তর / বনগাঁ শাখা) ৩৩৮৫৮ ডাউন (বনগাঁ-শিয়ালদহ) ট্রেনটি শনিবার দমদম ক্যান্টনমেন্ট-এ তার যাত্রা সমাপ্ত করবে, এবং ৩৩৮১৫ আপ (শিয়ালদহ-বনগাঁ) ট্রেনটি রবিবার দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকেই তার যাত্রা শুরু করবে। ৩১৯২৬ ডাউন (গেদে-শিয়ালদহ) ট্রেনটি শনিবার ব্যারাকপুরে তার যাত্রা সমাপ্ত করবে, এবং ৩১৯১১ আপ (শিয়ালদহ-গেদে) ট্রেনটি রবিবার ব্যারাকপুর থেকেই তার যাত্রা শুরু করবে। ৩১৫৪০ ডাউন (শান্তিপুর-শিয়ালদহ) ট্রেনটি শনিবার কল্যাণী-তে তার যাত্রা সমাপ্ত করবে, এবং ৩১৫১১ আপ (শিয়ালদহ-শান্তিপুর) ট্রেনটি রবিবার কল্যাণী থেকেই তার যাত্রা শুরু করবে। ৩১৩৮৩ ডাউন (কৃষ্ণনগর সিটি-শিয়ালদহ) ট্রেনটি শনিবার রানাঘাটে তার যাত্রা সমাপ্ত করবে। আপ ৩১৩১৫ আপ (শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত) ট্রেনটি রবিবার নৈহাটিতে তার যাত্রা সমাপ্ত করবে এবং নৈহাটি থেকেই ৩০১২৮ ডাউন (কল্যাণী সীমান্ত-মাঝেরহাট) হিসেবে তার যাত্রা শুরু করবে। ৩১৫১২ ডাউন (শান্তিপুর-শিয়ালদহ) ট্রেনটি রবিবার নৈহাটিতে তার যাত্রা সমাপ্ত করবে, এবং ৩১৫১৩ আপ (শিয়ালদহ-শান্তিপুর) ট্রেনটি নৈহাটি থেকেই তার যাত্রা শুরু করবে। বালিগঞ্জ স্টেশন ব্লকের কারণে ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ও সংক্ষিপ্ত সূচনাঃ ৩৪৫৫৭ আপ (ক্যানিং-শিয়ালদহ) এবং ৩৪৮৫৯ আপ (ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ) ট্রেন দুটি শনিবার (০৬.০৬.২০২৬) বালিগঞ্জ প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এ সংক্ষিপ্তভাবে তার যাত্রা শেষ করবে। ৩৪৫৫৪ ডাউন (শিয়ালদহ-ক্যানিং) এবং ৩৪৮৬০ ডাউন (শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার) ট্রেন দুটি শনিবার (০৬.০৬.২০২৬) বালিগঞ্জ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শুরু করবে। ৩৪৫৫৭ আপ (লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ) ট্রেনটি শনিবার (০৬.০৬.২০২৬) বালিগঞ্জ প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এ সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শেষ করবে। ৩৪১৩৬ আপ (বজবজ-শিয়ালদহ) ট্রেনটি শনিবার (০৬.০৬.২০২৬) বালিগঞ্জ প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শেষ করবে। ৩৪৭১২ ডাউন (শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর), ৩৪১১২ ডাউন (শিয়ালদহ-বজবজ), ৩৪৭১৪ ডাউন (শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর) এবং ৩৪৮১৮ ডাউন (শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার) ট্রেনগুলো রবিবার (০৭.০৬.২০২৬) বালিগঞ্জ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শুরু করবে। ৩৪৮১১ আপ (ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ) এবং ৩৪৭১১ আপ (লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ) ট্রেন দুটি রবিবার (০৭.০৬.২০২৬) বালিগঞ্জ প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এ সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শেষ করবে। ৩৪৫১১ আপ (ক্যানিং-শিয়ালদহ) ট্রেনটি রবিবার (০৭.০৬.২০২৬) সোনারপুর প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এ সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৪৫৫২ ডাউন (সোনারপুর-ক্যানিং) ট্রেনটি রবিবার (০৭.০৬.২০২৬) সোনারপুর থেকে সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শুরু করবে। ব্লক শুরু হওয়ার আগে কিছু ট্রেন চলাচলকারী শেষ ট্রেনগুলো হবেঃ ৩৪৮৯৮ ডাউন এবং ৩৪৮৫৭ আপ (গন্তব্য পর্যন্ত নির্ধারিত সমস্ত বিরতিসহ)। পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত ‘ব্লক’ বা সময়সীমা শেষ হওয়ার পর প্রথম যে ট্রেনগুলো চলাচল করবে, সেগুলো হলো ৩৪৮১৩ আপ এবং ৩৪৬১২ ডাউন। রেল পরিকাঠামোর সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার স্বার্থে এই গার্ডার প্রতিস্থাপন এবং ট্র্যাক রূপান্তরের কাজটি অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সম্মানিত যাত্রীদের যাতে ন্যূনতম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই কাজের জন্য সপ্তাহান্তের দিনগুলোকে বেছে নিয়েছে সকলের জন্য আরও দ্রুত ও নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা করতে আমরা যখন কাজ করে চলেছি, তখন যাত্রীদের সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কামনা করছি। এই সময়ের মধ্যে ভ্রমণের পরিকল্পনা করার পূর্বে, যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিসিয়াল মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচিটি যাচাই করে নেন।

প্রাণহানির আশঙ্কা, ‘বাড়তি’ নিরাপত্তা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন হুমায়ুন কবীর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৪ জুন ঃ নিজের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিতে এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন ‘আম জনতা উন্নয়ন পার্টি’র চেয়ারম্যান তথা নওদা বিধানসভার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । বর্তমানে রাজ্যের অন্যান্য বিধায়কদের মতই তাঁর নিরাপত্তায় দু’জন রাজ্য পুলিশের পিএসও মোতায়েন থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন তিনি। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে হুমায়ুনের আবেদনের ভিত্তিতে ৪ মার্চ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁর জন্য ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বরাদ্দ করেছিল। সেদিন থেকেই রাজ্য সরকার হুমায়ুনের জন্য বরাদ্দ দু’জন সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষীকে তুলে নেয়। এতদিন হুমায়ূনের জন্য সিআইএসএফ-এর তরফ থেকে একজন ইন্সপেক্টর, দু’জন সাব ইন্সপেক্টর এবং ১০ জন জওয়ান মোতায়েন ছিলেন। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে আজ সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষীরা নিজেদের জিনিস নিয়ে হুমায়ুনের বাড়ি ছেড়েছেন। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে কেবল দু’জন পিএসও রয়েছেন। হুমায়ুন বলেন, আমি একজন বিধায়ক এবং একটি আঞ্চলিক দলের চেয়ারম্যান। রাজ্য সরকারের তরফে আমার সুরক্ষায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমার ও আমার পরিবারের নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো-র তরফ থেকেও আমাকে জানানো হয়েছে যে আমার ‘লাইফ থ্রেট’ রয়েছে। এমনকি মুর্শিদাবাদে বিধানসভা নির্বাচনের দিন নওদা এলাকায় আমার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। সেদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা না থাকলে আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত। পাশাপাশি বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে তাঁর অবস্থানের জন্য নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলেও দাবি করেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর কথায়, বিভিন্ন মহল থেকে ক্রমাগত হুমকি আসছে। এই পরিস্থিতিতে শুধু দু’জন পুলিশকর্মী দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। হুমায়ুন কবীর আরও জানান, গত জানুয়ারি মাসেই তিনি বাড়তি নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ সেই আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে চিঠি লিখতে বলেন। তারপরই কেন্দ্রের তরফে তাঁকে ‘ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরি নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু ১ জুন থেকে কোনও অজ্ঞাত কারণে নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি ফের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানিয়েছেন। হুমায়ুন কবীর বলেন আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করবো। তখন আমি তাঁকে আমার নিরাপত্তার বিষয়টি মানবিকভাবে পর্যালোচনা করার জন্য আবেদন জানাব। হুমায়ুনের দাবি , তাঁর সঙ্গে কমপক্ষে ৪ জন পিএসও থাকুক এবং তিনি যেখানেই যাবেন একটি এসকর্ট গাড়ি থাকবে। নওদার বিধায়ক আরও বলেন। যদি অধীর চৌধুরী এবং নওশাদ সিদ্দিকী এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা পেয়ে থাকেন তাহলে আমার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হলো কেন? রাজ্যের নবনির্বাচিত বিধায়করা যে সুরক্ষা পাচ্ছেন আমিও সেই সুরক্ষা পাচ্ছি। কিন্তু অনেক বিধায়কের থেকে আমার প্রাণহানির শঙ্কা বেশি। আমি ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ সুপারকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি এবং বাড়িতে ‘হাউস গার্ড’ চেয়ে আবেদনও করেছি। একইসঙ্গে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, যেহেতু আগেও আদালতের নির্দেশে আমি নিরাপত্তা পেয়েছিলাম, তাই এবারও আদালতের কাছে পুনরায় নিরাপত্তা বহাল রাখার আবেদন জানাব। বুধবার আমার এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে স্পিডপোস্টে বা ই-মেল করে চিঠি পাঠাতে পারিনি। আজ আমি সেই চিঠি পাঠাচ্ছি। এর পাশাপাশি আমার আইনজীবিরাও আগামীকালের মধ্যে আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তবে রাজ্য সরকার ও আদালত এবার কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

অবৈধ বালি- কয়লা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৪ জুন ঃ অবৈধ বালি ও কয়লা পাচারের অভিযোগে লাউদোহার গোগলা অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি গৌতম ঘোষকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে গোগলা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গৌতম ঘোষের বিরুদ্ধে অবৈধ বালি উত্তোলন, কয়লা পাচার এবং সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ মেলার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযোগগুলির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, অজয় নদ থেকে অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচার চক্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর নাম জড়িয়ে ছিল। পাশাপাশি খনি অঞ্চল থেকে কয়লা পাচারের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব ছিল বলে অভিযোগ। তবে এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা তদন্তসাপেক্ষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হযেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হযেছে, অবৈধ বালি ও কয়লা কারবারের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

মাথাভাঙ্গায় তোলাবাজির অভিযোগে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৪ জুন ঃ কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা এলাকায় এক তৃণমূল নেতা তথা সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অভিযুক্তের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তি দলীয় প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতেন। তোলাবাজি এবং ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বহু গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের রোষের মুখে পড়ে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার বাড়ির একটি ঘরের খাটের তলায় লুকিয়ে পড়েন। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেয়। দীর্ঘক্ষণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করার পর পুলিশের উপস্থিতিতেই ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও অভিযুক্তের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

তাজপুরের সমুদ্র বন্দর নির্মাণের প্রকল্প পাকাপাকি ভাবে পরিত্যক্ত হলো

কলকাতা, ৪ জুন ঃ আদানি গোষ্ঠী সরে যাওয়ার পর তাজপুরের গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের প্রকল্প পাকাপাকি ভাবে পরিত্যক্ত হলো। পরিবর্তে পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে নতুন সমুদ্র বন্দর গড়ার পরিকল্পনা কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে আজ কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাজপুর প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, রেল ও জাতীয় সড়ক সংযোগ কোনোটাই প্রস্তুত ছিল না। সরকারের মূল্যায়নে স্পষ্ট হয়েছে, বর্তমান অবস্থায় তাজপুরে বন্দর নির্মাণ বাস্তবসম্মত নয়। তার পরিবর্তে তাজপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে দাদনপাত্রবাড় এলাকায় রাজ্য সরকারের হাতে থাকা প্রায় ১৭০০ একর জমিকে কেন্দ্র করে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পূর্বতন সরকার বাস্তবতা যাচাই না করেই তাজপুর বন্দর নিয়ে প্রচার করেছে। নতুন সরকার জমির প্রাপ্যতা, সংযোগ ব্যবস্থা এবং আর্থিক সম্ভাব্যতা বিবেচনা করেই প্রকল্প পুনর্গঠন করছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রাথমিক পর্যায়ে দাদনপাত্রবাড় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র, রেভিনিউ শেয়ারিং এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি হবে। পরবর্তীকালে অতিরিক্ত জমি সংগ্রহের দিকেও নজর দেওয়া হবে।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার পূরণের লাইনে বেনিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৪ জুন ঃ রামপুরহাট বিধানসভার অন্তর্গত বড়শাল পঞ্চায়েতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে লাইনে বেনিয়মে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। জানা গেছে, পাঁচটা বাজার আগে কয়েকজনকে বাইরে রেখে পিছনের দরজা দিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ফর্ম জমা নেওয়ার অভিযোগ উঠলো এলাকায়। জানা গেছে, পাশের ঘরে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট এক মহিলাকে দেখা গেল কিছুক্ষণ অন্তর একজন মহিলা ৫টি করে ফর্ম নিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাইরে দাঁড়িয়ে মাত্র কয়েকজন। এর পর প্রতিবাদে ক্ষেপে ওঠেন উপভোক্তারা।

জলসংকটে রাস্তায় নামলেন গ্রামবাসীরা, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৪ জুন ঃ প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেই পানীয় জলের তীব্র সংকটকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামের মসজিদপাড়া এলাকার মহিলারা রাস্তা অবরোধ করে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবিতে প্রতিবাদে সামিল হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত তিন দিন ধরে এলাকায় ট্যাপকলের মাধ্যমে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে শতাধিক পরিবার চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। অভিযোগ, গ্রামের কিছু বাসিন্দা ট্যাপকলের সংযোগ বাড়ির বাথরুমের ট্যাংকির সঙ্গে যুক্ত করে মোটরের সাহায্যে অতিরিক্ত জল তুলে নিচ্ছেন। এর ফলে লাইনের শেষ প্রান্তে থাকা বহু পরিবার পর্যাপ্ত জল পাচ্ছেন না।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী অসীম দেয়াশি পিতা- মৃত সতীশ চন্দ্র দেয়াশি । বালিটিকুরি মৌজায় সামিল এ ডি এস আর ডোমজুড় এ সম্পাদিত aa ০৪২১৫ / ২০১০ নম্বর দলীল মূলে হাল ৯৭৬ ও ৯৭৭ নং দাগে হাল ৬৪৮৯ ও ৬৪৯৪ নং খতিয়ানে ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাণ সম্পত্তি এ ডি এস আর ডোমজুড় এ সম্পাদিত ২৮/২০০৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তার গ্রহীতার নাম কালীপদ দাস) শ্রীমতি গৌরি দাস এর নিকট হইতে ও এ ডি এস আর ডোমজুড় এ সম্পাদিত ২৭ /২০০৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তার গ্রহীতার নাম মনোরঞ্জন দাস) পঙ্কজ কুমার দাস এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে, এবং বালী- জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
NIT NO- WBIW/EE/EMD/NIT- 02(e)/2026-27
On behalf of the Governor of West Bengal, e-tender is invited by the undersigned 39 (thirty nine) nos. work like clearing and removing water hyacinth from different khals or channels under East Midnapore Division. Works valuing approximately from above Rs.1.34 lakh and upto Rs. 9.38 Lakh under East Midnapore Division, I&W Dte. Online bid submission closing date is 15.06.2026 upto 17:30 hrs. Other details may be seen in the website www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer East Midnapore Division, I & W Dte. Tamluk, Purba Medinipur.
ICA- T9274(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM to e-NIT- WBIW/EE/BDD/e-NIT-03e/ 2026-27(3rd call), Sl-01 7 02
Due to unavoidable circumstances changes have been made in Clause-25, Schedule for important dates of the above e-NIT:- 5) Document Download end date shall be read as : 12.06.2026 till 11:30 Hrs. 6) Bid Submission end date shall be read as 12.06.2026 till 12:00 Hrs. 7) Technical Bid Opening Date shall be read as : 12.06.2026 at 13:00 Hrs. Details may also be had in Government website www.wbiwd.gov.in or https://.wbtenders.gov.in All other terms and conditions shall remain unchanged. Sd/- Executive Engineer, Bidyadhari Drainage Division, Taki Road Barasat, Kol-700124.
ICA- T9277(1)/2026

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ-এর চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি/ এলএমজি/১৪ অব ২০২৬-২৭, তারিখঃ ২৯-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-রিলে-৬৭, **কাজের নামঃ** ১ (এক)টি টিএসএস -এর জন্য ০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য ২৫ কেভি এসি টিএসএস এবং শান্ট ক্যাপাসিটর ব্যাংকের জন্য কন্ট্রোল এবং রিলে প্যানেলে ইনকর্পোরেটিং নিউমেরিক্যাল রিলেস-এর ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৪৫,০০,০০০/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৯০,০০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি /লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইলেকট্রিক্যাল কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ ডিওয়াইসিইই-পিএস -এমএলজি-এইচকিউ-০৩-২৬-২৭, তারিখ ঃ ০১-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ঃ** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-০৩-২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** এ এন্ড বি এবং ডিএন্ডই ক্যাটাগরির স্টেশনগুলির ৫৯-সিসিটিভি সার্ভার লোকেশনে এয়ার কন্ডিশনার ব্যবস্থার সংস্থান সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৭৫,১৬,৮৭৯/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৫০,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৪-০৬-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Bid reference no.- WBMSCL/NIT- 441/ 2026, Dated- 02 /06/2026 West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for **"Modification of Labour Room and Obstetrics OPD at 4th floor of Nayagram Super Speciality Hospital in the district Jhargram."** Last date of submission of bid (online)- 19.06.2026 upto 03:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 12:00 P.M. on 05.06.2026. Details of the tender will also be available at www.wbmsc.gov.in Clarification requests, if any may be sent to eecivil@wbmsc.gov.in or info@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL.
ICA- T9266(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LTD.
Memo No.: HFW-41014(24)/66/2026-WBMSCL SEC-Dept. of H&FW/3557
Dated: 02/06/2026
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. - WBMSCL/NIT-407/ 2026, **Dated**-01/06/2026
Supply & delivery of electrical maintenance material at Bolpur Super Speciality Hospital, District: Birbhum. Last date of submission of bid (online) – 11/06/2026 till 03.00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.wbtenders.gov.in on or after 04/06/2026 at 03:00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to cpee@wbmsc.gov.in.
Sd/- General Manager, WBMSCL, Additional Secretary to the Govt. of West Bengal
ICA- T9251(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte., invites online bids for Name of work: "Electrical Installation work including SITC of AC Machine in the office of DMO, AYUSH in the premises of Bijoygarh S.G. Hospital, Jadavpur, Kolkata." Vide Tender ref. no. WBPWD/ AE/SKHESD-I/NIQ-04/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD_5014948_1. Last date of document download and bid submission for the tender is 17.06.2026 up to 12.00 P.M. Detail information/ download/ upload will be available from the website: http://etender.gov.in and http://pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T9328(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub-Division invites online Tender for the work:- Renovation E.I. Work in Kitchen of Ranaghat Sub Divisional Hospital at Ranaghat, Nadia (Job No. NED/RH/OW/02/01 of 26-27), e-NIT No. WBPWD/AE/e-NIT-02/RH of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014965_1. Bid Submission Start Date (Online): 06.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online): 12.06.2026 at 2:00 P.M. Bid Opening Date 15.06.2026 at 03:00 P.M. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://wbpwd.gov.in/ Sd/- R. A. Paul Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub-Division, Ranaghat, Nadia
ICA- T9335(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Offline tender for the work **Electrification work Logistic requirement for Accommodation places for CAPF /State Force coy in Nadia District in C/W General Assembly Election of West Bengal 2026 PS Murutia at (i) Dighalkandi Karmatirtha, Murutia, Nadia (w.e.f. 03.06.2026 to 17.06.2026) for (15) Days.** Estimated Amount : Item Rate e-NIQ No : EE/NED/Short NIQ/216 (1st call) of 2025-2026, Tender ID- NIL Bid submission start date (offline) 03.06.2026 from 10:00 A.M. Bid submission closing date (offline) 03.06.2026 from 03:00 P.M. NIQ and Tender document may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- R.Barman Executive Engineer, PWD Nadia Electrical Division Krishnagar, Nadia.
ICA- T9303(2)/2026

এস অ্যান্ড টি তারের পথ পরিবর্তন ও পুনর্বহাল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ আরএন-এসটি-০৬-২০২৬-২৭, **তারিখ ঃ** ২৯-০৫-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ঃ** আরএন-এসটি-০৬-২০২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** ডিইএন/II/রঙিয়া -এর এক্তিয়ারাধীন এলাকার ৮৫টি আরইউবি -এর রাস্তার উপরিভাগের উন্নয়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি তারের পথ পরিবর্তন এবং পুনর্বহালের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৭,০৯,৩৮২.৮১/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩৪,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ৩০-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উপ মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয়ের উন্নতকরণ
টেণ্ডার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিজি -৩৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** বদরপুরেঃ ওপিডি, ড্রেসিং কক্ষ, মাইনর ওটি, পরামর্শ কক্ষ, ওষুধ বিতরণ কক্ষ, শৌচালয় পরিসর এবং মুখ্য প্রবেশদ্বারের চতুর্দিকের এলাকা সহিত উপ মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয়ের উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮৬,৪৮,৫৪০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৭৩,০০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ২৩-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং, শিলচর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
eNIQ No. 01/WBPWD/AE/AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD.
Assistant Engineer, Assembly House Elect. Sub. Divn. Invites e-tender vide Tender ID: 2026_WBPWD_5014923_1 from resourceful contractors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 12/06/26 till 04:00 PM. For further details please login http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of W.B.
ICA- T9315(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "AMC for the entire EI of Khadyashree Bhawan,11A, Mirza Ghalib Street, Kolkata-700087 for the year 2026-27-----Supply and delivery of urgent maintenance materials." e-TenderNo : WBPWD/AE/12/PR/T/ KCESD/I of 2026-27 and Tender ID : 2026_PWDE_5014904_1. Documents Submission end date 16.06.2026 upto 02:00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I.
ICA- T9299(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-II invites eTender on Percentage Rate basis vide e-Tender No. WBPWD/AE/KESD-II/NIeT-03/2026-27 for 1 (One) nos. work vide **Tender ID No. 2026_WBPWD_5014911_1 of 2026-2027. Bid Submission Start date (online) is 05.06.2026** from 12:30 noon. Bid Submission closing date (online) is 09. 06.2026 upto 2:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be down loaded from https://wbetenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-II.
ICA- T9297(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub-Division invites online Tender for the work:- Emergency Installation of Timer DB for RAC at Ranaghat Sub Divisional Hospital, Nadia (Job No. NED/RH/OW/01/01 of 26-27), e-NIT No. WBPWD/AE/e-NIT-01/RH of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014908_1. Bid Submission Start Date (Online) 06.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) 12.06.2026 at 2:00 P.M. Bid Opening Date 15.06.2026 at 03:00 P.M. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://wbpwd.gov.in Sd/- R. A. Paul Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub- Division, Ranaghat, Nadia
ICA- T9320(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, B.M.C. Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites online e-Tender for the work of "SITC of Air-conditioning arrangement incl. allied Electrical Installation work at the department of blood centre under Burdwan Medical College and Hospital, Purba Bardhaman. (Electrical Work)." eNIQ/eNIT No.: WBPWD/AE/BMCESD/ NIeQ-01/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014994_1. Bid submission start date (online): 04.06.2026 from 05:00 P.M. onwards. Bid submission closing date (online): 19.06.2026 up to 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeQ/NIeT and Tender documents may be downloaded from: http://wbpwd.gov.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., B.M.C. Electrical Sub-Division
ICA- T9350(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, Murshidabad Highway Division No.- 1, invites online e-tender for the work of :- **Sl.** No. 1. **Name of Work :** Rejinagar - Sarbangapur Road from Chainage 0.00 kmp. to 0.50 km. and 5.50 km. to 8.00 kmp. (in stretches) repairing work under Murshidabad Highway Division No.I. in the district of Murshidabad during the year 2026-2027. **Sl.** No. 2. **Name of Work** : Beldanga - Majhyampur Road from Chainage 0.00 kmp. to 1.50 km. (in stretches) repairing work under Murshidabad Highway Division No.I. in the district of Murshidabad during the year 2026-2027. **Sl.** No. 3. **Name of Work** : NH-34 - Andulberia Road from Chainage 0.00 kmp. to 2.50 km. and 3.00 kmp. to 4.00 kmp. (in stretches) repairing work under Murshidabad Highway Division No.I. in the district of Murshidabad during the year 2026-2027. **NIET No. 02 of 2026-2027 (Sl No. 1 to 3) Tender ID :- 2026_WBPWD_501489 9_1/2/3. Bid Submission start date (Online) :- 09.06.2026 after 11:00 A.M. Bid Submission Closing date (Online) :- 16.06.2026 upto 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from:** https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Murshidabad Highway Division No. I, P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T9309(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/Ulu Hwy Sub-Div, P.W.R.D invites 1 No. of online quotation for various works as per work schedule vide **e-NIQ No.06 of 2026-2027/AE/ULHSD.** Tender ID : **2026_WBPWD_5014912_1.** Bid Submission Start Date (Online) : **04.06.2026 from 10:00 Hrs.** Bid Submission Last Date (Online) : **12.06.2026 up to 17:00 Hrs.** Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/ULHSD/PWRD.
ICA- T9307(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E., Murshidabad Electrical Division, P.W. Directorate invites online tender for the following NIQ: NIQ No: **WBPWD/EE/ MsdED/61/e-Q of 26-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5013983_1.** Bid submission end date:-21.05.2026 upto 12.00. Detail of Tender may be downloaded from website: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Murshidabad Electrical Division.
ICA- T9312(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
2nd Corrigendum Notice of Tender No : SE(EB)/W&S/KMDA/T-01 of 2026-27
With reference to above NIT the following change has been made. Please read Tender No. **SE(EB)/W& S/KMDA/T-01 of 2026-27** in place of **SE(EB)/W&S/KMDA/T-01 of 2025-26,** for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-74)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9282(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work **"Construction of Skill Lab at Academy Building Under Kolkata Medical College & Hospital..--- (Part A)... Electrical Installation Work."** e-NIQ No.:- **WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-08/2026-27.** Tender Id : 2026_WBPWD_5014025_1. Submission Closing Date extended from 03/06/2026 to 16/06/2026 **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- U.Bala/EE-II/KNHED/PW Dte/Govt. of W.B.
ICA- T9340(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Arpita Das,** Father's Name - **Madhbi Rui Das**, of 22, U K Dutta Rd, PS - Dum Dum, Dist - Barrackpore Police Commissionerate, who has been missing Since 02.03.2026, at about 15.00 hrs, Residence under Dum Dum PS, Description of this missing person is: **Age** - 17 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet 2 Inch, **Wearing** - Blue Saree, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D805(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Dipanita Maity,** Father's Name - **Dipak Maity,** of 03 No. Rail Gate, PO - Rabindranagar, PS - Dum Dum, Dist - North 24 Parganas, WB, who has been missing Since 19.02.2026, at about 05.30 hrs, Residential area under PS Dum Dum, Description of this missing person is: **Age** - 13 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet, **Wearing** - Yellow Frock **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D804(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

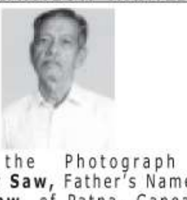

This is the Photograph of **Mahadev Saw,** Father's Name - **Pahal Saw**, of Patna, Ganean, Giridih, Jharkhand, 815313, who has been missing Since 18.04.2026, at about 04.00 hrs, Howrah Bus Stand area under PS - Golabari, Description of this missing person is: **Age** - 75 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 6 Feet, **Wearing** - White Shirt & Gray full Pant, **Language** - Bengali/Hindi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D807(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 01.03.2026, at about 00.10 hrs, Found lying out side the track at UP -1 & UP-11 line at KM in between 197/23 -197/25 near Nimcha Station Limit , Description of this dead body is: **Age**- 45 Yrs (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**- Sallow, **Height**-5 Feet 3 Inch, **Build**- Thin, **Hair**-White, **Wearing**- One yellow Half pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D809(3)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154
BIENNIAL MAINTENANCE CONTRACT FOR OVERALL ILLUMINATION MAINTENANCE JOBS IN CHP AREA, UNDER CHP-EM, KTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5567, Dtd: 01/06/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3944/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Biennial Maintenance Contract for overall illumination maintenance jobs in CHP area, under CHP-EM, KTPS." Tender Document Download Start Date:** 06/06/2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 27/06/2026 at 16.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T9292(2)/2026

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that Share Certificate No(s) **407932 and 411552** for **2100** share(s) bearing distinctive nos. **409982383- 409983882 and 1096532146-1096532745** (both inclusive) of Berger Paints India Ltd., having its Registered Office at Berger House, 129 Park Street Kolkata, West Bengal – 700017 registered in the names of SACHINDRA KUMAR MOHANTY (deceased), KANTA MOHANTY (Claimant) & SATYAKI SATYAKI (deceased) has/have been lost, 1/We, have now applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate(s) in lieu of said original share certificate(s), is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., RASOI COURT, 20 R N Mukherjee Road, 5" Floor, Kolkata-700001, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice
Name & Address of the shareholder(s)
Kanta Mohanty
F1001 10th Floor Apex Athena Plot No 12 A Noida (UP)201304
Place: Kolkata
Date : 05/06/2026

অফবিট

জল জমে মস্তিষ্ক-ফুসফুসে, বিচারবুদ্ধিও লোপ পায়! ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর এভারেস্টের 'ডেথ জোন'?

এস. ব্যানার্জী

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮৪৯ মিটার উঁচুতে অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে এখন পর্বতারোহণের মরশুম একেবারে তুঙ্গে। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত পর্বতারোহী লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এভারেস্টের একদম শেষ ভাগ বা চূড়ার ঠিক আগের অংশটি শুধু যে দুর্গম তা-ই নয়, সেটি আসলে বেঁচে থাকার জন্য এক চরম প্রতিকূল এলাকা। ৮,০০০ মিটারের ওপরের এই অঞ্চলটি চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পর্বতারোহণের ভাষায় 'ডেথ জোন' নামে পরিচিত। কারণ এই উচ্চতায় পৌঁছনোর পর মানুষের শরীর আক্ষরিক অর্থেই তার কার্যক্ষমতা হারাতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে বিকল হয়ে পড়ে। অক্সিজেনের তীব্র অভাব এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে এই ডেথ জোনেই এ যাবৎকাল ৩৪০ জনেরও বেশি পর্বতারোহী প্রাণ হারিয়েছেন। ২০২৬ সালের পর্বতারোহণের মরশুমেও এই মৃত্যু অঞ্চলের ভয়াবহ রূপটি অত্যন্ত নির্মমভাবে আরও একবার বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। এবারের এভারেস্ট অভিযানে এখনও পর্যন্ত অন্তত পাঁচ জন পর্বতারোহীর মৃত্যুর খবর মিলেছে। যার মধ্যে দু'জন ভারতীয় পর্বতারোহীও রয়েছেন, যাঁরা এভারেস্টের চূড়ায় সফলভাবে আরোহণ করার পর নীচে নেমে আসার সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁদের মধ্যে একজন এই ডেথ জোনের অন্যতম বিপজ্জনক এবং সংকীর্ণ অংশ 'হিলারি স্টেপ'-এর কাছে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে মারা যান। বিশেষজ্ঞদের মতে, পর্বতারোহীদের মাত্রাতিরিক্ত ভিড়, চরম শারীরিক ক্লান্তি, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অক্সিজেনের তীব্র অভাবই বছরের পর বছর ধরে এভারেস্টকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাণ-ঘাতী স্থান হিসেবে ধরে রেখেছে।

● ঠিক কী এই এভারেস্টের 'ডেথ জোন'?

পর্বতারোহণের পরিভাষায়, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঠিক ৮,০০০ মিটার (প্রায় ২৬,২৪৭ ফুট) উচ্চতায় শুরু হয় এই ডেথ জোন। এই উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ সমতলের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। এত কম অক্সিজেনের সঙ্গে মানুষের শরীর কোনও ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিতে বা খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। ফলে, যতই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী হোন না কেন, এই অঞ্চলে পা রাখামাত্রই তাঁদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে। হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়, মস্তিষ্কে রক্ত ও অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়, হজমশক্তি স্তব্ধ হয়ে পড়ে,

হাত-পায়ের পেশির নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয় এবং মানুষের সঠিক চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা একপ্রকার লোপ পায়। এভারেস্টের মূল চূড়াটি এই ডেথ জোনের বেশ গভীরে অবস্থিত। বহু পর্বতারোহী এই অঞ্চলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন, সেখানে যাওয়ার পর মনে হয় যেন দমবন্ধ করা এক পরিস্থিতিতে কেউ অত্যন্ত ধীর গতিতে বা 'স্লো মোশনে' চলাফেরা করছে।

● হাইপোক্সিয়ার মরণকামড়ঃ মানুষ কেন এখানে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না?

এভারেস্টের বুকে সবথেকে বড় আতঙ্ক 'হাইপোক্সিয়া'। এটি এমন একটি অবস্থা, যখন মানবদেহের টিস্যু বা কোষে এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পৌঁছনো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এভারেস্টের চূড়ায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এতটাই কম থাকে যে, প্রতিবার শ্বাস নেওয়ার সময় রক্তে অতি সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই উচ্চতায় পৌঁছলে একজন মানুষ আক্ষরিক অর্থেই বেঁচে থাকার শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে লড়াই করে। কৃত্রিম অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া কোনও মানুষকে যদি হঠাৎ করে এভারেস্টের চূড়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে মাত্র চার মিনিটের মধ্যে তিনি জ্ঞান হারাবেন এবং ছয় মিনিটের মধ্যে তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে। তীব্র হাইপোক্সিয়া সবার আগে মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানে। এর ফলে পর্বতারোহীরা তীব্র বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন, চারপাশের পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা হারান এবং অত্যন্ত অযৌক্তিক আচরণ শুরু করেন। সাধারণ এবং সহজ সিদ্ধান্ত নেওয়াও তখন তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেকেই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, আবার অনেকে সুরক্ষার জন্য দড়ির সঙ্গে হুক বা ক্লিপ আটকানোর মতো অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পদক্ষেপের কথাও ভুলে যান। এই কারণেই এভারেস্ট আরোহীদের জন্য অতিরিক্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার নেওয়াটা কোনও বিলাসিতা নয়, বরং জীবন বাঁচানোর একমাত্র উপায়। এমনকি যেসব কিংবদন্তি পর্বতারোহী কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট জয় করেছেন, তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে তাঁদের চিন্তাভাবনা ধীর হয়ে গিয়েছিল এবং শরীর প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছনোর চূড়ান্ত লড়াইটি সাধারণত শুরু হয় সাউথ কোলের 'ক্যাম্প ফোর' থেকে, যা নিজেই এই ডেথ জোনের ভিতরে অবস্থিত। পর্বতারোহীদের ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার বেগের ঝড়ো হাওয়া এবং মাইনাস ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও নীচের হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে টানা ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা চড়াই ভাঙতে হয়। এই চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শরীরের প্রতিটি নড়াচড়া প্রচণ্ড ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। মাত্র ১০টি পা ফেলার পরই বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য পর্বতারোহীদের একাধিকবার থামতে হয়। অসাবধানতাবশত হাতের গ্লাভস বা মাস্ক কয়েক মিনিটের জন্য খুলে ফেললে তৎক্ষণাৎ ফ্রস্টবাইট হয়ে আঙুল বাদ যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর বাধা অতিক্রম করেই আরোহীরা নিজেদের টেনে নিয়ে যান। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ২০২৬ সালের এই মরশুমে চূড়ার ঠিক নীচে পর্বতারোহীদের রেকর্ড ভিড় এবং বিপজ্জনক ট্রাফিক জ্যাম দেখতে পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, নেপালের দিক থেকে এক দিনেই রেকর্ড ২৭৪ জন পর্বতারোহী চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করেন, যার ফলে ডেথ জোনের ভিতরে আরোহীদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। আর এই উচ্চতায় সামান্য দেরি হওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আরোহীরা সেখানে যত বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকবেন, তত বেশি তাঁদের মূল্যবান অক্সিজেন শেষ হবে এবং শরীর তত দ্রুত অবশ হয়ে আসবে।

● নেমে আসার পথটি কেন আরও বেশি বিপজ্জনক?

অনেকেই মনে করেন, এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছনোই হয়তো সবথেকে কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ। কিন্তু পর্বতারোহণের ইতিহাস বলছে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। চূড়ায় ওঠার চেয়ে সেখান থেকে নীচে নেমে আসার পথেই সবথেকে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। চূড়ায় পৌঁছনোর পর একজন মানুষের শরীরের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়, অক্সিজেন সিলিন্ডার খালি হতে শুরু করে, পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানসিক সতর্কতা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। এই ক্লান্ত শরীর নিয়েই তাঁদের আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ বেয়ে নীচে নামতে হয়। আর ঠিক এই সময়ই ঘটে যায় মারাত্মক সব ভুল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চরম ক্লান্তির কারণে পর্বতারোহীরা সঠিকভাবে চিন্তাভাবনা করার বা হাত-পায়ের ভারসাম্য রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। লাইফ-লাইনের দা।টি ঠিকমতো আটকাতে না পারা, একটি সামান্য পা হা।কানো কিংবা কুয়াশার কারণে কম দৃশ্যমানতার মধ্যে ভুল রাস্তায় পা বাড়ানো - মুহূর্তের মধ্যে জীবন কেড়ে নিতে পারে। সাম্প্রতিক অতীতে এভারেস্টের বুকে ঘটে যাওয়া সিংহভাগ দুর্ঘটনার পেছনে রয়েছে এই কারণ। চলতি ২০২৬ সালেও যে সমস্ত পর্বতারোহী প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই চূড়া ছুঁয়ে নামার সময় ডেথ জোনের ভেতরে এবং হিলারি স্টেপের কাছাকাছি মারা যান। এর ওপর মাত্রাতিরিক্ত ভি। সৃষ্টি করলে পর্বতারোহীরা সেই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন এবং তাঁদের মূল্যবান অক্সিজেন ফুরিয়ে আসে।

● ডেথ জোনে মানবদেহের ওপর কী কী প্রভাব পড়ে?

মস্তিষ্ক। অক্সিজেনের তীব্র অভাবে 'হাই অল্টিটিউড সেরিব্রাল এডিমা' হতে পারে, যার ফলে মস্তিষ্কে জল জমে তা বিপজ্জনকভাবে ফুলে ওঠে। এর লক্ষণ হল প্রচণ্ড বিভ্রান্তি, হ্যালুসিনেশন, শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং শেষ পর্যন্ত কোমায় চলে যাওয়া।

ফুসফুস। এই উচ্চতায় 'হাই অল্টিটিউড পালমোনারি এডিমা' দেখা দিতে পারে, যেখানে ফুসফুসের ভিতর তরল বা জল জমে যায়। এর ফলে তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং রক্তমিশ্রিত কাশি হতে থাকে।

পেশি ও শারীরিক নিয়ন্ত্রণ। শরীর সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব ঘটায় মানবদেহ তখন নিজের ভেতরের চর্বি ও পেশি গ্রাস করতে শুরু করে। পেশির শক্তি এক ধাক্কায় বহুলাংশে কমে যায়। এর ফলে অক্সিজেন সিলিন্ডার পরিবর্তন করা বা সেফটি বেল্ট বাঁধার মতো অতি সাধারণ কাজও আরোহীদের কাছে অসম্ভব মনে হয়।

ফ্রস্টবাইট। শরীরের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে (যেমন হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস) বাঁচিয়ে রাখতে মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া হাত ও পায়ের আঙুল এবং চামড়া থেকে রক্ত টেনে নেয়। ফলে শরীরের শেষ প্রান্তগুলি দ্রুত জমে গিয়ে পচন ধরতে শুরু করে।

মানসিক বিপর্যয়। অক্সিজেনের অভাবে বিচারবুদ্ধি এতটাই লোপ পায় যে, অনেক সময় পর্বতারোহীরা সম্পূর্ণ ভুল দিকে হাঁটতে শুরু করেন কিংবা তাঁদের বাঁচাতে আসা উদ্ধারকারীদের সাহায্য নিতেও অস্বীকার করেন।

প্রকৃতির এই অপরূপ সুন্দর সৃষ্টির আড়ালে এভারেস্ট আসলে এমন এক নির্মম জায়গা, যেখানে প্রকৃতি মানুষকে তার সহ্যশক্তির শেষ সীমানায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। ৮,০০০ মিটারের ওপরের ওই মৃত্যু উপত্যকায় মানুষের বেঁচে থাকাটা নেহাতই সাময়িক এবং প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভরশীল।

স্কুল ও কলেজ পড়ুয়ারা বাসে যাতায়াত করবে ফ্রি-তে, বড় ঘোষণা নতুন মুখ্যমন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ৪ জুনঃ যুবশক্তিকেই বিশেষ জোর। রাজ্যে উন্নয়নের জন্য বিরাট ঘোষণা। দুই হাজার কোটির সড়ক উন্নয়ন থেকে শুরু করে প্রাইভেট সেক্টরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ঘোষণা করেছেন তিনি। পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য ফ্রি বাস পাসের ঘোষণাও করেছেন তিনি। বুধবারই কর্নাটকের

নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন ডিকে শিবকুমার। তারপরই তিনি বেঙ্গালুরু সহ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ছয় পয়েন্টের এজেন্ডা ঘোষণা করেছেন রাজ্যে নতুন যুব যুগ শুরু করতে। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে কাজের সুযোগ তৈরি করা হবে। যুব সমাজ রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই নতুন মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার ঘোষণা করেন যে রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের জন্য ফ্রি বাস পাস দেওয়া হবে। আগে রাজ্যে ছাত্রীদের বাসে যাতায়াত ফ্রি ছিল। এবার পড়ুয়াদের বাসে যাতায়াত ফ্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কারা কারা এই সুবিধা পাবে, কীভাবে পড়ুয়াদের আবেদন করতে হবে, সে বিষয়ে শীঘ্রই বিস্তারিত জানানো হবে। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী জানান যে রাজ্যে একটি প্রাইভেট সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তৈরি করা হবে, যাতে চাকরি প্রার্থীরা সরাসরি সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। চাকরিপ্রার্থীদের এখানে রেজিস্টার করতে হবে। এছাড়া রাজ্যে ৫৬ হাজার সরকারি শূন্যপদ রয়েছে, তাও পূরণ করা হবে বলে জানান। কন্নড়বাসীই প্রাধান্য পাবে। এক মাসের মধ্যেই এই নীতি তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। রাজ্যের যুবশক্তির জন্য ১০ হাজার ভারত জোড়ো ইয়ুথ ক্লাব তৈরির ঘোষণা করেন ডিকে শিবকুমার। রাজ্য সরকার এর জন্য ১০ লাখ টাকা করে দেবে প্রতিটি ক্লাবকে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ক্লাব তৈরি করা হবে। এই ক্লাবগুলি খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির উপরে জোর দেবে। সিলিকন ভ্যালি বেঙ্গালুরুর রাস্তা সংস্কারের জন্য দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছে কর্নাটক সরকার। এছাড়াও বাড়ি মালিকদের অকুপেন্সি সার্টিফিকেট ও কমপ্লিশন সার্টিফিকেটের জন্য এককালীন ছাড় দেওয়া হবে। সম্পত্তির মালিকানার আইনি নথি তৈরিতেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রথম বিদেশ সফরে কেন ছোট দেশের দিকে ছুটলেন তারেক রহমান?

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ৪ জুনঃ বাংলাদেশে এখন বিএনপির সরকার। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান। গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পর প্রথমবার তিনি বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। তবে প্রতিবেশী দেশ ভারত কিংবা চিনে নয়। তারেক যাচ্ছেন মালয়শিয়া তাও আবার বিশেষ কারণে। ভারত সফরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পরে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমগুলির সূত্রে জানা যায়, ভারত নয়, প্রথমে চিন সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান। ২৩ জুন চিনে যাওয়ার কথা তারেকের। তার আগেই মালয়শিয়ায় যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এটাই তার প্রথম বিদেশ সফর হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, আগামী ২১-২২ জুন মালয়শিয়া সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান। ঢাকা অত্যন্ত সুচারু পরিকল্পনা করেই কুয়ালালামপুরকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য বেছেছে। প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকার আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি ও চিন এবং ভারতের মধ্যে কৌশলগত প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখেই মালয়শিয়াকে বাছা হয়েছে। এই তৃতীয় দেশ নিয়ে বাকি দুই দেশের বিশেষ কোনও আপত্তি বা আগ্রহ থাকবে না। তারেক রহমান মালয়শিয়ায় গিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে ভারত ও চিনই। সূত্রের খবর, তারেক চান না আন্তর্জাতিক মহলে ভারত বা চিন-কারোরই খুব ঘনিষ্ঠ হিসাবে নতুন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তৈরি করতে। সেই কারণে বেজিং সফরের আগে মালয়শিয়া ঘুরে যাবেন তারেক।

৩ জন মৃত, কমপক্ষে ১৫ জন অসুস্থ! মুজফফরপুরে হাসপাতালের আইসিইউ-তে আগুন

সংবাদ সংস্থা, পটনা, ৪ জুনঃ দিল্লির মালব্য নগর এলাকার হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২১ জনের প্রাণহানির পরে ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি, এবার ভয়াবহ আগুন লাগার খবর এল বিহারের মুজফফপুর থেকে। বৃহস্পতিবার ভোরে বিহারের মুজাফফরপুরের একটি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৩ জন নিহত ও ১৫ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং তা দ্রুত আইসিইউ-তে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে বেশ কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। আগুন তীব্র আকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালের বেশ কয়েকটি ফ্লোর দ্রুত ঘন ধোঁয়ায় ভরে যায়। আর তাতে আটকে পড়েন রোগী থেকে শুরু করে নার্স এবং চিকিৎসা কর্মীরা। তৈরি হয় আতঙ্ক। উদ্ধারকর্মী ও আপকালীন পরিষেবার কর্মীরা ভোর প্রায় ৩টার দিকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের সরিয়ে নিতে শুরু করে। উদ্ধারকাজ ও রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তর করার তদারকি করতে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরাও য়সপাতালে পৌঁছেছেন। দিল্লির মালব্য নগর

এলাকায় বুধবার সকালে একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও বহু মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণ দিল্লির হাউজ রানি এলাকার বহুতল 'লেমন গ্রিন রেস্তোরাঁয়' এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আধিকারিকদের দাবি, মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। দিল্লি ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল প্রায় ৯টা ৪৫ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন এবং উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়। এই ঘটনাটি নেহরু প্লেস ফায়ার স্টেশনের অধীন এলাকায় ঘটেছে। দমকল কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, আগুনের সূত্রপাত হয় সকাল প্রায় ৮টা ৫০-এ। মালব্য নগরের ঘটনাটির প্রাথমিক তদন্তে অগ্নি সুরক্ষায় সম্ভাব্য ত্রুটির ইঙ্গিত পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ একটি বিশদ তদন্ত শুরু করেছে এবং প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে। পরপর এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো সারাদেশের বাণিজ্যিক ভবন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অগ্নি সুরক্ষা বিধি মেনে চলা নিয়ে উদ্বেগ আবারও বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইরান যুদ্ধের আঁচ ভারতেও! বিদেশি বিনিয়োগ টানতে বড় পদক্ষেপ সরকারের। সূত্র

নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ ইরান যুদ্ধের জেরে বেসামাল দেশের অর্থনীতি। বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে দেশবাসীকে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হয়নি। ডলারের তুলনায় ক্রমেই পড়ছে টাকার দাম। তাই এবার ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সূত্রের খবর, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ভারতীয় সরকারি বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ কর সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। ফলে ভারতে সরকারি ঋণপত্রে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আর মূলধনী লাভের উপর কর দিতে হবে না। বিদেশি মূলধন প্রবাহ বাড়ানো, টাকার মান স্থিতিশীল রাখা এবং ঋণ বাজারে তারল্য বৃদ্ধি করাই এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই পরিবর্তন কার্যকর করতে আয়কর আইন সংশোধনের জন্য একটি অধ্যাদেশ জারির অনুমোদনও দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পরই নতুন বিধান কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে। সরকারের আশা, এই পদক্ষেপে ভারতের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ আরও বাড়বে। শুধু তাই নয়,

সরকারি বন্ড থেকে অর্জিত সুদের আয়ের উপর করের বোঝাও কমানোর বিষয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে। বর্তমানে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (এফপিআই) তালিকাভুক্ত শেয়ার ও বন্ডে ১২ মাসের বেশি সময় বিনিয়োগ ধরে রাখলে ১২.৫ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ কর দিতে হয়। তবে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভারতীয় সরকারি সিকিউরিটিজে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের লাভের উপর আর কোনও মূলধনী লাভ কর ধার্য করা হবে না। এছাড়া সরকারি ঋণপত্র থেকে অর্জিত সুদের উপর তাঁদের ২০ শতাংশ উইথহোল্ডিং ট্যাক্সও দিতে হয় তাঁদের। এর আগে ৫ শতাংশের একটি রেয়াতি করহার চালু থাকলেও ২০২৩ সালে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তবে, চলতি বছরে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় শেয়ার বাজার থেকে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ তুলে নিয়েছেন। ফলে প্রভাব পড়ছে টাকার দামে। ২০২৬ সালকে বিদেশি তহবিল প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম খারাপ বছর হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে রুপির উপর চাপ বেড়েছে এবং বাজারে ডলারের প্রবাহ কমেছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান কর কাঠামো ভারতের সরকারি বন্ডকে অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় কম আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। ফলে বহু বিদেশি বিনিয়োগকারী ভারতীয় ঋণ বাজারে আগ্রহ হারিয়েছিলেন। নতুন কর ছাড় সেই পরিস্থিতি বদলাতে পারে। অর্থনীতিবিদদের মতে, সরকারি বন্ডে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার শক্তিশালী হবে, ঋণ বাজারে তারল্য বৃদ্ধি পাবে এবং টাকার মান ধরে রাখতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি সরকারের জন্য অর্থ সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প উসও তৈরি হবে। অপরিশোধিত তেলের দাম, মুদ্রাস্ফীতি এবং চলতি হিসাবের ঘাটতির মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের মতে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে এটি হতে পারে আরও কয়েকটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের সূচনা। বাজার এখন সরকারের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি এবং সম্ভাব্যভাবে আরবিআই-র পরবর্তী ঘোষণার দিকে নজর রাখছে।

CHANGE OF NAME

I, Aftubuddin (Old Name) S/O–Md Jillar Rahaman resident of Vill & Po-Nabagram , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742181 do hereby declared that I have changed my name from Aftubuddin to Md Aftubuddin and henceforth I shall be known as Md Aftubuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/06/2026. My name Md Aftubuddin & Aftubuddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Esrail Seikh (Old Name) S/O–Belal Sekh resident of Vill-Garmahali , Po-Mahadipur , Ps-English Bazar , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732216 do hereby declared that I have changed my name from Esrail Seikh to Esraul Sekh and henceforth I shall be known as Esraul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/06/2026. My name Esraul Sekh & Esrail Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manowar Hossain (Old Name) S/O–Rejaul Sk resident of Vill-Kharinda, Po-Dechapra, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742401 do hereby declared that I have changed my name from Manowar Hossain to Manuyar Sk and henceforth I shall be known as Manuyar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/06/2026. My name Manuyar Sk & Manowar Hossain both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Mojahar Ali (Old Name) S/O–Jamiruddin Ali resident of Vill-Nabapalli , Po-Krishnapur , Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Mojahar Ali to Mojahar Ali and henceforth I shall be known as Mojahar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/06/2026. My name Mojahar Ali & Md Mojahar Ali both are same and one identical person¡ú

CHANGE OF NAME

I, Golam Mostofa (Old Name) S/O–Mojahar Ali resident of Vill-Nabapalli , Po-Krishnapur , Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mostofa to Golam Mostafa and henceforth I shall be known as Golam Mostafa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/06/2026. My name Golam Mostafa & Golam Mostofa both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Sabina Bibi (Old Name) W/O–Golam Mostafa resident of Vill-Nabapalli , Po-Krishnapur , Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Sabina Bibi to Aklema Bibi and henceforth I shall be known as Aklema Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/06/2026. My name Aklema Bibi & Sabina Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chaina Mandal (Old Name) W/O–Saidul Mondal resident of Vill-Madhupur , Po-Juginda , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Chaina Mandal to Kahinur Bibi and henceforth I shall be known as Kahinur Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/06/2026. My name Kahinur Bibi & Chaina Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manowara Begam (Old Name) W/O–Abdus Satter resident of Vill-Udaychandpur , Po-Jibanti , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Manowara Begam to Manoara Bibi and henceforth I shall be known as Manoara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/06/2026. My name Manoara Bibi & Manowara Begam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, FIROJ MD @ MD FIROZE, S/O-HASEM MAHAMMAD, resident of Goda, Majher Para, P.O.- Lakurdi, P.S.- Bardhaman Sadar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as FIROJ MAHAMMAD vide Affidavit No.-528 dated 03/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That FIROJ MD, MD FIROZE and FIROJ MAHAMMAD all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JAMIA TARAFDAR W/O HASIBUL TARAFDAR R/O BHATGACHHI P.O RANABANDA P.S CHAPRA DIST NADIA HIYA SULTANA IS MY DAUGHTER HER BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECOARDED AS JAMIA KHATUN AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 22/5/2026 I JAMIA TARAFDAR AND JAMIA KHATUN IS BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS JAMIA TARAFDAR.

CHANGE OF NAME

I, RIYA NEOGI (Old Name) W/o.SAMIR NEOGI R/o. Dhapchandi Para, P.O. Dhapganj, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri WB, that have change my name & shall henceforth be known as RIYA NEOGI ADHIKARY (New Name), vide an Affidavit No. 276 dtd. 04.06.2026, before the Notary Public at Jalpaiguri. That, RIYA NEOGI (Old Name) and RIYA NEOGI ADHIKARY (New Name) both are same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Badel Mondal (old name) S/o- Punte Mandal residing at Baikara Majherpara, Haripukuria, Haringhata, Dist-Nadia, Pin-741257 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BADEL MONDAL to BADAL MONDAL and henceforth I shall be known as BADAL MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 04/06/2026. BADEL MONDAL (old name) and BADAL MONDAL (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tjarul Sekh (old name) S/o- Fakir Seikh residing at Teghari, Nazirpur, Rejinagar, Dist-Murshidabad, Pin-742189 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from TJARUL SEKH to IJARUL SEKH and henceforth I shall be known as IJARUL SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 04/06/2026. TJARUL SEKH (old name) and IJARUL SEKH (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bebi Paul (old name) W/o- Subodh Kumar Pal residing at Choapara, Choapara, Jalangi, Dist-Murshidabad, Pin-742305 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BEBI PAUL to BEBI PAL and henceforth I shall be known as BEBI PAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 04/06/2026. BEBI PAUL (old name) and BEBI PAL (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subodh Kumar Paul (old name) S/o- Madan Mohan Pal residing at Choapara, Choapara, Jalangi, Dist-Murshidabad, Pin-742305 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUBODH KUMAR PAUL to SUBODH KUMAR PAL and henceforth I shall be known as SUBODH KUMAR PAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 04/06/2026. SUBODH KUMAR PAUL (old name) and SUBODH KUMAR PAL (new name) both are same and one identical person.

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনা, আগ্রহ দেখাচ্ছে রিলায়্যান্স-টাটা-আদানিঃ ইঙ্গিত প্রতিমন্ত্রীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ জুন ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করল রাজ্য সরকার। শুধু রিলায়্যান্স নয়, টাটা

গোষ্ঠীও পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে বিনিয়োগে আগ্রহী হতে পারে বলে বুধবার ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। বুধবার পূর্ব বর্ধমানে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। শিল্প ও কৃষি-উভয় ক্ষেত্রের উন্নয়নকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য বলে তিনি জানান। সরকারি সূত্রের দাবি, নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, দ্রুত প্রশাসনিক অনুমোদন এবং উন্নত পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে বলে সরকারি মহলের দাবি। চলতি মাসেই শিল্প দফতরের সঙ্গে সংস্থার প্রতিনিধিদের বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্প মহলের একাংশের মতে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, তথ্যপ্রযুক্তি, টেক্সটাইল এবং শিল্প পার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ-এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলিও সেই ক্ষেত্রগুলিকেই গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে আদানি গ্রুপও রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে বলে সূত্রের খবর। বুধবার নবান্নে সংস্থার কর্ণধার করণ আদানি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে পরিবহণ ব্যবস্থা, লজিস্টিক্স পরিকাঠামো, বিদ্যু খাতের উন্নয়ন, বন্দর সম্প্রসারণ এবং আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি সূত্রের। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও বড় পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। প্রশাসনের একাংশের মতে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে কলকাতা-কে পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান আইটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগও শুরু হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, বৃহৎ শিল্প এলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং রাজ্যের অর্থনীতি নতুন গতি পাবে। তিনি আরও দাবি করেন, সাম্প্রতিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আন্তর্জাতিক আগ্রহের প্রতিফলন। অন্যদিকে, টাটা গ্রুপ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী জানান, সিঙ্গুর-এ প্রত্যাবর্তন নিয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প প্রকল্পে টাটা গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নতুন অর্থনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। তবে ঘোষিত আগ্রহ কতটা বাস্তব বিনিয়োগে রূপ নেয়, সেদিকেই এখন নজর শিল্প মহলের।

লাভপুরে ড্রেন নির্মাণকে ঘিরে উঠল বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ জুন ঃ স্থানীয়দের দাবি, সরকারি প্রকল্পের নামে তৈরি ড্রেনের স্ল্যাবে লোহার রডের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশের বাতা! আর সেই অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে স্ল্যাব ভেঙে যাওয়ার পর। ঘটনাটি লাভপুর বিধানসভার চৌহাট্টা ১ নম্বর অঞ্চলের ষষ্ঠীনগর কলোনি পাড়ার। প্রায় দু'বছর আগে নির্মিত ড্রেনের স্ল্যাব সম্প্রতি একের পর এক ভেঙে পড়তে শুরু করে। ভাঙা অংশে কংক্রিটের ভিতর থেকে বাঁশের কাঠামো বেরিয়ে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, উন্নয়নের নামে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত প্রশাসনের সময়ে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল এবং গোটা প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, এতদিন ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারেনি। এখন পরিস্থিতি বদলেছে, তাই আমরা প্রকাশ্যে অভিযোগ জানাচ্ছি। ড্রেনের স্ল্যাবে লোহার রড থাকার কথা, সেখানে বাঁশের বাতা ব্যবহার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তরজা। এলাকাবাসীরা অবিলম্বে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসন বা অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ড্রেনের স্ল্যাবে লোহার বদলে বাঁশ! লাভপুরের এই 'ড্রেন কাণ্ড' এখন জেলার রাজনৈতিক মহলেও চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। তদন্তে কী বেরিয়ে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই।

E tender notice

Fund - 15th CFC untied 2025 - 26 Online bids are invited the year 2026-27 from bonafied contractors for listed work in respect of (i) E-NiT-1031/KGP/ 15th CFC untied Fund (phase - 2) -2025-26 **Tender ID - 2026_ZPHD_1026611- (1) and 2026_ZPHD_1026611 - (2) Last Date of submission- 12/06/ 2026 upto 11. 45 AM Date of opening tender - 15/06/2026 at 12. 00 PM** . For details information contact to the undersigned

Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী শুভ কংসবণিক পিং বিনয় কংসবণিক ঘোষপাড়া, বালী হাওড়া, আমি ক্রয় করেছি ১ কাঠা ৯ ছটাক ১৬ স্কোয়ার ফিট, দলিল নং ০৩৮২৭ ডি.এস. আর-হাওড়া। ১১.৫.২০২৩ মিউটেশন কেস নং. ৪২৯৫ / ২৬ জবা মন্ডল পাওয়ার দিল ওম প্রকাশ গুপ্তাকে দলিল নং ০০০৬৯ তারিখ ৪.১.২০২৩. রেজিস্ট্রি অফিস এডি. এস. আর হাওড়া- ১১ শতক মৌজা- চকপাড়া , জে.এল. নং - ১১১ এল. আর দাগ নং- ১০৬৪ এল. আর- খতিয়ান- ১৪৫০০

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary Additional IT infrastructure arrangement during the programme to be attended by VVIP with the Connection for TB Mukt Bharat Abhiyaan at Nabanna Sabhaghar from 06th June , 2026"

[Job No. KIT/RW/046 of 26-27]

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-024/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : **05.06.2026 up to 05.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৬-২৭-১৩, তারিখ ০৩.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স এবং সুপারভাইজরি লাইসেন্স আছে এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ প্রয়োজনীয় টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার কেস নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৬-২৭-১৩। কাজের নাম ঃ** নিম্নরূপ টিআরডি কাজসমূহ ঃ (ক) আসানসোল ডিভিশনে গলসী-পানাগড় শাখায় অতি পুরনো কাঠামোর প্রতিস্থাপন। (খ) অতি পুরনো ক্যাটেনারি ওয়্যার ও কন্ট্যাক্ট ওয়্যার প্রতিস্থাপন এবং ড্রপার (খানা-দুর্গাপুর)। (খ) আসানসোল ডিভিশনের পানাগড়-ওয়ারিয়া শাখায় অতিপুরনো পরিকাঠামোর প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪২,৫৫,৪৬,১৯৬.৯৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৮৫,১০,৯০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। **কাজের জন্য অফারের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-128/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী প্রীতম হাজরা, পিতা -শ্রী সুকুমার হাজরা, সাং -রাজাপুর, ডোমজুড়, হাওড়া। চকহরি মৌজায় শ্রীমতী বিজলী ঘোষ দিগরের থেকে সজল ঘোষ, সঞ্জয় ঘোষ ও সোমনাথ ঘোষ জমি আমমোক্তার গ্রহণ করেছেন। যাহার হালদাগ নং- ৯৫ যাহার আমমোক্তার নং- ৪২৫৭ / ২৩, যাহার দলিল নং-৫০০ / ২৬, এবং নাম খারিজের আবেদন জমা করেছেন। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এন্ড. এল. আরও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

অনিন্দ্য ঘোষ
এ্যাডভোকেট
জাজেস কোর্ট, হাওড়া

সংসদের রেলওয়ে বিষয়ক স্থায়ী কমিটির উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সফর

মালিগাঁও, ৪ জুন ঃ সাংসদ (লোকসভা) ড. সি. এম. রমেশের সভাপতিত্বে রেলওয়ে বিষয়ক একটি উচ্চপর্যায়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি- যেখানে লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয় সদনের সাংসদ রয়েছেন, ৪ জুন থেকে ৯ জুন ২০২৬ পর্যন্ত গ্যাংটক, কলকাতা ও ঋষিকেশে রেল বিষয়ক একটি সফর করছে। এই সফরটি সারা দেশে, বিশেষ করে উত্তর- পূর্বাঞ্চলে, রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন, সংযোগ বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রদান করা জাতীয় গুরুত্বকেই বিশেষভাবে তুলে ধরে। অধ্যয়ন সফরের অংশ হিসেবে, কমিটি ৪ জুন ২০২৬ তারিখে সেবক-রংপো রেললাইন প্রকল্প-এর রেল স্টেশন, টানেল এবং ব্রিজ পরিদর্শন করে, এবং এই যুগান্তকারী কানেক্টিভিটি পদক্ষেপের অগ্রগতির বিষয়ে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে। ইরকন কমিটিকে জানিয়েছে যে, ৪৪.৯৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেবক-রংপো রেললাইন, যা সিকিমকে প্রথম রেল কানেক্টিভিটি প্রদান করবে, তা ডিসেম্বর ২০২৭-এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত প্রকল্পটি ৭৭ ভৌত অগ্রগতি লাভ হয়েছে। প্রতিনিধিদলটি রংপো রেলওয়ে স্টেশন এলাকা এবং টানেল নং. ১৪ পরিদর্শন করেছে। কমিটির সাথে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ), ইরকন ও রাইটস লিমিটেড-এর বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ৫ জুন ২০২৬ তারিখে গ্যাংটকে, কমিটির উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও ইরকন ইন্টারনেশনাল লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর-এর সাথে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কেন্দ্রশাসিত প্রদেশসমূহে রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ' বিষয়টির ওপর, একটি অনানুষ্ঠানিক আলোচনা সভার আয়োজন করতে নির্ধারিত রয়েছে, যেখানে বিশেষত 'সেবক- রংপো রেললাইন প্রকল্প'-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এই মতবিনিময়টি রেলওয়ে সংযোগ ব্যবস্থাকে মজবুত করা, পরিবহন পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং স্থায়ী আর্থ-সামাজিক বিকাশ সাধনে চলমান প্রচেষ্টাসমূহ সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে বলে

আশা করা হচ্ছে। এই অধ্যয়ন সফরটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য প্রদত্ত জাতীয় গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। এই আলোচনাগুলিতে, প্রত্যন্ত ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে আঞ্চলিক সংহতি বৃদ্ধি, যাতায়াত সুবিধার উন্নতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেলওয়ে কানেক্টিভিটির রূপান্তরমূলক ভূমিকাকে বিশেষভাবে তুলে ধরবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্পন্ন হওয়ার পর, সেবক-রংপো রেললাইন প্রকল্পটি সিকিমকে সরাসরি রেল সংযোগ প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের গতি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি পর্যটন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই মতবিনিময়টি সীমান্ত-পারের রেল কানেক্টিভিটি পদক্ষেপসমূহ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে নির্মাণ-এর সাথে সম্বন্ধিত অনন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনার সুযোগও প্রদান করবে। কমিটির এই সফর, সারা দেশে রেলওয়ে পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ওপর ভারত সরকার ও রেল মন্ত্রকের অবিরত গুরুত্বারোপকেই প্রতিফলিত করে। এই ধরণের মতবিনিময় ও সরেজমিন পরিদর্শনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো পদক্ষেপসমূহ নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনার পথ সুগম করতে এবং রেলওয়ে কানেক্টিভিটি মজবুতিকরণ, আঞ্চলিক বিকাশে সহায়তা করা ও অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পারস্পরিক অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রেলওয়ে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির যথাসময়ে বাস্তবায়নের প্রতি এবং উত্তর- পূর্বাঞ্চলের জনগণের জন্য উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও বৃহত্তর সমৃদ্ধির স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ভয়াবহ দুর্ঘটনা, আগুনে পুড়ে মৃত্যু চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান, ৪ জুন ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুর থানার অন্তর্গত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার সকালে এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ডাম্পার চালকের। ঘটনাটি ঘটেছে মেলাকলা মোড় সংলগ্ন ধানবাদগামী রাস্তায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়লা বোঝাই একটি ডাম্পার দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় সামনে থাকা একটি ভারী মালবোঝাই লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় ডাম্পারের সামনের কেবিন সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এর পরেই ডাম্পারে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনার সময় চালক কেবিনের ভিতরে আটকে পড়েন এবং আগুনের গ্রাস থেকে বেরোতে না পারায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালানপুর থানার পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীরা দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে কেবিন থেকে চালকের দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত যান দু'টি সরিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচলের ব্যবস্থা করে। মৃত চালকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে সালানপুর থানার পুলিশ।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে গোঘাট থানার অভিযান, নষ্ট করা হল কয়েকশো লিটার মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৪ জুন ঃ অবৈধ চোলাই মদের কারবারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল গোঘাট থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গোঘাটের মথুরা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে কয়েকশো লিটার চোলাই মদ এবং মদ তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম নষ্ট করা হয়। পুলিশের এই অভিযানে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই মথুরা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গোপনে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রির অভিযোগ উঠছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন অভিযান চালায় গোঘাট থানার পুলিশ। অভিযানের সময় বিভিন্ন ঝোপঝাড় ও নির্জন স্থান থেকে মদ তৈরির ভাটি, গাঁজন করা উপকরণ, ড্রাম, পাইপ-সহ একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলি ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি কয়েকশো লিটার চোলাই মদও ধ্বংস করা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

শিয়ালদহ ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন সামগ্রী স্থাপন করা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) শিয়ালদহ ডিভিশনে রিটেল স্টোর (বাঘাযতীন), মেডিসিন স্টোর (ব্রেসব্রীজ, হালিশহর, বামনগাছি, হৃদয়পুর), মোবাইল ও যন্ত্রাংশ কিওস্ক (বারাসাত) এবং প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ক্যাটারিং আউটলেটে (কৃষ্ণনগর সিটি জং.) স্থাপন করা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তির ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে প্রকাশ করেছেন।

- **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** রিটেল-জুন-০১। **অকশন শুরু ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **ক্র. নং.; লট নং; স্টেশনঃ** এএ/১; এমএসএস-এসডিএএইচ- বিজিজেটি-এসটিজেন-১০৬-২৬-১; বাঘাযতীন।
- **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** মেড-জুন-০১। **অকশন শুরু ঃ** ১৭.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **ক্র. নং.; লট নং; স্টেশনঃ** এএ/১; এমএসএস-এসডিএএইচ- বিআরজে-মেডএসটিএন- ৭৫-২৬-১; ব্রেসব্রীজ। এএ/২; এমএসএস-এসডিএএইচ- এইচএলআর-মেডএসটিএন-১০৮- ২৬-১; হালিশহর। এএ/৩; এমএসএস-এসডিএএইচ- বিএমজি-মেডএসটিএন-৭৪-২৬-১;বামনগাছি। এএ/৪; এমএসএস-এসডিএএইচ- এইচএইচআর-মেডএসটিএন-১০৭-২৬-১; হৃদয়পুর।
- **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এমআইএসসি-এনএফআর-জুন-১। **অকশন শুরু ঃ** ২২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **ক্র. নং.; লট নং; স্টেশনঃ** এএ/১; এমএসএস-এসডিএএইচ-বিটি-মবস্টোর-৮৫-২৬-১; বারাসাত। এবি/১; এমএসএস-এসডিএএইচ-কেএনজে-পিএস-৯৯-২৬-১; কৃষ্ণনগর। আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে সম্ভাব্য বিডারদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। (SDAH-65/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিশদ টেন্ডার নং ঃ ইপিসি-০২-সিএও-সি-ইআর-২০২৬, তারিখ ০২.০৬.২০২৬। ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার সিঙ্গল স্টেজ - দুই প্যাকেট সিস্টেম ঃ চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে/ কলকাতা, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই- টেন্ডারিংয়ের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **বিবরণ ঃ** রাণাঘাট জং (ব্যতীত) এবং বনগাঁও (ব্যতীত)-এর মধ্যে কিমি ১.০২৭ থেকে কিমি ৩২.১৯৫ বিদ্যুতায়ন এবং সিগন্যালিং কাজ সহ বিজি ট্র্যাকের ডাবলিং সম্পাদন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২৩৯,৯১,৩২,১৫৫.২১ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৪,৭৯,৮২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০। **কাজ সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ৭৩০ দিন। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিষয় ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের বিডিং জমা দেওয়া যাবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা পড়লে তা গৃহীত হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (CON-09/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত **ই-টেন্ডারগুলি www.ireps. gov.in**-লিংকের অধীনে অ্যাক্সেস করা যাবে। এরূপ ই-টেন্ডারের জন্য অফার **www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply** লিঙ্ক অ্যাক্সেস করে কেবলমাত্র ইলেক্ট্রনিক্যালি জমা করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ অথবা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, তার জন্য ভেন্ডরগণ নিম্নলিখিত আধিকারীকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ ডেপুটি সিএমএম/ এম-II/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭০৮ অথবা এএমএম/এম, ৯১৬৩৩৪০৭০৬-সকল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির জন্য। অফিসের ঠিকানা ঃ পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। **[ক] বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখঃ ০১.০৬.২০২৬। ক্র. নং.ঃ [১]। টেন্ডার নং ঃ ৭৫২৬৩৮৭৭; সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/০১২ অল্ট. ৬ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর জন্য বিল্ডার অ্যাসেম্বলী। ড্রইং ও সেট বিবরণ সংলগ্ন আছে। [**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]। **পরিমাণ ঃ ৬৮৮.০০ সেট। বায়নামূল্য জমা (টাকা) ঃ** ২০০০০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ২৭/০৬/২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা। [খ] বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএস/সিআরজে/ পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখঃ ০১.০৬.২০২৬। ক্র. নং.ঃ [১]। টেন্ডার নং ঃ ৭৫২৬৪০৩০; সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/১৫৪, অল্ট-৩ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর জন্য সম্পূর্ণ ক্যাব অ্যাসেম্বলী। সিএটি নং. আর/৯/০০৮২ (সংলগ্ন সেট বিবরণ অনুযায়ী) [**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]। **পরিমাণ ঃ ৩৪৯.০০ সেট। বায়নামূল্য জমা (টাকা) ঃ** ২০০০০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ০৩/০৭/২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা। [গ] বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএস/সিআরজে/ পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখঃ ০২/০৬/২০২৬। ক্র. নং.ঃ [১]। টেন্ডার নং ঃ ৭৫২৬৪০২১; সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/১৫৪, অল্ট-৩ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী ডব্লুএজি- ৯এইচসি-এর জন্য সাইড সিল অ্যাসেম্বলী (সংলগ্ন সেট বিবরণ অনুযায়ী)। [**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]। **পরিমাণ ঃ ২৭০.০০ সেট। বায়নামূল্য জমা (টাকা) ঃ** ১৩৩২৭৮০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ০২/০৭/২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা। [ঘ] বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএস/সিআরজে/ পিইউবি/ ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখঃ ০২/০৬/২০২৬। ক্র. নং.ঃ [১]। টেন্ডার নং ঃ ৭৫২৬৪০৮৭; সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/০১৩ অল্ট-৬ অনুযায়ী ডব্লুএজি- ৯এইচসি লোকোর জন্য ক্যাব সাইড ডোর, ক্যাটেগরী নং আর/৯/০০৮৯ (সংলগ্ন সেট বিবরণ অনুযায়ী ড্রইং)। [**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]। **পরিমাণ ঃ ২৯৭.০০ সেট। বায়নামূল্য জমা (টাকা) ঃ** ৬৫৫২৯০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ২৬/০৬/২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা।**

[PR4/364] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী গৌরী প্রামানিক দিং মহাশয়া ইংরাজীর ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে শ্রী ওম প্রকাশ গুপ্তা মহাশয়কে ৩২৮৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন হাওড়ার এ.ডি. এস. আর রেজিস্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রী অনিল গুপ্তা মহাশয় ৩৪০৫ নং দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন। ইংরাজীর ০২.০৪.২০২৬ তারিখে হাওড়া এ.ডি. এস. আর রেজিস্ট্রি অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি্র এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী- জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করবেন মৌজা- বালী, জে এল নং- ১৪, খতিয়ান নং- ৫৫৪৪, দাগ নং- ১৮০৮১।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরএস-এসআরসি-ওটি-বিজি-২৬-১১১৫, তারিখ ঃ ০৪.০৬.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট. ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সাঁতরাগাছি নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের বিবরণ ঃ** ইএলএস/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ডব্লুএপি৪ লোকোমোটিভগুলির ৪০টি বগি মেরামতি/ পুনরায় কার্যোপযোগি করা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬৭,৭৩,২০০ টাকা (জিএসটি সহিত)। **ইএমডি ঃ** ১,৩৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখঃ** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ বেলা ৩.৩০ মিনিট। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **জমার তারিখঃ** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সমস্ত বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন, সংশোধনী সম্পর্কে জানতে এবং তাদের বিড জমা দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-277)**

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৫০/এসআর.ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ ই-টেন্ডার/২০২৬-২৭/০১, তারিখ ঃ ০২-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নম্বর ঃ ১; টেন্ডার নম্বর ঃ কেটি২৫৫২০৫বি;
বন্ধের/খোলার তারিখ ঃ ২৯-০৬-২০২৬।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ ৩০ টি ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেনের সরবরাহ, স্থাপন এবং কমিশন সংক্রান্ত কাজ। স্পেসিফিকেশন নং. - সিওএফএমওডব্লিউ/আইআর/ইওটিসি/২০২০, রেভ.-০ বা সর্বশেষ সংস্করণ। প্রাপক ঃ এসএসই/আইসি/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ); **পরিমাণ** - ০১টি।

দ্রষ্টব্য ঃ- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিভিশনাল মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী নিমাই ঘুঘু, পিতা-স্বর্গীয় বিষ্টুপদ ঘুঘু, সাং- ছোট ভটনগর, থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, মহাশয় ২৩-১১-১৯৯০ তারিখে হাওড়া এডিশন্যাল জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত বিক্রি নং- ৬৫৯/১৯৯০। আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা শ্রীমতি কমলা ঘুঘু, স্বামী-নিমাই ঘুঘু মহাশয় নিকট হইতে আমমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা- চকপাড়া, জে.এল নং-১১১, সাবেক দাগ নং-৬১২, হাল দাগ নং-৭৯৯, হাল খতিয়ান নং-৫৫৮, মোট ১.২২ একর শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় দাতার কোন আপত্তি থাকিলে তিনি বালি জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল. আর ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

তিনসুকিয়া ডিভিশনে নতুন ইওআই বিল্ডিংয়ে সিএলএস প্যানেল স্থানান্তরের কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ টিএসকে (ইলেক্ট)/২৪০ অফ ২৯-০৫-২০২৬: নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নম্বর-১: টেন্ডার নম্বর ঃ** এলক্টি-টি-১৪-টিএসকে-৯২৬-৩৫; **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ৭টি স্টেশনে (শ্রীপুরিয়াগাঁও, নিউ তিনসুকিয়া জংশন, আমগুড়ি, নকচারি, তিতাবর, নিউ তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া) নতুন ইওআই বিল্ডিংয়ে সিএলএস প্যানেল স্থানান্তরের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৮৬,০১০.১০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,১৩,৭০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ১৯-০৬-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা এবং **খোলার সময়** ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১৯-০৬-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পে-এন-ইয়ুজ-২৬-০৫, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রথম লট):** ১৯-০৬-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৯-০৬-২০২৬ তারিখে ১০.৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল/ফ্রিপ্স/দিনঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই-১২৩-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-কেএনই-টিওআই-১২১-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কিষণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০২-০৬-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (Water Supply-II), KMC** invites e-Tender for the following work:

NIT No.: WS/SPBPS/2026-27/05

Name of Work: **Restoration of damaged earthing for HT Breaker Panel and LT Control Panel with other electrical installations at Senpally BPS.** Estimated Cost of the work: ₹ **1,78,264.00**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **15 days.** Time and last date of receipt of tender (online): **17.06.2026 at 2 p.m.** Time and date of opening of tender (online): **19.06.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available in the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/S_D/ADPS/SWF1/26-27 (1st Call)

Name of Work: **Urgent dismantling, repair and overhauling with replacement of top shaft and other worn out components of 1950 LPS capacity Pump Unit No. 1 at Ambedkar Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **18 days.**

(2) NIT No.: KMC/S_D/RAJA/CLG/26-27 (1st Call)

Name of Work: **Cleaning of clogged materials from the submersible pumps as and when required at Chakgaria, Rajapur, Jorabridge and Rajdanga Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **3,60,021.00**. Earnest Money: ₹ **7,500.00** Period of Completion: **153 days.** Last date and time of submission of Bid: **13.06.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **05.06.2026 (5 pm.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2). For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen. (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/DEV18R/25-26

Name of Work: **Shifting of different diameter pipes, from various locations inside GRWW Clear Water Complex to dedicated pipe stack yard along western peripheral boundary wall with others ancillary work.** Estimated Amount : ₹ **4,01,625.00**. Earnest Money: ₹ **8,100.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of receipt of tender (online): **18.06.2026 at 1 p.m.** Last date and time of opening of tender (online): **20.06.2026 at 2 p.m.**

(2) NIT No.: EE/GRWW/PH-V/01/26-27

Name of Work: **Supply, delivery, fitting-fixing of PVC pipeline for different types of sampling water of WTP-V with ancillary works within clear water campus under GRWW.** Estimated Amount : ₹ **1,67,724.00**. Earnest Money: ₹ **3,400.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of receipt of tender (online): **20.06.2026 at 2 p.m.** Last date and time of opening of tender (online): **22.06.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be shortly from the website: **https://wbetenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2). **(71/26-27)**

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কেল অফিস, গুয়াহাটি (D. No. 379600), নীলগিরি ম্যানশন, ১ম তলা, ভাঙাগড়, জি. এস. রোড, গুয়াহাটি - ৭৮১০০৫ ই-মেইলঃ coguwsamd@pnb.co.in

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

'আর্থিক সম্পদের জামানতকরণ ও পুনর্গঠন এবং জামানতি স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২'-এর আওতায় এবং 'জামানতি স্বার্থ (বলবৎকরণ) বিধিমালা, ২০০২'-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাবলির সাথে পঠিত বিধান অনুযায়ী, অস্থাবর / স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের নিমিত্তে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) / অংশীদার(গণ) / স্বত্বাধিকারী(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদার (গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর/ জঙ্গম সম্পত্তি/ সম্পদসমূহ, যা সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধকদায়বদ্ধ রাখা হয়েছিল-এবং যার গঠনমূলক/ ভৌত/ প্রতীকী দখল ব্যাংকের/ সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে-তা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর নিকট হতে ব্যাংক/ সুরক্ষিত পাওনাদারের প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে, নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লিখিত তারিখে ''যে অবস্থায় যেখানে আছে'', ''যে অবস্থায় যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে'' শর্তে বিক্রয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলোর বিপরীতে নিচে প্রদত্ত সারণিতে সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

জামানতকৃত সম্পদের তালিকা

ক্রম নং	শাখার নাম / হিসাবের নাম / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	বন্ধককৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী দাবিনোটিশের তারিখ খ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ গ) সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৪) অনুযায়ী দখল গ্রহণের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতিঃ প্রতীকী / প্রত্যক্ষ/ গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ / সময় ঙ) দায়বদ্ধতা (যদি থাকে)
১.	এ. টি. রোড শাখা (০৪৫৫২০) শ্রী গৌতম বসু ও শ্রীমতি সোনি বসু ১) শ্রী গৌতম বসু (ঋণগ্রহীতা), পিতা - প্রয়াত সুনীল কুমার বসু **ঠিকানা ১ঃ** বোরঠাকুর মিল রোড, বাই লেন নং - ৭, বাড়ি নং - ৭১, ফ্ল্যাট নং ৭, উলুবাড়ি, জেলা - কামরূপ (মেট্রো), গুয়াহাটি - ৭৮১০০৭ **ঠিকানা ২ঃ** ১৪এ, ঠাকুরবাড়ি রোড, ৩ তলা, ডাকঘর - কালীঘাট, থানা - টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ ২) শ্রীমতি সোনি বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা ১ঃ বোরঠাকুর মিল রোড, বাই লেন নং - ৭, বাড়ি নং - ৭১, ফ্ল্যাট নং ৭, উলুবাড়ি, জেলা - কামরূপ (মেট্রো), গুয়াহাটি - ৭৮১০০৭ **ঠিকানা ২ঃ** ১৪এ, ঠাকুরবাড়ি রোড, ৩য় তলা, ডাকঘর - কালীঘাট, থানা - টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ	১৪এ ঠাকুরবাড়িরোড, কলকাতা-৭০০০২৬ ঠিকানায় অবস্থিত (কলকাতা পৌরনিগমের ৮৪ নং ওয়ার্ডের অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) একটি জি+৩ (ভূতলসহ চারতলা) বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলায়, পেছনের দিকে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি ও ৩সি-এর সম্পূর্ণ অংশ যার প্রতিটির আয়তন ৩০০ বর্গফুট (৩০০ বর্গফুট + ৩০০ বর্গফুট) মোট ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা। এর সাথে যুক্ত রয়েছে ১১ কাঠা ১১ ছটাক ৩০ বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশীদারিত্ব। জমির সীমানাঃ উত্তর- ২১ ফুট চওড়া ঠাকুরবাড়ি রোড দক্ষিণ প্রাঙ্গণ নং ৬৩(১), রাসবিহারী এভিনিউ পূর্ব- আংশিকভাবে প্রাঙ্গণ নং ৪ ঠাকুরবাড়ি রোড, আংশিকভাবে প্রাঙ্গণ নং ৬৩ রাসবিহারী এভিনিউ, প্রাঙ্গণ নং ৫৭ রাসবিহারী এভিনিউ এবং প্রাঙ্গণ নং ৫৯ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া ঠাকুরবাড়ি রোড।	ক) ২২-১০-২০২৪ ৩০.০৯.২০২৪ এবং তদুপরি ০১.১০.২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জ খ) ₹২০,৪৫,৩৯৬.৪০ (তারিখ অনুযায়ী) গ) ০২-০৯-২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩৫.২৫ লক্ষ খ) ৩.৫৩ লক্ষ (২২.০৬.২০২৬, বিকাল ৪টা পর্যন্ত) ঘ) ₹০.৫০ লক্ষ ঘ) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) ব্যাংকের জানা নেই

ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলি

এই বিক্রয়টি 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'-এ বর্ণিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত অতিরিক্ত শর্তাবলির সাপেক্ষে পরিচালিত হবেঃ

১. সম্পত্তিগুলো 'যে অবস্থায় যেখানে আছে' , 'যে অবস্থায় যা আছে', এবং 'যা কিছু আছে' -এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হচ্ছে।
২. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত জামানতকৃত সম্পদসমূহের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার জানা তথ্যের ভিত্তিতে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনো ত্রুটি, ভুল তথ্য বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
৩. এই বিক্রয় কার্যক্রমটি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ২৩.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত পরিচালিত হবে।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com ওয়েবসাইটটি দেখুন।
৫. ই-নিলামে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত এমন কোনো দায়ভার , লিয়েন, বন্ধকী দায় বা সরকার কিংবা অন্য কোনো পক্ষের পাওনা-যা ব্যাংকের জানা নেই-তার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা বা ব্যাংক কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। আগ্রহী বিডারদের (নিলামে অংশগ্রহণকারীদের) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, সম্পত্তির ওপর বিদ্যমান বন্ধকী দায় বা আইনি বাধ্যবাধকতা , বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া ইত্যাদি বিষয়ে তারা যেন নিজস্ব ও স্বাধীনভাবে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হন।
৬. অনুমোদিত কর্মকর্তা যেকোনো সময়-কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই-যেকোনো বিড গ্রহণ বা সমস্ত বিড প্রত্যাখ্যান করার (যদি সেগুলো গ্রহণযোগ্য না হয়) এবং নিলামের শর্তাবলি স্থগিত / বাতিল/ মুলতবি/ বন্ধ বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭. বিড জমা দেওয়ার পূর্বে জামানতকৃত সম্পদ এবং তার বিবরণী বা স্পেসিফিকেশন সরেজমিনে পরিদর্শন করে সে সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা বিডারদেরই দায়িত্ব। প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে বিডারগণ সম্পত্তিটি পরিদর্শন করতে পারবেন।
৮. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত জামানতকৃত সম্পদসমূহের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার জানা তথ্যের ভিত্তিতে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনো ত্রুটি, ভুল তথ্য বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।

স্থান- গৌহাটি
তারিখ- ০৩।০৬।২০২৬

অথোরাইজড অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, জামানতকৃত পাওনাদার

টানা ফ্লপের মাশুল, সূর্যকে নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ জুনঃ সূর্যকুমার যাদবের ভবিষ্যৎ কী? এই বিষয়ে দিন দুয়েকের মধ্যেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। শনিবারই ভারতের আসন্ন তিন সিরিজের দল নিয়ে বৈঠক করবে বিসিসিআই। এই বৈঠকের পরেই দল ঘোষণা হবে সিরিজের জন্য। তবে শোনা গিয়েছে, মুম্বইয়ের এই ব্যাটারের টানা অফ ফর্ম ও আইপিএলেও খারাপ ফর্মের কারণে বিসিসিআই নির্বাচকরা এবার ভিন্ন কোনও অধিনায়ক নির্বাচনের কথা ভাবছেন। সংবাদমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, নির্বাচক কমিটি, দলের ম্যানেজমেন্ট, বিসিসিআই কোচ গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে ভারতের সূর্যের বিকল্প ভাবা উচিত। সূর্যের অধীনে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতলেও তাঁর বর্তমান ফর্মের কথা মাথায় রেখে দল বিবেচনা করেছে, এবার অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। বিশ্বকাপের শিরোপা জিতলেও, ব্যাটার হিসেবে সূর্যের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ একদমই ভাল যায়নি। টুর্নামেন্টের ৮ ম্যাচে তিনি মোট রান করেছেন ২৪২। এর মধ্যে একমাত্র আমেরিকার বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোনও ম্যাচেই ফর্মে দেখা যায়নি ভারত অধিনায়ককে। গোটা টুর্নামেন্টেই তাঁর ফর্মে ঘাটতি ছিল। তাঁর এই অফ ফর্ম বজায় ছিল ২০২৬ আইপিএলেও। মুম্বই ইন্ডিয়ানসের হয়ে সূর্য ১৩ ম্যাচে ২০.৭৭ গড়ে মোট ২৭০ রান করেছেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৪৭.৫৪। সর্বোচ্চ রান মাত্র ৬০। সূর্যের পাশাপাশি বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারে ভারতীয় বোর্ড। আইপিএল ২০২৬ এ দুরন্ত ফর্মে ছিলেন বৈভব। জিতেছেন কমলা টুপিও। তাই তাঁর কি আদৌ জাতীয় দলে শিকে ছিঁড়বে, এই বিষয়েই প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবে অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে, সূর্যকে সরিয়ে শ্রেয়স আইয়ারকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দিতে পারে বোর্ড। তবে সব রহস্যের পর্দাফাঁস হবে বোর্ডের বৈঠকেই।

১২ বছর পর বিশ্বকাপে আইভরি কোস্ট

ইয়ামুসুক্রু, ৪ জুনঃ একসময় দিদিয়ের দ্রোগবা, ইয়ায়া তোরে, সালোমন কালুর দল হিসেবে পরিচিত ছিল আইভরি কোস্ট। সেই সোনালি প্রজন্ম অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। আসন্ন বিশ্বকাপে ফের একবার নিজেদের পরিচয় নতুন করে গড়তে ময়দানে নামতে চলেছে আফ্রিকার এই দেশ। ২০১৪ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের মঞ্চে আইভরি কোস্ট। ২০২৩ আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জয়ের পর প্রত্যাশা বেড়েছে। স্কোয়াডে আগের মতো সুপারস্টারের ছড়াছড়ি নেই ঠিকই, তবে ইউরোপের বিভিন্ন শীর্ষ লিগে খেলা একাধিক পরিচিত মুখ। আর সেই কারণে এই টিমকে কেউ হালকাভাবে নিতে নারাজ। কোচ এমের্স ফায়ে সাধারণত ৪-৩-৩ ছকে দল সাজান। তাঁর প্রধান লক্ষ্য রক্ষণ মজবুত রাখা। পরিসংখ্যানও সেই কথা বলছে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ১০ ম্যাচে একটিও গোল হজম করেনি আইভরি কোস্ট। রোমার এভান এন'ডিকা ডিফেন্সের নেতা। তাঁকে সহযোগিতা করবেন ওডিলোঁ কসুনু এবং এমানুয়েল আগবাদুর মতো ডিফেন্ডার। মাঝমাঠে এখনও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম ফ্রাঙ্ক কেসি। বার্সেলোনার প্রাক্তন ও এখন এসি মিলান তারকা দলের অধিনায়কও বটে। আইভরি কোস্টের হোল্ডিং মিডফিল্ডারের জায়গায় প্রশ্ন রয়েছে। মিশেল সেরি দীর্ঘদিন এই দায়িত্ব সামলালেও চোটের পর আগের ছন্দে নেই। তাই নটিংহ্যাম ফরেস্টের ইব্রাহিম সাঙ্গারের উপর ভরসা রাখবেন ফায়ে।

আইপিএল জিতেই জোর ধাক্কা!

আফগানিস্তান সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বিরাট

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ জুনঃ আইপিএল ট্রফি হাতে তোলার কয়েক দিনের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট শিবিরে দুশ্চিন্তার খবর বয়ে আনলেন বিরাট কোহলি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজে খেলতে পারবেন না তিনি। চোটের কারণেই সিরিজ থেকে বাইরে থাকতে হচ্ছে বলে খবর। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিজ্ঞ তারকা হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্রের মন্তব্য, ''হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে তিনি একদিনের সিরিজে খেলতে পারবেন না।'' ১৩ জুন ধর্মশালায় শুরু তিন ম্যাচের সিরিজ। তার আগে বিরাটের ছিটকে যাওয়া ভারতের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা। সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন বিরাট। পুরো মরসুম জুড়ে ধারাবাহিক রান করেছেন। ফাইনালেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে জয়সূচক রানও আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান সিরিজে বিরাটকে পাওয়া যাবে না, এমন খবর স্বাভাবিকভাবে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। চোট কতটা গুরুতর কিংবা তিনি কতদিন মাঠের বাইরে থাকবেন, তা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। শুধু বিরাট নন, রোহিত শর্মার অংশগ্রহণ নিয়েও রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। স্কোয়াডে তাঁর নাম থাকলেও, আদৌ মাঠে নামবেন কি না, এখনও নিশ্চিত নয়। পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোহিতকে দলে রাখা হয়েছে ফিটনেসের ভিত্তিতে খেলার শর্তে। অর্থাৎ, সিরিজ শুরুর আগে শারীরিক অবস্থার মূল্যায়ন চলবে। তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর ফলে ভারতের দুই সিনিয়র ব্যাটারের উপস্থিতি নিয়ে এখন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। চোটের খবর সামনে আসার আগে আইপিএল শেষ হওয়ার পর নিজের ব্যাটিং এবং ক্রিকেটের পরিবর্তিত চাহিদা নিয়ে মতামত রাখেন বিরাট। আইপিএলের একটি ভিডিওতে তিনি বলেন, ''আমি এখনও খেলছি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। তাই নিজের খেলায় উন্নতির জায়গা খুঁজে বের করতে চাই। কোথায় দলের জন্য পার্থক্য গড়ে দিতে পারি, সেটাই মূল লক্ষ্য।'' তরুণ ক্রিকেটারদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, ''খেলার পরিস্থিতি বুঝতে হবে। প্রস্তুতি এমন হওয়া উচিত, যাতে তিন-চার ধরনের ক্রিকেট খেলতে পারো। উইকেট কঠিন হলে শুধু ছক্কা নয়, বাউন্ডারি মারতেও জানতে হবে। সেটাও সম্ভব না হলে স্ট্রাইক ঘুরিয়ে ম্যাচের মধ্যে থাকতে হবে।''

ফরাসি ওপেনে ইতালির নবজাগরণ!

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ৪ জুনঃ ফরাসি ওপেনের ফাইনালে একজন ইতালীয় পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় থাকবেন, এটা নিশ্চিত। কিন্তু তিনি ইয়ানিক সিনার নন। লরেঞ্জো মুসেত্তিও নন। বদলে আলো কাড়লেন দুই নতুন মুখ-ফ্লাভিও কোবোল্লি এবং মাত্তেও আরনালদি। রোলাঁ গারোঁর পুরুষ সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে তৈরি হয়েছে বিরল নজির! গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে প্রথমবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছেন দুই ইতালীয় তরুণ। আগামিকাল, শুক্রবার, ফাইনালে ওঠার লড়াই। চতুর্থ বাছাই ফেলিক্স অজে-আলিয়াসিমকে ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ ফলে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছেন ফ্লাভিও কোবোল্লি। ম্যাচের শুরুটা ভাল হয়নি। প্রথম সেট হারার পর কোর্ট ছেড়ে কিছু সময়ের জন্য বাইরে চলে যান। পরে সেই প্রসঙ্গে বলেন, ''আমি টয়লেটে গিয়েছিলাম একটু ভাবার জন্য, কিছু পরিবর্তনের জন্য। নিজেকে শুধু বলেছিলাম, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। কারণ মনে হচ্ছিল, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সুযোগ।'' অন্যদিকে মাত্তেও আরনালদি এগিয়ে ছিলেন ৭-৫, ৫-২। সেই অবস্থায় বাঁ-দিকের নিতম্বের চোটের কারণে ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য হন তাঁর প্রতিপক্ষ মাত্তেও বেরেত্তিনি। দ্বিতীয় সেটে আগেই চিকিৎসা নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি! এক বছর আগে সেমিফাইনালে নামেন সিনার ও মুসেত্তি। কিন্তু তাঁরা ড্রয়ের দুই প্রান্তে থাকায় অল-ইতালিয়ান সেমিফাইনাল হয়নি। এবার অপেক্ষার অবসান। কোবোল্লি উজ্জীবিত। বলেছেন, ''ইতালির টেনিসের জন্য আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।'' অন্যদিকে আরনালদি মেলে ধরেছেন ছোটবেলা থেকে দু'জনের পরিচয়ের ইতিহাস। তাঁর কথায়, ''ইত্যালির অনূর্ধ্ব-১৪ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার ওর বিরুদ্ধে খেলেছিলাম। আমরা ভাল বন্ধু।'' উল্লেখযোগ্য বিষয়, বিশ্বের ১৪ নম্বর কোবোল্লি, ১০৪ নম্বর আরনালদি এবং ১০৫ নম্বর বেরেত্তিনি-টুর্নামেন্টের শুরুতে তিনজনের কাউকেই এতদূর পৌঁছনোর দাবিদার হিসেবে ধরা হয়নি! ফরাসি ওপেনে শেষবার কোনও ইতালীয় পুরুষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ১৯৭৬ সালে। সেই আদ্রিয়ানো পানাত্তার ক্লাব 'টেনিস ক্লাব পারিওলি'থেকেই উঠে এসেছেন কোবোল্লি। ২৪ বছর বয়সি টেনিস তারকা আগে রোমার যুব ফুটবল দলেও খেলেছেন। পরে পুরো মনোযোগ টেনিসে। পাঁচ ম্যাচে মাত্র দুই সেট হারিয়েছেন তিনি। সেমিফাইনালের ফল যাই হোক, আগামী সপ্তাহে প্রথমবার বিশ্বের সেরা দশে ঢুকে পড়বেন, এটা নিশ্চিত।

নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে আর্জেন্টিনাকে বার্তা দিয়ে রাখল আলজেরিয়া

জয়টা নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে, কিন্তু চমকে উঠবে হয়তো আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের সূচনায় তো এই দলকেই সামনে পাবেন লিওনেল মেসিরা! সেই দলের নাম আলজেরিয়ার। বিশ্বকাপের গা গরমের ম্যাচে আফ্রিকার দলটি হারিয়ে দিয়েছে ডাচদের।

সংবাদ সংস্থা, রটেরডাম, ৪ জুনঃ ম্যাচজুড়ে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ অনেক হলেও গোল হয় মাত্র একটিই। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রথম গোলে দলকে স্মরণীয় জয় এনে দেন আনিস হাজ মুসা। ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে ডান প্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে দূরের কোণায় এক জোরাল শটে গোল করেন তিনি। ২৪ বছর বয়সী উইঙ্গার ক্লাব ফুটবলে খেলেন ডাচ ক্লাব ফাইনর্টের হয়ে। ক্লাব ফুটবলে ঘরের মাঠেই দেশকে জেতালেন তিনি। আলজেরিয়ার জয়ের আরেক নায়ক গোলকিপার লুকা জিদান। নেদারল্যান্ডস ১৪টি শট নেয় গোলে, এর ৫টি ছিল লক্ষ্যে। সবকটিই ঠেকিয়ে দেন কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের ছেলে। গত এপ্রিলে মুখে আঘাত পাওয়ায় এই ম্যাচটি মাস্ক পরে খেলেন লুকা জিদান। আলজেরিয়ার মূল গোলকিপারের জায়গা নিয়ে লড়াই চলছিল বেশ। এই ম্যাচের পারফরম্যান্সের পর বিশ্বকাপে তার ওপরই হয়তো ভরসা রাখবেন কোচ। ম্যাচের প্রথমার্ধে দাপট ছিল নেদারল্যান্ডসের। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দেয় আলজেরিয়া। বিপুল সংখ্যক সফরকারী সমর্থকের গর্জনে উজ্জীবিত হয়ে যেভাবে খেলেছে তারা, জয়টি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাপ্যই ছিল। এই আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। গ্রুপের অন্য দুই দল অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। বিশ্বকাপের জন্য দেশ ছাড়ার আগে এই পরাজয় নেদারল্যান্ডসের জন্য বড় এক ধাক্কা। যদিও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেককে বাজিয়ে দেখেছেন কোচ, তার পরও এই হারকে জেগে ওঠার ডাক হিসেবে দেখছেন অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক। ''দেশ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে এমন পারফরম্যান্স কারও প্রত্যাশিত নয়। এই ম্যাচে আমাদের অন্তত ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা উচিত ছিল। আশা করি, আমাদের ধার দ্রুত ফিরে আসবে এবং এখন থেকে আমরা সুযোগগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারব। এটা ইতিবাচক যে বেশিরভাগ ফুটবলার খেলার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু অবশ্যই আমরা হারার জন্য খেলি না।'' যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্বকাপের আগে আরেকটি ম্যাচ খেলবে নেদারল্যান্ডস, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান। বিশ্বকাপ শুরু করবে তারা ১৪ জুন জাপানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে আলজেরিয়া আগামী বুধবার খেলবে বলিভিয়ার বিপক্ষে।

বিশ্বকাপ চলাকালীন মাঠে জল খেতে পারবেন না দর্শকরা!

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ৪ জুনঃ বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র এক সপ্তাহ। এর মধ্যেই স্টেডিয়াম সংক্রান্ত নিয়মে একদম শেষ মুহূর্তে বদল করল ফিফা। বিশ্ব ফুটবলের এই নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, স্টেডিয়ামের ভিতরে এবার আর জলের বোতল নিয়ে ঢুকতে পারবেন না দর্শকরা। মাঠের ভিতর এই জলের বোতল নিয়ে ঢোকা নিয়েই সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফিফা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ফিফা-র অফিশিয়াল 'স্টেডিয়াম কোড অফ কন্ডাক্ট' বা আচরণবিধিতে আগে বলা হয়েছিল, ''১ লিটারের পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বোতল মাঠে আনা যেতে পারে।'' কিন্তু সম্প্রতি ফিফা দর্শকদের জানিয়েছে, ''২০২৬ বিশ্বকাপে আর কোনও প্রকারের বোতল নিয়েই দর্শকরা মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন না।'' ২ জুন জানানো হয়েছে, আগের নিয়ম বাতিল করে এই নিয়মই কার্যকর করা হল। এছাড়া জানানো হয়েছে, কোনও কারণে মাঠে বা কারও দিকে বোতল ছুঁড়ে মারা হলে সেই খেলোয়াড়ের আঘাত লাগতে পারে। এর ফলেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। তবে রিইউজেবল কোনও বোতলের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা বিতর্ক তৈরী করেছে। কারণ, এর ফলে সমর্থকরা স্টেডিয়ামের ভেতরের ওয়াটার ফাউন্টেন থেকে জল ভরে নেওয়ার সুবিধা আর পাবেন না। ফিফা-র ভেন্যুতে গত বিশ্বকাপে ৪ থেকে ৬ ডলার মূল্যে একটি বোতল কিনতে হয়েছিল দর্শকদের। যদিও, ২০২৬ সালে বিশ্বকাপের জন্য জলের দাম এখনও জানায়নি ফিফা তবে জানা গিয়েছে, এবছরেও ফিফার সঙ্গে কোকা-কোলার পার্টনারশিপ থাকায় তাদের জলের ব্র্যান্ড 'দাসানি' পাওয়া যাবে। এবারের বিশ্বকাপে একদিকে যেমন দলসংখ্যা বেড়ে ৩২ এর বদলে ৪৮ করার ফলে খেলোয়াড়সংখ্যা বাড়বে, তেমনই তাপমাত্রাও বাড়বে আমেরিকায়। বেশ কিছু জায়গাতে তাপমাত্রা হতে পারে প্রায় ২৮-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, যা আমেরিকার ক্ষেত্রে বিচার করলে, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। তবে ফিফা জানিয়েছে, প্রত্যেক স্টেডিয়ামেই বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে।

বিশ্বকাপে সবচেয়ে দামি দল কাদের, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল কোথায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফেবারিটদের তালিকায় কিছুটা পিছিয়ে থেকেই বিশ্বকাপ শুরু করতে যাচ্ছে ব্রাজিল। বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে ব্রাজিলের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কাসেমিরোর বক্তব্যেই বিষয়টি পরিষ্কার, 'আমরা তুমুল ফেবারিট দল নই।' ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির ঘোষণা করা বিশ্বকাপ স্কোয়াডেও খেলোয়াড়দের বাজারমূল্য বিশ্লেষণ করে একই চিত্র উঠে এসেছে। 'ট্রান্সফাররুম'-এর বিশেষায়িত গবেষণায় দেখা গেছে, বাজারমূল্যের হিসাবে বিশ্বকাপের দলগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ দামি স্কোয়াড ব্রাজিলের। দলবদলের বাজারে ক্লাব, এজেন্ট ও খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে প্রায় দশ বছর আগে 'ট্রান্সফাররুম' নামে প্রযুক্তিটি তৈরি করা হয়। এই সমীক্ষায় বিভিন্ন মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়েছে-খেলোয়াড়ের বয়স, গত মরসুমের পারফরম্যান্স, পুনর্বিক্রয় মূল্য, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা, চুক্তির বাকি সময় এবং তারা যে ক্লাবে খেলেন সেখানকার লিগের মান। এসব হিসাব-নিকাশে শীর্ষে রয়েছে ফ্রান্স ফুটবল দল। কিলিয়ান এমবাপে, মাইকেল ওলিসে, উসমান দেম্বেলে এবং আরও অনেক তারকার কারণে ফ্রান্সের স্কোয়াড দামে সবার ওপরে। তাদের বাজারমূল্য ১৪৬ কোটি ইউরো। এরপরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও পর্তুগাল। এই পাঁচটি দেশকে ইউরো মুদ্রার হিসেবে 'বিলিয়নিয়ার ক্লাব' হিসেবে ধরা হচ্ছে, কারণ তাদের স্কোয়াডের মোট বাজারমূল্য অত্যন্ত বেশি। এরপর ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। ভিনিসিয়ুস ও রাফিনিয়ার মতো ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়, এনদ্রিক ও রায়ানের মতো প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ এবং নেইমার, দানিলো ও অ্যালেক্স সান্দ্রোর মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারদের সমন্বয়ে ব্রাজিল দলে শক্তিশালী ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। ফলে ব্রাজিল জাতীয় দলে ডাক পাওয়া ২৬ জন খেলোয়াড়ের মোট বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৯৪ কোটি ১০ লাখ ইউরো। দুই বছর আগে ফিফার বর্ষসেরা হওয়া ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বর্তমানে ব্রাজিলের সবচেয়ে মূল্যবান ফুটবলার। তবে এই সমীক্ষায় বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর অবস্থান দশম। ভিনির আনুমানিক বাজারমূল্য ১২ কোটি ৮০ লাখ ইউরো। তালিকায় শীর্ষ তিনে আছেন যথাক্রমে লামিনে ইয়ামাল, আর্লিং হলান্ড ও কিলিয়ান এমবাপে। তবে বাজারমূল্যের এই হিসাবকে সম্ভবত খুব একটা গুরুত্ব দেবেন না ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তাঁর মতে, বর্তমান পারফরম্যান্স বিবেচনায় জাতীয় দলে সেরা পাঁচ খেলোয়াড়দের মধ্যে দুজনই ব্রাজিলের। আনচেলত্তির ভাষায়, 'আমরা সৌভাগ্যবান যে দলে এত প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে। জাতীয় দলে থাকা বিশ্বের সেরা পাঁচ খেলোয়াড়ের মধ্যে দুজনই ব্রাজিলিয়ান। ...এই দল বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে সমানতালে লড়াই করতে পারবে-এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস আছে।'' একই তালিকায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার অবস্থান দেখে কিছুটা খুশি হতে পারে ব্রাজিল ভক্তরা। ৮ নম্বরে থাকা আর্জেন্টিনার স্কোয়াডের বাজারমূল্য ৭৩ কোটি ৯০ লাখ ইউরো। বেশির ভাগ খেলোয়াড় ইউরোপিয়ান শীর্ষ ক্লাবে না খেলার কারণেই মূল্য তালিকায় লিওনেল মেসিদের এমন পতন দেখা গেছে।

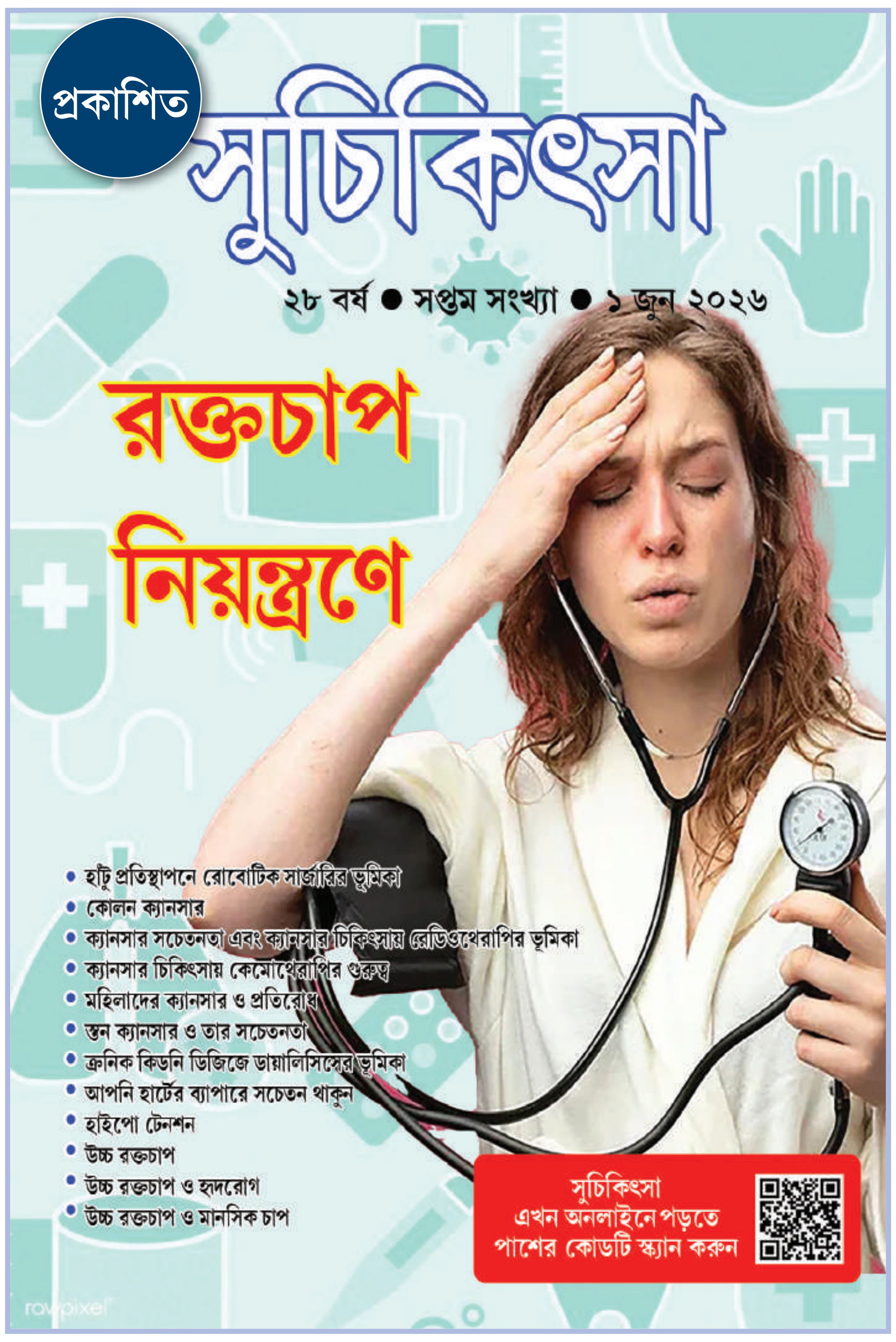

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com